উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ বৈশাখ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 20 April 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 330

রংদার রোববার

এখন প্রচারমাধ্যমে চোখ রাখলেই বেশি পাওয়া যায় শিক্ষকদের খবর। নানা কারণে তাঁরাই খবর। কেউ হতভাগ্য। কেউ সৌভাগ্যবান। কখনও ছাত্রদের কাছে নায়ক, কখনও খলনায়ক। এবারের প্রচ্ছদে শিক্ষক। সঙ্গে অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা বদলের চর্চা।

»১৩ থেকে ১৬-র পাতায় শিক্ষক

সন্ধির ইঙ্গিত রাজ-উদ্ধবের

যাবতীয় মতবিরোধ ভুলে এবার হাত মেলানোর কথা ভাবছেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে। » ৮

বাড়ি ভেঙে মৃত ১১

একটানা বৃষ্টির মধ্যে শনিবার দিল্লিতে ভেঙে পড়ল ৪তলা বাড়ি। ঘটনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৪ জনকে জীবিত বার করে এনেছেন উদ্ধারকর্মীরা। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৩°	৩৩°	২৩°	৩২°	২২°	৩৩°	২২°

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চান মিঠুন » ১২

‘লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে’- ছোটবেলার এই নীতিপাঠটা বোধহয় ওদের মগজে খোদাই হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যই সটান থানায় দুই বোন। পুলিশ কাকুর কাছে তাদের অভিযোগ, বাবা স্কুলেই যেতে দেন না। আরেকদিকে ডাকাত-গ্রামের তকমা পাওয়া জনপদে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নপূরণ করে যেন রূপকথার গল্প লিখলেন এক তরুণ।

‘বাবা তো পড়তে দেয় না’

রাজু সাহা

থানায় হাজির দুই খুদে

ছবি : এআই

শামুকতলা, ১৯ এপ্রিল : অ্যাকশন রিপ্লে। ঠিকঠাক বললে হয়তো আরও বেশি। বাবা ভালোবাসেন না, পড়তে বসলে বই ফেলে দেন বলে কিছুদিন আগে কোচবিহারের এক প্রাথমিক পড়ুয়া স্কুলে শিক্ষকের দেওয়া টাস্কে লিখে জানিয়েছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত সেই খবর পড়ে অনেকেরই মন খারাপ। এবারে আলিপুরদুয়ারের দুই খুদে যা করল তাতে মন কিছুটা খারাপ হলেও একই সঙ্গে ভালো হতেও বাধ্য। দুই বোনের একজন প্রথম অন্যজন তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। এক্ষেত্রেও বাবাই ‘মন্দ মানুষ’। দুই খুদেরই অভিযোগ, পড়াশোনা তাদের খুবই প্রিয় হলেও বাবা তাদের মোটেও পড়তে দেন না। পড়তে বসলেই বকাঝাকা করেন। ঠিকমতো স্কুলে যেতে দেন না। সময়-অসময়ে তাদের মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেন।

পুলিশ খুব কড়া হলেও তাদের কাছে গেলেই সমস্যা মেটে বলে দুটিতে কোথা থেকে যেন জানতে পেরেছিল। সেইমতো দুটিতে পুলিশের কাছে গিয়ে হাজির। সেখানে বাবা-বৃত্তান্তের খোলসা করা। শুনে পুলিশ আধিকারিকের আক্কেল গুড়ুম।

এরপর বারোর পাতায়

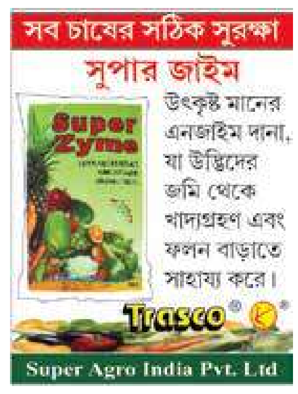

ডাকাত-গ্রামে ডাক্তারি পড়ুয়া

অরুণ ঝা

ডাঙ্গাপাড়া (বাংলাদেশ সীমান্ত), ১৯ এপ্রিল : একসময়ের দস্যু রত্নাকর পরবর্তীতে কবি বাল্মীকিতে বদলে গিয়ে রামায়ণ লিখেছিলেন। রূপান্তরের এক অনন্য ইতিহাস গড়েছিলেন। ইসলামপুর শহরের কিছুটা দূরে আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সারফারাজ আলমও নিজের মতো করে এক ইতিহাস গড়েছেন। বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের সঙ্গে লাগোয়া ডাঙ্গাপাড়া দুই দশক আগেও ডাকাতির জন্য কুখ্যাত ছিল। বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ডাকাতি করতেন। সারফারাজ অবশ্য এলাকার আগেকার সেই বাসিন্দাদের মতো ডাকাতি করেন না। ডাক্তারি করবেন বলে তা নিয়ে পড়াশোনা করছেন। বর্তমানে তিনি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া। একসময়ের ডাকাতদের গ্রাম এখন সারফারাজের সুবাদেই ডাক্তারের গ্রাম নামে পরিচিতি পাচ্ছে। রূপান্তরের এক অনন্য ইতিহাস লেখা হচ্ছে।

ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম ইসলামপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার পাশে রয়েছে। গ্রাম থেকে সহজেই বিএসএফের বুটের আওয়াজ শোনা যায়, ওপারের বাংলাদেশি নাগরিকদের চলাফেরা দেখাও যায়। এলাকার ৮০ শতাংশ বাসিন্দা আজও নিরক্ষর। শনিবার মরাগতি বিএসএফ ক্যাম্প হাতের ডান দিকে রেখে বর্ডার রোড ধরে এলাকায় গিয়ে সারফারাজের যাত্রার প্রতিকূলতা টের পাওয়া গেল। এলাকার প্রথম বাড়িটিই তাঁদের। জরাজীর্ণ। দক্ষিণ দুয়ারের ঘরের বাঁশের তৈরি চাল চারদিকে ফুটিফাটা। তরুণের বাবা বদির আলির সঙ্গে দেখা হল। একসময়ের ডাকাতের গ্রাম বলে পরিচিত এলাকায় ছেলের এই

এরপর বারোর পাতায়

সারফারাজ আলম।

রাজ্যপালের পা ধরে কান্না মুর্শিদাবাদে

অর্ণব চক্রবর্তী ও পরাগ মজুমদার

ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল : শান্তি কোথায়? দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে। নতুন করে হিংসার কিছু না ঘটলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। পরিস্থিতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। তিনি বলেন, ‘সভ্যসমাজে মানুষ এই পরিস্থিতিতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। লুট হয়েছে, সন্ত্রাস চলেছে। যা দেখলাম, ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে যা শুনলাম, তাতে বুঝতে পারছি নৃশংস অত্যাচার হয়েছে।’

মালদায় গিয়ে শুক্রবার ধুলিয়ানের ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করার পর শনিবার রাজ্যপাল এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। অশান্তিতে বিধ্বস্ত ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জ ঘুরে দেখেন তিনি। জাফরাবাদে নিহত বাবা-ছেলের বাড়িতে গেলে স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে পড়েন তিনি। নিহত বৃদ্ধের স্ত্রী তাঁর পা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, ‘আমার সব হারিয়েছে। ঘুমোতে পারছি না। আপনি দয়া করে কিছু করুন।’

প্ল্যাকার্ড হাতে আশপাশের মানুষ বিচারের দাবি জানান রাজ্যপালের কাছে। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, তাঁদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সবকিছু চলে গিয়েছে। সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। নিহতের পরিবারকে রাজভবনের ‘শান্তিকক্ষ’-র নম্বর দিয়ে প্রয়োজনে ফোন করার কথা বলে বোস অবশ্য শান্তি ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ‘আমি বুঝতে পারছি, মানুষ কী চাইছে। আমি সঠিক জায়গায় সেই বার্তা পৌঁছে দেব।’

তাঁর মতে, রাজ্য ও কেন্দ্র, উভয় সরকারের এখন উচিত মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যদের কাছে হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা শোনান মহিলারা। কমিশনও শনিবার ওই এলাকাগুলি ঘুরে দেখে। মহিলারা তাঁদের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন। গ্রামবাসীরা আশঙ্কা করছেন, সামশেরগঞ্জে যে কোনও সময় ফের অশান্তি হতে পারে। তাঁরা একটাই দাবি করেন, বিএসএফ ক্যাম্প করতে হবে, নাহলে আমরা বাঁচব না। এরপর বারোর পাতায়

এখনও ধন্দে চাকরিহারা শিক্ষকরা

অধিকাংশই স্কুলে গরহাজির

আঁধারে পাঠশালা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৯ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্ট যোগ্যদের কাজে যাওয়ার সময়সীমা ৮ মাস বাড়িয়ে দিলেও শনিবার চাকরি হারানোর মুখে থাকা সিংহভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলে গেলেন না। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই চিত্রটা ছিল একই রকম। এসএসসির তরফে যতদিন না যোগ্য-অযোগ্যদের পৃথক তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে ততদিন শিক্ষকরা স্কুলে যাবেন না বলে আগেই জানিয়ে ছিলেন।

আদালতের নির্দেশের পর এদিনও তাঁরা সেই দাবিতে অনড় ছিলেন। এসএসসির ওপর চাপ বাড়াতে আগামী সোমবার শিক্ষকরা আচার্য সদনের সামনে জমায়েত করবেন। সেজন্য শিলিগুড়ির পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষকরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন।

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের শিলিগুড়ির শাখার সদস্য তথা লালাবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক বিকাশ রায় বলেন, ‘আগামী সোমবার এসএসসির তরফে যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা সার্টিফায়েড কপি সহ প্রকাশ করার কথা রয়েছে। সেই তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা চাকরিতে ফিরব না। পাশাপাশি এসএসসির তরফে অযোগ্যদের টার্মিনেশন লেটার দিতে হবে।’

স্কুল ছুটির বেলা। শীতলকুচির গুপিনাথ হাইস্কুলে। ছবি : বিশ্বজিৎ সরকার

লাটে পড়াশোনা

- শিলিগুড়ি, ইসলামপুর ও ফাঁসিদেওয়া সহ বিভিন্ন জায়গার শিক্ষক-শিক্ষিকা শনিবার স্কুলে আসেননি
- পঠনপাঠন ব্যাহত হয়েছে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে
- শিক্ষা দপ্তর নির্দেশিকা না দেওয়ায় শিক্ষকদের অধিকাংশ ডিউটিতে নারাজ
- অনেকে আবার সোমবার বা মঙ্গলবার আদালত কী নির্দেশ দেয়, সেই অপেক্ষায়

অধিকার মঞ্চের আরেক সদস্য পাথরঘাটা হাইস্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক রণজিৎ বিশ্বাসের কথায়, ‘এখন স্কুলে গেলে অযোগ্যরা আমাদের সঙ্গে ঢুকে যাবে। কেননা, কে যোগ্য আর কে অযোগ্য সেই তালিকা প্রধান শিক্ষকের কাছে নেই। অযোগ্যদের সঙ্গে আমরা স্কুল করব না। আন্দোলনের পথ থেকে সরব না।’

সুপ্রিম কোর্ট ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্য শিক্ষকদের কাজের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এদিকে, শর্ত নিয়ে শিক্ষকরা কাজ করতে চাইছেন না। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব সরকার বলেন, ‘২০১৬-র প্যানেলে নিযুক্ত তিন শিক্ষকের কেউই আজ স্কুলে আসেননি।’ অন্যদিকে, চাকরিহারা চারজন শিক্ষকই স্কুলে আসেননি বলে বাল্মীকি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অনুপ দাস জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ৭ জন শিক্ষিকা স্কুলে এদিন আসেননি।

তবে এর ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গিয়েছে মুরলীগঞ্জ হাইস্কুলে। যেখানে চাকরি হারানোর মুখে থাকা ৭ জন শিক্ষকই এদিন স্কুলে এসেছিলেন। হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে তাঁরা ক্লাসও নিয়েছেন।

এরপর বারোর পাতায়

হিন্দু নেতা খুন, ঢাকাকে কড়া বার্তা নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৯ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের হিংসা নিয়ে নয়াদিল্লি-ঢাকা টানাপোড়েনের মধ্যে ভারত নতুন অস্ত্র পেয়ে গেল বাংলাদেশে আবার এক হিন্দু নেতাকে অপহরণ ও খুনের ঘটনায়। নয়াদিল্লির তরফে ফের ঢাকাকে সেদেশে বসবাসকারী হিন্দু সহ সমস্ত সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে শনিবার কড়া বার্তা দিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। যদিও এই সুযোগে বিমস্টেক সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-ইউনূস বৈঠক নিষ্ফলা ছিল বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

বাংলাদেশে খুন হয়েছেন দিনাজপুর জেলার বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা ভবেশচন্দ্র রায়। বৃহস্পতিবার একদল দুষ্কৃতী বাইকে এসে বাড়ি থেকে তাঁকে অপহরণ

অস্থির বাংলাদেশ

করে নিয়ে যায়। পরে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ভবেশ বাংলাদেশ পুজো উদযাপন পরিষদের বিরাল উপজেলা ইউনিটের সহ সভাপতি ছিলেন। হিন্দু নেতা হিসেবেও তাঁর পরিচিতি যথেষ্ট ছিল।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘বাংলাদেশের বিশিষ্ট হিন্দু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়ের অপহরণ এবং নৃশংসভাবে হত্যার হতাশাজনক খবর থেকে পরিষ্কার, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার, নিপীড়ন চলছে। দোষীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে,

এরপর বারোর পাতায়

শুক্রবার মাঝরাত থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি গাড়ল একটি দলছুট মাকনা। শনিবার দিনভর ক্যাম্পাসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় হাতিটি। ছবি : খোকন সাহা

এডিশন স্পেশাল

রাশিয়াকে ক্রিমিয়া ছাড়তে রাজি ট্রাম্প! » আটের পাতায়

আরও ৮টি চিতা আসছে ভারতে » সাতের পাতায়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘পরিদর্শক’ হাতি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ এপ্রিল : দেড় দশকের ব্যবধানে ফের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতির হানাদারি। ক্যাম্পাসে একটি দলছুট মাকনার তাণ্ডবকে কেন্দ্র করে শনিবার তীব্র চাঞ্চল্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর তো বটেই, সংলগ্ন এলাকাতেও। যদিও হাতিটি কলাবাড়ির জঙ্গল ছেড়ে এখানে ঢোকে শুক্রবার মাঝরাতে। ভরতবস্তির দিকে থাকা একটি সীমানা প্রাচীর ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর থেকেই তাণ্ডব শুরু করে দেয় দলছুট হাতিটি।

যা চলে শনিবার ভোররাত পর্যন্ত। সূর্য ওঠার পর হাতিটি আশ্রয় নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শালবনে। ফলে হাতি দর্শনে এদিন যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমিয়েছিলেন, তাঁদের সিংহভাগকে নিরাশ হতে হয়। কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র কান দেখে হাতি দেখার সাধ মেটান। আর এই উৎসুক জনতার জন্যই হাতিটিকে বনে ফেরাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় বনকর্মীদের। অবশেষে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বনকর্মীরা গাইড করে হাতিটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চা বাগানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ক্যাম্পাস থেকে বের করে তারাবাড়ি গ্রাম হয়ে বাগডোগরা বনে নিয়ে যাওয়া হয়।

শুক্রবার মাঝরাতে গোটা এলাকা যখন ঘুমের মধ্যে, তখনই কলাবাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তারাবাড়ি, রঙ্গিয়া হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে ভরতবস্তির দিকে থাকা ক্যাম্পাসের দেওয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ে হাতিটি। এনিয়ে বিশ্ববিদ্যালের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার হাতির হানাদারি ঘটল। ২০০৯ সালে শিবমন্দিরে বিডিও অফিসের সামনের রাস্তা ধরে অনিল সিনহার বাড়ির ভিতর দিয়ে মাস্টারপাড়া হয়ে সীমান প্রাচীর ভেঙে ক্যাম্পাসে ঢুকেছিল একটি হাতি। ক্যাম্পাসে হরিণ, চিতাবাঘ দেখা গিয়েছে অনেকবার। যেমন মিলেছে অজগরের উপস্থিতি। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে হাতি ঢুকে পড়ায়, তাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছিল এলাকায়। সমস্ত আলোচনা ছিল হাতিকেন্দ্রিক।

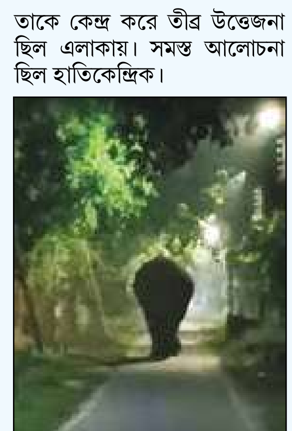

রাতভর তাণ্ডব

- কলাবাড়ির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তারাবাড়ি, রঙ্গিয়া হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ
- ভরতবস্তির দিকে থাকা ক্যাম্পাসের দেওয়াল ভেঙে ‘অনুপ্রবেশ’
- প্রথমে কমার্স বিভাগের সামনে ফাস্ট ফুডের দোকান উলটে সেখানে মজুত খাদ্যসামগ্রী সাবাড়
- এরপর গেস্টহাউসের পূর্ব দিকের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকে ভিআইপি গেট ভাঙার চেষ্টা
- রাতভর তাণ্ডবের পর শনিবার ভোরে হাতিটি আশ্রয় নেয় শালবনে

হাতিটি ক্যাম্পাসে ঢুকে প্রথমেই কমার্স বিভাগের সামনে থাকা রেখা দাসের ফাস্ট ফুটের দোকান উলটে দিয়ে সেখানে রাখা আটা, ময়দা, চিনি সাবাড় করে। শনিবার রেখা বলেন, ‘স্বনির্ভর দল থেকে ঋণ নিয়ে ভালো করে দোকান বানিয়েছিলাম।

এরপর বারোর পাতায়

পথ আটকে ডালা, মার্কেটে চটলেন মেয়র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : কোথাও দোকানের মালপত্র নেমে এসেছে ফুটপাথে, আবার কোথাও ডালা বসিয়ে বেদখল হয়ে গিয়েছে ফুটপাথ। তার ওপর চারিদিকে আবর্জনার স্তূপে যেন নরককুণ্ড দশা। নিজের চোখে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট আর বিধান মার্কেটের এমন পরিস্থিতি দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ মেয়র।

কিছুটা বিব্রতও বটে। অবশ্য এই পরিস্থিতির দায় আগের জমানার ওপর চাপিয়ে তাঁর অভিযোগ, ‘এই দখলদারি ৩৫ বছর ধরে চলেছে।’ বাজারে দাঁড়িয়েই ব্যবসায়ীদের ইঙ্গিত করে মেয়রের হুঁশিয়ারি, ‘সব অবৈধ দখলদারি, ডালা সরাবই।’ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার এলাকায় অবৈধ নির্মাণ নিয়েও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। দখলদার নিয়ে এলাকার প্রাক্তন ও বর্তমান কাউন্সিলারকে দুষেছেন মেয়র। ফুটপাথ দখলমুক্ত করাই যে চ্যালেঞ্জ তা জানেন গৌতম। এই পরিস্থিতিতি মেয়রের বক্তব্য, ‘একদিনে তো আর এই ডালা বসানো হয়নি। একদিনে অবৈধ নির্মাণও হয়নি। এগুলি কারা করেছেন সবাই জানেন। আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরাই এই সব নির্মাণ করতে সহযোগিতা করেছেন।’

তবে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পালের বক্তব্য, ‘পুরনিগম সব ডালা সরিয়ে দিক, অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিক। আমি নিজে পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।’ তাঁর পালটা অভিযোগ, ‘ওঁদের লোকই বাইরে থেকে ব্যবসায়ীদের এনে বসাচ্ছেন। আমরা লেবার চাইলে পাওয়া যায় না। আজ যেহেতু মেয়র আসবেন, তাই সকাল থেকেই বাড়তি লেবার পাঠানো হয়েছে।’

রাস্তা দখল করে পসরা। দেখলেন গৌতম দেব। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ও বিধান মার্কেটে দোকানগুলির সামনে ডালা বসিয়ে ফুটপাথ বেদখল হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ উঠছে, যে সব ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠিত দোকান রয়েছে, তাঁরাই দিন প্রতি ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা নিয়ে নিজেদের দোকানের সামনে ডালা বসাচ্ছেন। যে টাকা দেবেন না, তাঁকে ডালা বসাতে দেওয়া হয় না। বিধান রোডে গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে বিধান রোডজুড়ে দুই পাশের ফুটপাথই প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা এই কৌশলে দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ।

হিলকার্ট রোডের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যেতে পারলেও বিধান রোডে সেই উপায় নেই। বিধান রোডের গোটা ফুটপাথটাই দোকানের মালপত্রে ভরে গিয়েছে। গোষ্ঠ পালের মূর্তির সামনে থেকে বিধান মার্কেটের দিকে যেতে ফুটপাথের ধারে দশকর্মা ভাণ্ডার রয়েছে। ওই দোকানের বেশিরভাগ সামগ্রী ফুটপাথের ওপর রাখা থাকে। ফলে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার উপায় নেই। তার পাশেই ডাব বিক্রেতারাও ফুটপাথজুড়ে মাল রেখেছেন। একই রকমভাবে ক্যামেরার দোকান, মোবাইলের দোকান, কাপড়ের দোকানদাররা নিজেদের দোকানের সামগ্রী ফুটপাথের ওপর ডাঁই করে রেখেছেন।

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে মোমো গলির সামনে অবৈধ নির্মাণ দেখেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মেয়র। এখানে দুটি বহুতল ওপরের দিকে একে ওপরের দিকে হেলে পড়েছে। যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এরপর বারোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহটি পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে গেলেও সাফল্য ধরা দেবে। পারিবারিক মতবিরোধের অবসান হবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। পাওনা আদায় হবে। বৈষয়িক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। জাতিকাদের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি শুভ ফলদায়ক। বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা থাকছে। উচ্চরক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

বৃষ : ব্যবসার কাজ নিয়ে ব্যস্ততা বাড়বে। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। সন্তানের শিক্ষা নিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সপ্তাহের শেষভাগ কাটিয়ে মানসিক শান্তি। ক্রীড়াবিদরা তাঁদের কাজের জন্যে সম্মানিত হবেন।

মিথুন : এ সপ্তাহে একাধিক উপায়ে আয় বাড়তে পারে। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দুর্ভাবনা। পুরোনো দিনের কোনও বন্ধুকে দীর্ঘদিন পরে খুঁজে পেয়ে খুশি হবেন। দাঁতের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে।

কর্কট : আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ব্যবসার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। অংশীদারি ব্যবসায় কিন্তু এ সপ্তাহে অবিশ্বাস তৈরি হতে পারে। কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া চরম ভুল হবে। অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং প্রযুক্তিবিদগণ তাঁদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ করতে পারবেন। নতুন বাড়ি ও জমি কেনার সুযোগ পাবেন।

সিংহ : এ সপ্তাহে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সংযত থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। নতুন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এর ফলে পরবর্তীতে মানসিক অশান্তি হওয়ার আশঙ্কা। পেটের রোগের সমস্যা বাড়বে।

কন্যা : বিনা কারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অসম্মানিত হবেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি লাভ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি মিলবে। প্রেমে চলবে মান-অভিমান।

তুলা : পরিবারের ছোটখাটো মতানৈক্য নিয়ে আপনি মাথা গলাতে যাবেন না। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনে আপনার সদর্থক ভূমিকা প্রশংসিত হবে। শ্লেষ্মাঘটিত সমস্যাকে উপেক্ষা করবেন না। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে শামিল করুন। চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ তেমন সুবিধা করতে পারবে না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ কমবে।

বৃশ্চিক : সপ্তাহের প্রথম দিকটি আর্থিক সচ্ছলতায় চললেও শেষ দিকটিতে সমস্যা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। দীর্ঘদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। মেয়ের বিবাহ স্থির হবে। রাস্তায় বিতর্কে জড়ালেও শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।

ধনু : সন্তানের শিক্ষার উন্নতি মানসিক তৃপ্তি দেবে। ব্যবসা হবে মিশ্র ফলদায়ক। অযথা বাড়তি বিনিয়োগ করে সমস্যা ডেকে আনবেন না। পেটের কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন হতে পারে। নিদ্রাহীনতা সমস্যা আনবে।

মকর : ব্যবসার কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে ঝুঁকি নেই। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে কিছুটা কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে আপস-আলোচনা বেশি ফলপ্রসূ হবে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ।

কুম্ভ : এ সপ্তাহে দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছা পূরণ হবে। যে কোনও কাজ করতে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। অকারণে বেশি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। মায়ের পরামর্শে সাংসারিক কোনও সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতৃবিবাদ। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বাতের ব্যথার বৃদ্ধি ভোগাবে।

মীন : প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উসকানি সমস্যা তৈরি করতে পারে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করাই ভালো হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি মিলবে। সপ্তাহ ধরে পরিশ্রমে থাকলেও দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা তৈরি হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৩০ চৈত্র, ২০ এপ্রিল, ২০২৫, ৬ বহাগ, সংবৎ ৭ বৈশাখ বদি, ২১ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৭, অঃ ৫।৫৬। রবিবার, সপ্তমী দিবা ২।১১। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৭।৩৯। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৮।২১ ববকরণ দিবা ২।১১ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৭।৩৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।৪৬ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৭।৩৯ গতে চতুষ্পাদদোষ, দিবা ২।১১ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, দিবা ২।১১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ১০।২ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২ গতে ২।২৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৩৯ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।১১ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, দিবা ২।১১ গতে মাত্রা পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।১১ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ৭।৩৯ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দিবা ৭।৩৯ গতে ২।১১ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট এবং অষ্টমীর সপিণ্ডন। দিবা ২।১১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। জাতীয় জনসংযোগ দিবস (২০ এপ্রিল)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৩ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৭।৩৩ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২।৪৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৩ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।০ মধ্যে।

লিটারারি মিট

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : ‘আজকাল’-এর উদ্যোগে এবং চণ্ডাল বুকসের সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গে প্রথমবার আয়োজিত হল ‘আজকাল নর্থবেঙ্গল লিটারারি মিট’। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হল অনুষ্ঠানটি। উত্তরবঙ্গের বহু লেখক, কবি, গবেষক শনিবার একত্রিত হন এই অনুষ্ঠানে। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে উত্তরবঙ্গের জনজাতি, ভাষা-সংস্কৃতি, কবি-লেখকদের দায়বদ্ধতা সহ নানা বিষয়। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আজকাল নর্থবেঙ্গল লিটারারি মিট-২০২৫ এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পান সাহিত্য নিয়ে কাজ করে যাওয়া অর্ণব সেন এবং বাংলার কথাসাহিত্যিক শিলিগুড়ির বাসিন্দা বিপুল দাস।

এছাড়াও গদ্যে পুরুষোত্তম সিংহ, গল্পে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও অভিষেক ঝা, কবিতায় সুজিত দাস ও শুভ্রদীপ রায়, অনুবাদে অসীমা সরকার এবং শিশু সাহিত্যে শাশ্বতী চন্দ পুরস্কৃত হন। ৮টি জেলার ৯টি লিটল ম্যাগাজিনকে লিটমিট স্মারক সম্মান দেওয়া হয়। আয়োজক কমিটির যুগ্ম সচিব অলক সরকার বলেন, ‘নতুন লেখকদের বই সংক্রান্ত রিভিউ লেখার একটি প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে রিভিউ লিখে জমা দেয় প্রতিযোগীরা। তাঁদের মধ্যেও বেশ কয়েকজনকে স্মারক, সার্টিফিকেটের পাশাপাশি জেলায় প্রথমকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কৃত করা হবে উত্তরবঙ্গের সেরাকেও।’ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ডঃ সমিত ঘোষ, তৃপ্তি সান্ত্রা, ডঃ সুনীল চন্দ, নিশিকান্ত সিনহা, ডঃ সঞ্জীবন দত্ত রায়, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, শুভময় সরকার, বিজয় দে, প্রমোদ নাথ, বেণু সরকার, সন্তোষ সিংহ, সঞ্জয় বিশ্বাস, অশ্বিনী কুমার সহ অনেকেই।

পাত্র চাই

■ মাধ্যমিক পাশ, 36/5', নমশূদ্র পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, 45-এর মধ্যে পাত্র চাই। Ph : 9434307829, সময় : 6-9 P.M. (C/113442)

■ ব্রাহ্মণ, 30, B.Com. অনার্স, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মাঙ্গলিক পাত্র চাই। নিজস্ব বাড়ি না থাকলেও চলিবে। (M) 8944099176. (C/113453)

■ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, জন্ম-ডিসেম্বর ’91, 5'-6", স্নাতক, বিধবা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, নিঃসন্তান পাত্র কাম্য। (বিবাহের 1 বছরের মধ্যে স্বামী মারা যায়)। (M) 8918052982. (C/114681)

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-৪", সরকারি কর্মচারী (বিএসসি নার্সিং), শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7908310981. (C/116133)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, 33+/5'-3", M.Sc., B.Ed., ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে কর্মরতা, শিক্ষিত পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি উচ্চপদস্থ, নেশাহীন পাত্র কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। প্রকৃত অভিভাবক যোগাযোগ করুন। (M) 9679340605, Time : 7 P.M.-9 P.M. (C/114684)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, 30/5'-2", MBA, দেবগণ, SBI-তে স্থায়ী কর্মরতা, সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (35-এর মধ্যে) সুপাত্র চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9434700283, 6294111411. (C/113454)

■ কুণ্ডু, 33/5'-2", B.A.(H), M.A., ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8918950741. (C/113456)

■ কুণ্ডু, 27/5'-1", M.A., ফর্সা পাত্রীর সঃ চাকরি/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/প্রঃ ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। (M) 6296007814. (C/113455)

■ দত্ত, কায়স্থ, ফর্সা, ৩০/৪'-১০", মাঙ্গলিক, দুর্গাপুরে বেসরকারি ফার্মাসি কলেজের প্রফেসর, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সুশিক্ষিত, চাকরিজীবী পাত্র চাই। মোঃ 6297414300. (C/116139)

■ বারুজীবী, 33/5'-6", শ্যামবর্ণ, কন্যা রাশি, নরগণ, Advocate, উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8584805723. (C/116145)

■ কায়স্থ, সরকারি স্কুলের ক্লার্ক, ৩৯+/৫'-৩", ফর্সা, স্লিম, A+, পাত্রীর জন্য ৪৪-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9475417626 (7.30-9 P.M.). (C/114683)

■ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ২৮/৫', M.Sc., B.Ed., বার্ষিক আয় ৫ লাখ। চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9002459348. (C/116053)

■ নমশূদ্র, 34/5'-4", M.A. (English), বাবা ব্যবসায়ী, মা Rtd. রাঃ সঃ Officer, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ন্যূনতম 5'-7", স্নাতক, চাকরিরত বা ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 8609955270.

■ OBC, 30/5'-2", B.Sc., Nurse, রাঃ সঃ হাসপাতালে কর্মরতা (পদোন্নতি তালিকাভুক্ত)। সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8637371422. (U/D)

■ ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, 31+/5'-4", B.A.(Pass), সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9647535929. (C/116144)

■ পূর্ববঙ্গ, ময়মনসিংহ, ক্ষত্রিয়, 30+/5'-2", M.A., গভঃ হেলথে কর্মরত, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (C/116144)

■ 32/5'-2", M.Sc. (Physics), B.Ed., CBSE Senior Physics Teacher, Siliguri, শিক্ষিত ভালো চাকরিজীবী (শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য) পাত্র কাম্য। (M) 8653646714 (4 to 9 P.M.). (M/M)

■ Genl. Caste, ২৭/৫'-৫" Ht., M.A., B.Ed., Eng.,গান, Comp. জানা, সুদর্শনা, একমাত্র কন্যা, পিতা Cent. Govt. Officer, ভালো সরকারি চাকুরে অগ্রাধিকার। উত্তরবঙ্গ কাম্য। M.No. 7319161242. (C/115806)

পাত্র চাই

■ General (Sarkar), 29/5'-3", M.A.(English), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষিত, 30-33’এর মধ্যে লম্বা (5'-7"-5'-10"), সুদর্শন, General Caste পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9734928302 (W)/6294695481. (C/115808)

■ 25+/5'-2", কায়স্থ, উজ্জ্বল শ্যামলা, H.S., ঘরোয়া পাত্রীর জন্য উপযুক্ত জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। 6295849404. (C/115809)

■ পাল, দেবারি, 29/5'-3", M.A., B.Ed., পাত্রীর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 8509914223. (C/116150)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", M.A.(Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, কনিষ্ঠা কন্যার জন্য উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। (M) 7364017924. (C/115525)

■ পাত্রী কায়স্থ, 26/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.Com. পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, শিলিগুড়ির সুপাত্র চাই। 7719347252. (C/116055)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 30/4'-11", MBA, Pvt. Co.-তে কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 6301269281. (C/116156)

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", Ben. (H), ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য (শিলিগুড়ির মধ্যে)। (M) 8116007272, Time : 8 A.M.-8 P.M. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, ৩০/৫'-৩", ইংরেজিতে M.A., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob.No. 8918580355. (C/116165)

■ দঃ দিনাজপুর নিবাসী, মাহিষ্য, 32/5'-2", Ph.D., ফর্সা, একমাত্র কন্যা। কেঃ সঃ/রাঃ সঃ অফিঃ/Banker পাত্র কাম্য। (M) 8918513686. (C/116160)

■ কায়স্থ, 29/5'-2", MBBS সঃ চাকরিরতা, একমাত্র কন্যার জন্য MD/MCA (NIT)-তে কর্মরত পাত্র কাম্য। (M) 8116816675. (C/116057)

■ কায়স্থ, 46+, B.Com., সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি। 50-51 মধ্যে ভালো স্বভাবের পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 8944076704. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৩, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কনিষ্ঠ কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৫, গভঃ চাকরিরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116057)

■ রাজবংশী, ডিভোর্সি, বয়স ৩০, জলপাইগুড়ি নিবাসী। সরকারি চাকরিজীবী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৪, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ, এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Sc., B.Ed., ICDS-এর সুপারভাইজার পদে কর্মরতা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA, বেসরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৭, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9332710998. (C/116057)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", ভদ্র স্বভাবের, সুন্দরী, শিক্ষিত, ভালো পরিবারের মেয়ের জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী, ভদ্র পাত্র কাম্য। 7003763286. (C/116057)

পাত্র চাই

■ ঝা ব্রাহ্মণ (বাঙালি কালচার), 34+ পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। সত্বর যোগাযোগ। 9832445207, 8509744658. (C/115813)

■ কর্মকার, ৩৫/৫', ডিভোর্সি, কেঃ সঃ কর্মী, অনূর্ধ্ব ৪০, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9749797176. (K)

■ 53, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সংগীতে M.A., B.Ed., ঘরোয়া, অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তানহীন বিপত্নীক/ডিভোর্সি চলিবে। 6289033869. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, 31+/5'-3", 50 Kg., স্লিম, রেলওয়ে Level-5’এ কর্মরত, বার্ষিক আয় 6.5 Lakh, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত রাজবংশী, সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। Ph.No. 8927126064. (C/116169)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", M.Sc. Chem., B.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য ডাক্তার/প্রফেসর/বিজ্ঞানী/উচ্চপদে চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7364928982. (D/S)

■ রাজবংশী, রং ফর্সা, 29+/5'-3", D.El.Ed., GNM ফাইনাল ইয়ার, বাবা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9339728618. (C/115528)

■ 31/5'-3", দেবগণ, ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, Bank-এ কর্মরত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7979958365. (C/116163)

পাত্র চাই

■ ৩০ বছর, উচ্চতা ৫'-৫", Educated, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নামমাত্র Divorce, বাবা ব্যবসায়ী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 080-69072085. (K)

■ 26/5'-3", M.Sc., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সরকারি কর্মচারী পাত্র কাম্য। 080-69103058. (K)

■ সাহা, ৩৪/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/114687)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", B.Tech., নামী MNC কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 9593965652. (C/116057)

■ মালদা নিবাসী, 30/5'-3", M.A., B.Ed., সরকারি কর্মচারী, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিরত পাত্র চাই। 9144170307. (C/116057)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, শিলিগুড়ি, 36/5'-11", M.A., সিনিয়ার M.R, এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 8 P.M. to 10 P.M. (M) 7477430332. (C/113459)

■ নমশূদ্র, পুলিশ কনস্টেবল, 34/5'-6", পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/116137)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 29+/5'-7", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিজস্ব Gold শোরুম, ৩য় ফ্লোরে কারখানা+ফ্ল্যাট আছে। এছাড়া নিজস্ব বাড়ি। শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9564567179. (M/M)

■ WB ব্রাহ্মণ, 34+/5'-3", রেলে কর্মরত পাত্রের 24-29’এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা, সুমুখশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি/কোচবিহার অগ্রগণ্য। মেট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9749586743. (B/B)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, ইস্যুহীন ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা, B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/116058)

■ 31/5'-4", সুদর্শন, সরকারি ব্যাংক অফিসার পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 26, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8584856482. (C/116158)

■ কায়স্থ, 33/5'-7", কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী, ভদ্র, সুদর্শন, একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, সঃ চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9933158253. (C/116057)

■ দিল্লিবাসী, ডিভোর্সি, ব্রাহ্মণ, BE, 43+/5'-7', MNC-তে (বদলি চাকরি) পাত্রের ঘরোয়া, 35-37, ইস্যুহীন, ফর্সা, স্লিম পাত্রী চাই। (M) 9871687413. (C/116057)

■ ব্রাহ্মণ, 28, M.A., B.Ed., 5'-3", সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য ভদ্র পাত্র কাম্য। Caste no bar. 7407777995. (C/116057)

■ W.B কায়স্থ 26/5'2" মালদা নিবাসী সরকারি ব্যাঙ্ক কর্মচারী সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। (এজেন্ট, ঘটক নয়) Mob : 6296033567 (M - 114071)

■ কায়স্থ, বসু, ৩৩ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, দেবগণ, তুলারাশি, এমএসসি, কনভেন্ট এডুকেটেড, সরকারি চাকুরিরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 7407389479 (M - 115340)

■ কায়স্থ, 32+, Reliance IT, Slg.-তে কর্মরত, Slg. নিবাসী একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/116168)

■ পাত্র নাথ, শিবগোত্র, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ার, বিটেক, এমবিএ, ৩১+/৫'-৯", একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 8617383352. (B/S)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/116134)

■ বয়স ৩৪, জলপাইগুড়ি নিবাসী, সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কাস্ট বা লোকেশন-এর কোনও বাধা নেই। (M) 7596994108. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সুশীল, বয়স ৪৬+, স্টেট গভঃ উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/116057)

■ পূঃ বঙ্গ, তিলি, 33/5'-10", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001489783. (C/116053)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর বয়সি, সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩০, M.Tech, MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এ কর্মরত, এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন, সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ৩১ বছর বয়স, M.Tech., গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত, মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9332710998. (C/116057)

■ ঘোষ, 40+/5'-10", H.S. পাশ, শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7432010297, যোগাযোগ-সন্ধে 7 টার পরে। (C/115061)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, গ্র্যাজুয়েট, পিতা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত, মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8172049789. (C/116057)

■ দেবনাথ, রুদ্র ব্রাহ্মণ, 33/5'-5", M.A. Pass, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুদর্শন, কোম্পানি Owner (Co-Founder), Monthly income-9 Lacks, পাত্রের জন্য অবশ্যই সুশ্রী (অনূর্ধ্ব 29) পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9055517666. (C/116057)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নমশূদ্র, 31/5'-8", M.Tech., কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 9733066658. (C/116057)

■ Gen., 33/5'-8", M.Sc., Agriculture-এ Officer পদে কর্মরত, ভদ্র, ছোট পরিবারের নেশাহীন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9432076030. (C/116057)

■ 30/5'-5", দেবগণ, ব্রাহ্মণ, কিশনগঞ্জ, ইন্ডিয়ান Rail-এ কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 7488133664. (C/116163)

■ 35/5'-4", কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিজীবী (ট্রান্সফারেবল) পাত্রের জন্য ৩০-এর নীচে, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া ও চাকরিবিহীন পাত্রী চাই। 9474085475. (C/116164)

■ 31/5'-6", Electrical Engineer, সরকারি কর্মচারী, Divorce, মা Expired, বাবা সেন্ট্রাল গভঃ অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-691441322. (K)

■ ঘোষ, 26+/5'7", BSc (math) ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য, 6297703659 (M -115340)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 34/5'-7", B.Tech., শিলিগুড়িতে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। পাত্রী চাই। 9593716654. (C/116143)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 27/5'-8", B.Tech., MBA, MNC-তে কর্মরত। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি নিবাসী যোগ্য পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69141300. (K)

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, বয়স 37, উচ্চতা 5'-8", শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9474679397. (C/116167)

■ পাত্র পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 34/5'-5", ইটালিতে গবেষণারত (Post Doc.) উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9232697572. (C/115815)

■ শিলিগুড়িতে দ্বিতল বাড়ি, সফটওয়্যার কোঃ কর্মরত, 46/5'-7", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। 9980569308. (C/116059)

■ জ্যেষ্ঠ পুত্র, 32/5'-6", B.A., নিজস্ব বাড়ি, জমি, দোকান আছে, আলিপুরদুয়ার (বীরপাড়া) নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7001038914, 9593657044. (C/115527)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী (SC), 32/5'-7", B.Tech. (Civil), WBSEDCL-এ Office Executive পদে কর্মরত, একমাত্র সন্তানের জন্য শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9434048885. (C/115807)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩৪+, M.A., একমাত্র সন্তান, ৫'-৬", স্থায়ী রাজ্য সরকারি কর্মচারী, M.A./M.Sc., ফর্সা, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9332669115. (C/116138)

■ গুহ, কাশ্যপ গোত্র, 48/5'-7", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, সংসারী পাত্রী চাই। (M) 8260206971. (K)

■ বণিক, 33/5'-2", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বারবিশা নিবাসী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোটো সহ যোগাযোগ। মোঃ 9775878730. (C/115524)

■ কায়স্থ, 32/6'-3", MCA, অস্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, বাবা পেনশন প্রাপক (SBI)। স্নাতক, ভদ্র, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। (M) 7679844558 (7 P.M. to 10 P.M.). (C/114682)

■ কর্মকার, নামমাত্র ডিভোর্সি, ৩১/৫'-৯", নিজস্ব ব্যবসা। জেনারেল, ঘরোয়া পাত্রী চাই। মোঃ 8597631597, 9434840464. (C/116053)

■ MCA, SBI Cash Officer, 33/5'-9", জেনারেল পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9641250953. (S/C)

■ পাল, 30+/5'-10", M.Sc., SBI স্থায়ী Clerk পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, ফর্সা, শিক্ষিতা, 22-26 বৎসরের মধ্যে পাত্রী চাই। দেবারি, মাঙ্গলিক ব্যতীত। Mob : 9475472992.

■ জেঃ, 35/6', B.A.(H), M.A. Part-I, ঔষধ ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য স্নাতক পাত্রী চাই। অভিভাবকের ফোন কাম্য। মোঃ 8145837035. (C/115810)

■ মাহিষ্য, 30+/5'-5", B.Tech., কলকাতায় বেঃ সঃ কর্মরত পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 9330947533. (C/114675)

পাত্রী চাই

■ পূঃ বঃ ঘোষ, জন্ম ১৯৮৪, উচ্চতা ৫'-৮", বেঃ সঃ চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্নাতক, চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। Ph : 8584086860. (C/115811)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩০/৫'-৩", H.S., সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, জটেশ্বর অগ্রগণ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 7407779864. (A/K)

■ কায়স্থ, দাস, দেবারি, 29/5'-4", M.Sc., আলিপুরদুয়ার নিবাসী, শিলচরে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট/মাস্টার্স, অনূর্ধ্ব 26 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9531630217. (C/115526)

■ সাহা, ব্যবসায়ী, 36/5'-6", মাধ্যমিক পাশ, ডান হাত ও ডান পায়ে সামান্য প্রতিবন্ধকতা, একমাত্র ছেলে, দুই মেয়ে বিবাহিত, বাবা ও মা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা। পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া, ন্যূনতম মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। (M) 7866094055. (S/M)

■ রাজবংশী, কোচবিহার নিবাসী, বয়স 30/5'-7", B.Tech., MNC-তে কোম্পানিতে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য 22-25, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8597115888. (C/114688)

■ পাত্র 26/5'-8", SC, B.Tech., গুজরাটে কর্মরত, একমাত্র সন্তান। মা স্বাস্থ্যকর্মী, বাবা বস্ত্র ব্যবসায়ী। চাকরিজীবী, লম্বা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9933434902. (S/M)

■ ব্রাহ্মণ, 35+/5'-8", নর, সুদর্শন, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেঃ সঃ কর্মরত পাত্রের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9064819704. (C/116155)

■ ব্রাহ্মণ, 37/5'-3", Ph.D., অ্যাস্ট্রোলজার এবং বাস্তু কনসালটেন্ট পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9475760400. (C/115061)

■ কায়স্থ, 42 বৎসর, 5'-5", শ্যামবর্ণ, ক্লাস (VIII) পাশ, নিজের গাড়ির চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8768076899. (M/M)

■ বিদেশে MNC-তে কর্মরত, Software Engineer, 31/5'-9", কায়স্থ, 30 অনূর্ধ্ব ন্যূনতম 5'-3", কায়স্থ, B.Tech. সমতুল্য পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 9475030004, 9832078285.

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, 40+/5'-7", B.Com. পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী চাই। (M) 8617837871. (C/116124)

■ পাত্র 31/5'-7", কুলীন কায়স্থ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, Actuarial Associate/Office in Pune), উচ্চশিক্ষিতা/চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। Caste no bar. Contact No. 9832463260. (C/115812)

■ সাহা, 37+/5'-6", B.Com., ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/115756)

■ কায়স্থ, 34/6', সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক, 2012, একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, কায়স্থ যোগ্য পাত্রী চাই, নিজস্ব বাড়ি। শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা অগ্রগণ্য। M - 9883013475 (M - 115341)

■ কায়স্থ, 31/5'10", ইঞ্জিনীয়ার। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত। শীঘ্রই স্থায়ীভাবে দেশে ফিরবে। নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশে যেতে আগ্রহী সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M - 9002026302 (M - 115341)

■ গাজল নিবাসী অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক) 33/5'9" পাত্রের জন্য ২৮ অনূর্ধ্ব শিক্ষিতা 5'3" পাত্রী চাই। M - 6289078487 (M - 114072)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116030)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/115061)

পিপিপি মডেলে মার্কেট কমপ্লেক্স

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও হস্তশিল্পীদের জন্য পিপিপি মডেলে জলপাইগুড়ি জেলায় ২টি মার্কেট কমপ্লেক্স হতে চলেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও হস্তশিল্পীদের তৈরি জিনিস মার্কেটজাত করতে জেলায় জেলায় মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরকে বাছা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এমন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হবে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদে। এই ৮টি জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডের ভার্চুয়াল মিটিং হওয়ার পরই বিষয়টি সামনে এসেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং হস্তশিল্পীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে সম্প্রতি জেলায় জেলায় মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশেই উদ্যোগী হয়েছে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম। প্রাথমিকভাবে যে আটটি জেলায় এমন বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠবে, সেখানকার জেলা শাসকদের জমি খোঁজার কথা বলা হয়েছিল নিগমের তরফে। রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা টেলিফোনে বলেন,

হস্তশিল্পী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আর্থিক বিকাশ

'বিভিন্ন জেলা থেকে জমি চিহ্নিত করে জেলা শাসকরা পাঠিয়েছেন। আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বৈঠক করছি। মার্কেট কমপ্লেক্স পিপিপি মডেলে করা হবে। প্রথম দুটি তলা সরকারকে দেওয়া হবে। কারণ, জেলা প্রশাসন থেকে এই দুটি তলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং হস্তশিল্পীদের দেওয়া হবে তাদের সামগ্রী বিক্রির জন্য। অন্য তলাগুলিতে রেস্টুরেন্ট, আইনক্স সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হবে।'

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকে ২টি জমি পেয়েছি। যা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে।' নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার বক্তব্য, 'সরকারের এমন উদ্যোগ যথেষ্ট ইতিবাচক। আগামী সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন দপ্তর থেকে জেলাভিত্তিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানতে পেরেছি।'

একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মার্কেট কমপ্লেক্স যিনি বানাবেন তাঁকেই বিনিয়োগ করতে হবে। সরকারি নিয়মে রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল ধাঁচে প্রোমোটারকে দায়িত্ব নিতে হবে। এর সঙ্গে পুরসভা, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, পূর্ত, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে যুক্ত করা হচ্ছে অন্যান্য সমস্যা দূর করার জন্য।

উত্তরের শিকড়

ব্রিটিশদের স্থাপত্যের নিদর্শন পুরোনো জরদা সেতু

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশদের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল ময়নাগুড়ি। ১৯২৫ সালে শহরের মাঝ বরাবর বয়ে যাওয়া জরদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করেছিল ব্রিটিশরা। সেবক করোনেশন সেতুর মতোই জরদা সেতুও 'আর্চড ক্যান্টিলিভার' আদলে তৈরি। যদিও জরদা সেতু করোনেশনের চেয়ে বছর পনেরো পুরোনো।

মালবাজার থেকে ময়নাগুড়ি শহরের বুক চিরে যাওয়া ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক জরদা সেতু হয়ে সোজা চলে গিয়েছে ধূপগুড়ির দিকে। এই রাস্তা উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র প্রধান রুট। চিন্তার বিষয় হল, জরদা সেতুর বর্তমান দুরবস্থা। সেটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। দু'বছর পেরিয়ে গিয়েছে সেতু দিয়ে চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তবে রক্ষা এই যে, বাম আমলেই সেতুটির পাশে দ্বিতীয় জরদা সেতু নির্মিত হয়েছিল। এখন যাতায়াত চলছে দ্বিতীয়টি দিয়েই।

পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় এই জরদা সেতু। ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যকে ভেঙে না ফেলে মেরামত করা কিংবা জমির সমস্যা না হলে পাশ দিয়ে নতুন করে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের।

সেতু দিয়ে চলাচল বন্ধ থাকলেও ছটপুজো কিংবা বিজয়া দশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় সেতুর উপর দাঁড়িয়ে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসন নিরাপত্তার যাবতীয় প্রক্রিয়া করে রাখে।

সেতুর পিলারের নীচে মাটি সরে গিয়েছে। অনেকখানি গর্ত হয়েছে। কবে সেতুর মেরামতি শুরু হবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছেন ময়নাগুড়িবাসী।

জেইই মেইনে এগিয়ে অ্যালেনের পড়ুয়ারা

নিউজ ব্যুরো

১৯ এপ্রিল : জেইই মেইন ২০২৫-এ অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ফলাফলে দেখা গিয়েছে, অ্যালেনের ৩১ জন পড়ুয়া শীর্ষ ১০০ জনের মধ্যে রয়েছে। যার মধ্যে অ্যালেনের কোটা ক্লাস থেকে ওমপ্রকাশ বেহেরা ৩০০-তে ৩০০ পেয়ে অল ইন্ডিয়া র‍্যাংক ১ পেয়েছে। অ্যালেনের সিইও নীতিন কুকরেজা বলেন, 'মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় আমাদের প্রতিষ্ঠান তার সাফল্য বজায় রেখেছে। কোটা হোক কিংবা অন্য যে কোনও সেন্টার থেকে অ্যালেনের ফলাফল এগিয়ে রয়েছে।'

বর্ষার আগেই বাঁধ সারাই

জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : বর্ষা আসার আগেই চার জেলার বিভিন্ন নদীতে বাঁধ ও স্পার মেরামতির কাজ শেষ করতে সেচ দপ্তর তৎপর হয়েছে। শনিবার এই বিষয়ে রাজ্য সেচ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক। এই কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার সেচ বিভাগের অধীনে এই কাজ হবে। তিস্তা, জলঢাকা, মানসাই, কালজানি, রায়ডাক, গিলান্ডি সহ বেশ কয়েকটি নদীর বাঁধে ধস নেমেছিল। স্পারের কিছুটা ক্ষতিও হয়। সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সারাইয়ের পাশাপাশি বাঁধের পাড়ে বোল্ডার বাঁধাই করার কাজও হবে। কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'টেন্ডার ডাকা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে কাজ শুরু হবে। এক-একটি কাজ ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে শেষ করা হবে।'

SILIGURI STAR HOSPITAL
MULTISPECIALTY HOSPITAL
STAR HOSPITAL
বুকে চাপ লাগছে? হঠাৎ বাম হাতে ব্যথা?
সতর্ক হোন, এটি হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের সংকেত!
অবহেলা না করে আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে।
ডাঃ বিবেক আগারওয়াল
DM (Cardiology) Gold Medalist
সিনিয়র কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
চিকিৎসা পরিষেবা:
- অ্যাঞ্জিওগ্রাফি
- অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
- পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণ করা হয়
দিন-রাত পরিষেবা পাওয়া যায়
CALL FOR APPOINTMENT
1800 123 8044
800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com
www.starhospitalslg.com
Tinbatti More (Asian Highway-2), Siliguri - 734005

Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology(CIPET-CSTS), Haldia
(Dept.of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Govt.of India)
City Centre, P.O. Debhog, Haldia, Dist. Purba Medinipur, West Bengal-721 657
Email: haldia@cipet.gov.in / ltc-haldia@cipet.gov.in
AICTE APPROVED
CIPET ADMISSION TEST (CAT)-2025
EXCELLENT PLACEMENT RECORD
Apply Online: https://cipet25.onlineregistrationform.org/CIPET/

Sl. No.	Name of Course	Course Duration	Entry Qualification
1	Diploma in Plastics Mould Technology (DPMT)	3 Years	10th Std. (Passed/Appeared)
2	Diploma in Plastics Technology (DPT)	3 Years	10th Std. (Passed/Appeared)
3	Post Graduate Diploma in Plastics Processing & Testing (PGD-PPT)	2 Years	3 Years Degree in Science (Passed/Appeared)
4	Post Diploma in Plastics Mould Design with CAD/CAM (PD-PMD with CAD/CAM)	1.5 years	Diploma in Mechanical/ Plastics/ Polymer/ Tool/ Tool & Die Making/ Production/ Mechatronics/ Automobile/ Petrochemicals/ Industrial/ Instrumentation Engg./ Technology or DPMT/ DPT or Equivalent.

Important Dates	
Last date of Online Application	29.05.2025
Date of CIPET Admission Test all over India	08.06.2025
Commencement of courses	14.07.2025

-:CALL FOR ADMISSION:-
9002132328, 9749042189, 8777857096, 9836628455, 8917243435
ltc-haldia@cipet.gov.in
www.cipet.gov.in
For Admission →

Direct Admission in Second Year (Lateral Entry) **contact over phone (Limited Seat)

Sl. No.	Name of Course	Course Duration	Entry Qualification
1	Diploma in Plastics Mould Technology (DPMT)	2 Years	10+2 passed (Physics, Mathematics, Chemistry). OR 10+2 ITI passed (in any discipline). OR 10+2 Vocational passed (Physics, Mathematics, Chemistry).
2	Diploma in Plastics Technology (DPT)		

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®

ভারত সরকার প্রদত্ত (R) চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

HONDA
The Power of Dreams
How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

Terms and Conditions apply. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. #Cashback Offer available on selected models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. *Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of ₹ 5000. *Valid on one transaction per card/order during the offer period. *The scheme is available in selected outlets only. *3 Years Free Service Maintenance Package is available only on Deluxe variant of Activa 110 and Activa 125. *For detailed Terms and Conditions of the 3-Year Free Service Maintenance Package worth ₹ 5500, kindly contact authorised main dealers and associate dealers. *Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. ^The price shared above is of Activa 110 Std OBD2B variant for West Bengal State. ^For more information contact nearest dealers. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1 , Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

বিদেশে বিশেষ আমন্ত্রণ পেলেন নন্দ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ এপ্রিল : কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ‘সেন্টার ফর ম্যাথম্যাটিকাল সায়েন্সেস’-এ আমন্ত্রিত হলেন আলিপুরদুয়ার জেলার ডঃ নন্দ পোদ্দার। আয়ারল্যান্ড গ্যালওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণিতিক ও পরিসংখ্যানবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন নন্দ। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই সেমিনারে তিনি গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলবেন। বিশ্বের তিনটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ পেয়ে নন্দ ভীষণ খুশি। গর্বিত তাঁর মা, বাবা ও স্ত্রী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই নন্দ লন্ডনে যাচ্ছেন। তরুণ এই গবেষকের স্ত্রী তনিমা রায় স্বামীর জীবনের এমন স্মরণীয় মুহূর্তে পাশে থাকতে ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন।

নন্দর বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার খোয়ারডাঙ্গা গ্রামে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সেখানেই। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেছেন কামাখ্যাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে। স্নাতক আলিপুরদুয়ার কলেজ এবং স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট হন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানকার প্রফেসর

ডঃ নন্দ পোদ্দার

কাজলকুমার মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে গবেষণার যাত্রা শুরু হয় তাঁর। ফোনে নন্দ বলেন, ‘আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শুধু আমার একার নয়, বরং ভারতের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অবদানের একটি প্রতিচ্ছবি বলেই আমি মনে করি। তনিমা আমার পাশে থাকায় সবকটি ধাপ পার হতে পেরেছি।’

তথাকথিত নামকরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকেও যে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে গেলে উচ্চশিক্ষা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করা সম্ভব সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছেন নন্দ। তাঁর পিএইচডি গাইড ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান নন্দ।

একাধিক আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রতিনিয়ত গবেষণাপত্র প্রকাশ করে বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে ‘জব অফার’ ও পেয়েছেন নন্দ। চীনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইজরায়েলের বেন-গুরিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। নন্দর বক্তব্য, ‘আমার এই অভিজ্ঞতা যদি আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও নবীন গবেষকদের মধ্যে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ এলাকা ও শহরতলির প্রতিভাবান, অথচ সুযোগ বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেয়, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক।’

গরমে কাহিল গরুমারার কুনকি

ডিউটিতে ছাড়, মেনুতে ঠাঁই পেয়েছে শসা-আখ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : বৃষ্টির দেখা নেই। উত্তরে তাপমাত্রাও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সে কারণে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি গরমে নাজেহাল অবস্থা গরুমারার কুনকিদের। সেদিকে খেয়াল রেখে ‘ডিউটি’তে কুনকিদের কিছুটা ছাড় দিয়েছে বন দপ্তর। মাহুতরা তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখছেন। পরিবর্তন আনা হয়েছে খাদ্যতালিকায়। মেনুতে ঠাঁই পেয়েছে শসা, আখ। ‘বিশ্বস্ত সহকর্মী’দের ফিট রাখতে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে চিকিৎসকদেরও। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি জানিয়েছেন, কুনকিরা বন দপ্তরের অন্যতম সম্পদ। তাদের সুস্থ রাখার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, বর্তমানে গরুমারায় কুনকির সংখ্যা ২৭টি। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি শাবকও রয়েছে। জঙ্গল ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বনকর্মীদের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কুনকিদের।

মূর্তি নদীতে স্নানে ব্যস্ত গরুমারার কুনকিরা। শনিবার।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণী বিশেষ করে গন্ডারের ওপর চোরাশিকারিদের নজর থাকে। অতীতে একাধিকবার চোরাশিকারিদের হাতে প্রাণ গিয়েছে বন্যপ্রাণীর। সেই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে জঙ্গলে তীক্ষ্ণ নজর রাখে বন দপ্তর। একাজে বনকর্মীদের বিশ্বস্ত সহযোগী কুনকি। হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে নজরদারি চালান কর্মীরা। তবে গত কয়েকদিনের গরমে আমজনতার মতো কাহিল কুনকিরাও।

তবে এই গরমে তাদের যাতে কোনও শারীরিক সমস্যা না হয়, সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করেছে বন দপ্তর। সিদ্ধান্ত হয়েছে কাজে কিছুটা ছাড় দেওয়ার। গোটা জঙ্গলের পরিবর্তে এখন শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় নজরদারির কাজে লাগানো হচ্ছে হাতিদের।

> কিছুটা কাজের পর কুনকিদের বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বৈশাখের গরমে খানিক স্বস্তি দিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে তাদের খাদ্যতালিকায়। চাল, ডাল, কলা গাছের পাশাপাশি হাতিদের শসা ও আখ দেওয়া হচ্ছে।
>
> রাজীব দে
> এডিএফও, গরুমারা

এবিষয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, কিছুটা কাজের পর কুনকিদের বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি মূর্তি নদীতে তাদের স্নানের সময়ও বাড়ানো হয়েছে। জঙ্গলে তাদের দিয়ে সাতসকালে কিংবা বিকেলের পর নজরদারি চালানো হচ্ছে। পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে চিকিৎসকের।

তাঁর সংযোজন, বৈশাখের গরমে খানিক স্বস্তি দিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে কুনকিদের খাদ্যতালিকায়। চাল, ডাল, কলাগাছের পাশাপাশি হাতিদের শসা ও আখ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি একই কুনকিকে দিয়ে কাজ না করিয়ে সমস্ত কুনকিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নজরদারিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ বন্দিনী, ১০.০০ সেজবউ, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.১৫ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.১৫ প্রতিবাদ, রাত ১০.১৫ মহান, ১.০০ প্রলয়

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মিডল ক্লাস বয়, বিকেল ৩.৫০ চ্যাম্প, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তোমার জন্য, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ প্রজাপতি, বিকেল ৫.০০ সুলতান, রাত ১০.০০ টনিক, ১২.৩০ রাজকুমারী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মরুতীর্থ হিংলাজ, সন্ধে ৭.৩০ ঠগিনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা, রাত ৯.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০০ অগ্নি, ২.৫৩ সূর্যবংশী, বিকেল ৫.৪৯ সূর্যা-দ্য সোলজার, রাত ১১.৪০ ভোলা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : দুপুর ১.৩৬ গদর-এক প্রেম কথা, বিকেল ৫.২৮ খিলাড়ি ৭৮৬, রাত ৮.০০ ওয়েলকাম ব্যাক, ১০.৪৬ কমান্ডো-থ্রি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০১ ক্রু, ২.৫৮ অ্যাটাক, বিকেল ৪.৫৭ ওমেরতা, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০০ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি, ১১.১৬ দ্য কাশ্মীর ফাইলস

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৪৫ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, ২.২২ গেস হু, বিকেল ৪.০৮ ফ্লাই মি টু দ্য মুন, ৫.৫৪ মিউন, সন্ধে ৭.১৬ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, রাত ১০.৪১ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই

প্রজাপতি বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.১৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

ভোলা বেলা ১১.৪০
জি সিনেমা এইচডি

নববর্ষে বাঙালিয়ানা পর্ব

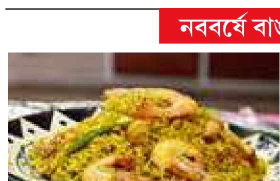

চিংড়ি মাছের পোলাও, সরপুঁটি মাছের গঙ্গা-যমুনা রান্না শেখাবেন সন্ধ্যা দাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ভাঙছে বক্সার জিরো পয়েন্টের রাস্তা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ এপ্রিল : প্রতি বর্ষায় পাহাড়ি রাস্তায় ধস নতুন কিছু নয়। তবে এবার বর্ষা নামার আগেই ধস নামল বক্সা পাহাড়ের জিরো পয়েন্ট এলাকায়। সম্প্রতি কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ধস নামায় চিন্তিত বক্সা পাহাড়ের ১৩টি গ্রামের বাসিন্দা থেকে ট্যুরিস্ট গাইডরা।

বক্সার বাসিন্দা তথা ট্যুরিস্ট গাইড জেমস ভুটিয়া বললেন, ‘বর্ষা আসার আগেই রাস্তা ভাঙছে পাহাড়ে। আমাদের যাতায়াতের সমস্যা তো হবেই। পাশাপাশি পর্যটকরা এমন রাস্তা দেখে ঘুরতেও আসতে চাইবেন না।’ মাস ছয়েক আগে জিরো পয়েন্ট থেকে ভিউপয়েন্ট পর্যন্ত প্রায় এক কিমি রাস্তার কাজ শুরু হয়। অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর প্রায় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ওই রাস্তা তৈরিতে বরাদ্দ করে। মাটি সমান করে পাথর বিছানো হয়। তবে কংক্রিটের ঢালাই হয়নি। রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ায় ধস নামার আশঙ্কা করছিলেন স্থানীয়রা। চলতি সপ্তাহে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই আশঙ্কা সত্যি হল। রাস্তার সংস্কার নিয়েও আশঙ্কার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে পর্যাপ্ত আর্থিক তহবিল না থাকায় কীভাবে রাস্তা সংস্কার হবে সেই প্রশ্নও মাথাচাড়া দিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আর কয়েকবার বৃষ্টি হলেই ওই রাস্তায় বড় ধস নামবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

শনিবার রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনাম ডুকপা বলেন, ‘বর্ষার আগেই যেভাবে রাস্তা ভাঙছে সেটা নিয়ে আমরা চিন্তায় রয়েছি। সমস্যাটি ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফেই রাস্তাটি মেরামত করতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে ওই কাজ করার পর্যাপ্ত ফান্ড নেই।’ বক্সা পাহাড়ের জিরো পয়েন্ট পর্যন্তই গাড়ি পৌঁছায়। তারপর পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটাপথই একমাত্র ভরসা। নতুন রাস্তার কাজ শুরুর আগে জিরো পয়েন্ট ও ভিউপয়েন্টের ওই রাস্তায় বড় বড় পাথর ছিল। সেই কারণে গত কয়েক বছরে ধসের পরিমাণ কম ছিল ওই এলাকায়। তবে এবার সেই পাথর সরিয়ে কাজ শুরু হওয়ায় ধসের আশঙ্কা আগেই তৈরি হয়।

সংস্কারের অভাবে রাজবাড়ির ঝিল ভরেছে কচুরিপানায়। কোচবিহারে। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল গ্যালারি দু’বছর বন্ধ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৯ এপ্রিল : কোচবিহার রাজবাড়ির মিউজিয়ামে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল গ্যালারির দুটি ঘর বছর দুয়েক ধরে বন্ধ রয়েছে। এতে ২৫ টাকার টিকিট কেটেও মিউজিয়ামের পুরোটা ঘুরতে পারছেন না পর্যটকরা। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হরিওম সরণ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেন্ডেন্ট নীতীশ সাক্সেনাকে ফোন করা হলে তাঁরা প্রশ্ন শুনে ফোন কেটে দেন। পরে ফের ফোন করা হলেও তাঁরা ফোন তোলেননি। আরেক আধিকারিক সাদ্দাম লস্করকে ফোন করা হলে তিনি ফোন তোলেননি। যেকারণে তাঁদের বক্তব্য মেলেনি। অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল গ্যালারির ওই ঘর দুটিতে টোটো, মেচ, লেপচা সহ বিভিন্ন জনজাতির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মাছ ধরার সামগ্রী, চাষের জিনিসপত্র, তাদের অস্ত্রশস্ত্র থেকে শুরু করে গৃহস্থালির বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিল। দ্রুত ঘর দুটি খোলার দাবি জানিয়েছেন কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক তথা জেলা হেরিটেজ কমিটির সদস্য অরূপজ্যোতি মজুমদার। তিনি ক্ষোভের সুরেই বলেন, ‘জনজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত যে কোনও সামগ্রী মিউজিয়ামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। রাজবাড়ির ওই ঘরগুলি গত দু’বছর থেকে বন্ধ রয়েছে। এবিষয়ে আধিকারিকরা কোনও পদক্ষেপ করছেন না, এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং আশ্চর্যের।’

বছর দুয়েক ধরে গ্যালারি দুটি বন্ধ থাকলেও ভেতরের বারান্দায় যাওয়ার জন্য দরজা কয়েক মাস আগেও খোলা ছিল। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সেই রাস্তাও এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গ্যালারি দুটি আদৌ ভবিষ্যতে খোলা হবে কি না, সে বিষয়েও রাজবাড়ির কেউই স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারছেন না। কর্মীদের কেউ কেউ বলছেন, ওই দুই গ্যালারিতে যেসব জিনিসপত্র ছিল, সেগুলির অধিকাংশরই এখন আর অস্তিত্ব নেই। কেউ আবার বলছেন, সংস্কারের জন্য ঘর দুটি আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, ওই ঘর দুটি তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, যদি ঘরগুলির সংস্কার করা হত, তাহলে সেগুলি কেন তালাবন্ধ করে রাখতে হল? এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে কোচবিহারের সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

রাজবাড়ির অপরূপ সৌন্দর্যের টানে আজও আশপাশের জেলা এমনকি দেশ-বিদেশ থেকেও প্রচুর পর্যটক সেখানে আসেন। দু’বছর থেকে মিউজিয়ামের দুটি ঘর বন্ধ রাখায় বিভিন্ন জনজাতির ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পর্যটকরা। যা নিয়ে অসম থেকে আসা পর্যটক বিরাজ রায় বলেন, ‘এরকম একটি দর্শনীয় স্থানে ঘরগুলি বন্ধ থাকা ঠিক নয়। পর্যটকরা স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারছেন না। অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’

উঠছে প্রশ্ন

- অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল গ্যালারির দুটি ঘর বছর দুয়েক ধরে বন্ধ রয়েছে
- ওই দুই গ্যালারিতে যেসব জিনিসপত্র ছিল, সেগুলির অধিকাংশরই এখন আর অস্তিত্ব নেই
- গ্যালারি দুটি আদৌ ভবিষ্যতে খোলা হবে কি না, সে বিষয়েও কেউই স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারছেন না

রোজগারের দিশা দেখাচ্ছেন অমল

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ১৯ এপ্রিল : রায়গঞ্জের দস্তি মোড়ের অমল দাস টেনেটুনে পঞ্চম পাশ। অথচ তিনিই এখন বহু বেকার তরুণের রোজগারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। কীভাবে? তথাকথিত পুঁথিবিদ্যা ছাড়াই কেবল নিজের অধ্যাবসায় দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা অর্জন করেছেন তিনি। তা সম্বল করেই তিনি দিব্যি বানিয়ে চলেছেন একের পর এক বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী তৈরির যন্ত্র। হাতের নাগালে দাম হওয়ায় সেইসব যন্ত্র কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের নিজের গ্রামে চানাচুর, খুরমা, লাড্ডু বানিয়ে বিক্রি করে ভালো রোজগার করছেন বহু তরুণ। কারিগরি বিদ্যায় নৈপুণ্যের জন্য অমল এখন অনেকের কাছেই সাক্ষাৎ ‘বিশ্বকর্মা’।

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই অমল বুঝে গিয়েছিলেন, বেশিদূর পড়াশোনা করে লাভ নেই। চাকরিবাকরি হবে না। উপার্জনের পথ খুঁজে পেতেও হিমসিম খেতে হবে। তার চেয়ে বরং হাতের কাজ শিখলে ভাতের অভাব হবে না। এই ভাবনা থেকেই মাত্র ১০ বছর বয়সে সাইকেল মেকার হিসেবে হাতের কাজ শেখা শুরু তাঁর। এরপর নানা পথ ঘুরে তিনি শেষ পর্যন্ত থিতু হয়েছেন শহরের দস্তি মোড়ে নিজের লেদখানাতে।

দিনভর ব্যস্ত থাকেন গ্রিল তৈরির কাজে। গোটা চারেক কর্মীও রেখেছেন নিজের গ্রিল ফ্যাক্টরিতে। অমল বলেন, ‘নিজের উদ্যোগে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এইসব মেশিন বানাই।’

কর্মখালি

Hiring for Healthcare centre at Malda. Posts-Admin/HR & Operations Manager- MBA preferred, 2-3 yrs exp. Send CV : medcareers.hr@gmail.com within 7 days.(M-ED)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Army Public School, Bengdubi
VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD (LSB-II)

S.No	Post	Subject	Nature of Appointment
	Teaching Staff		
(1)	PGT	PHYSICS	ADHOC BASIS
(2)	TGT	MATHS, PHYSICAL EDUCATION	
(3)	PRT	ALL SUBJECTS, ART & CRAFT	
(4)	PPRT	ALL SUBJECTS	
(5)	ASST TEACHER	ALL SUBJECTS	

1) Details of vacancies, eligibility criteria and format of application are available on school website "www.apsbengdubi.org". Interested candidates can download the application form from school website and bring the same duly filled in all respects on the date of interview alongwith two copies of passport size photographs, attested copies of qualification, experience certificate & demand draft of Rs. 250/- in favour of Army Public School, Bengdubi payable at Bengdubi.
2) Interview for the above vacancies will be held on 25 Apr 2025 at 0900hrs at APS Bengdubi. No candidates will be entertained after 0900hrs on the date of interview.
3) Computer literacy test for all candidates will be held at APS, Bengdubi on the date of interview.
4) Salary shall be as per School norms.
5) School management (SAMC) has the right to cancel any post/all the posts without assigning any reason.
6) For further details please see our website www.apsbengdubi.org & contact School Office 0353- 2480238 & 2480547, Mob No 8207070238 (Army No through Military Exchange Extn 6375).

শিক্ষা

■ ডাকযোগে স্বচ্ছন্দে ইংরেজি শেখার ৩ মাসের একটি অভিনব কোর্স। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন- M: 9733565180. (C/116057)

টিউশন

■ Cursive Handwriting class for students 7 years & above (all boards). Tuition Class for science, Maths & Eng. Class 1-10 (all boards).Siliguri, College Para M : 6294795282. (C/116162)

Warehousing space available at Dhupguri, Dist. Jalpaiguri (40,000 SBU approx.)

■ Located on main road (NH-31). Centrally located in North Bengal to tap markets in adjoining Cooch Behar, Jalpaiguri, Siliguri, Alipurduar, Assam & Bhutan. Located within 3 kms from rail rack point, Sufficient Truck parking space,Bitumized Internal roads, Labour Quarter, 24 hr power backup, 24hr security. Contact Mr. Abhishek. M : 9830977537

ভাড়া

■ Rent for shop/office beside Seth Srilal Market, Siliguri. M : 8617307948. (C/115051)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় CCN অফিস-এর পাশে চালু Restaurant ভাড়া দেওয়া হবে। M : 79087-95814. (C/116059)

■ To-Let -2 BHK for family. Netaji Subhas Road, Subhaspally, Siliguri-734001. M : 8617639302. (C/116159)

■ বেকারি ভাড়া দেওয়া হবে। Mixture, Cream & Electric Oven সমেত। M : 7718131794. (C/116007)

বিক্রয়

■ সুভাষপল্লিতে 4 কাঠা জমির উপর তিনতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। M: 8509040772. (C/116157)

■ Shop for sale in Subhaspally, Slg, Carpet Area 185 sq.ft. M : 7908452165. (C/116166)

■ Flat for sale in Gate Bazar, Shaktigarh, Millanpally, & Sukantapally- 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK. Mo.- 9832890545, 9064090513. (C/115795)

বিক্রয়

■ ময়নাগুড়ি আনন্দনগরে 5d. রেকর্ডেড বাস্তুজমি অতি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : 7548906680. (S/C)

■ দার্জিলিং-র পাশে সিটং-এ কমলালেবুর বাগান, পাহাড়ে View Facing প্লটিং-এ ১০ ডেসিমেলের উপর নিজস্ব জমি বিক্রি। Limit- 9804456156/ 9903940700. (K)

■ ময়নাগুড়ি হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তার পাশে 9d. বাস্তুজমি সহ পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয় হবে। M : 9749379189. (S/C)

■ Hill Top, Roadside-Corner Plot, Kanchenjunga Facing, Fully Furnished, Decorated, 3 Storied Property for sale 14th Mile, Daragaon, Kalimpong 1.75 Cr. 9874115533. (C/116151)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় প্লট করে জমি বিক্রয়। মূল্য 6 লক্ষ প্রতিকাঠা থেকে শুরু, দূরত্ব 1.5 km, M : 7478998997. (M/M)

■ 2.75 Katha Bastu land with2 storied building for sale at prime location in Hakimpara. Siliguri. Contact only buyer : 7449456549. (C/116146)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি-ডাবগ্রামে 1 BHK Flat বিক্রয়। ক্রেতারাই কেবল যোগাযোগ করবেন- 9641402111. (M) (C/115061)

■ কোচবিহার বিবেকানন্দ স্ট্রিটে দোতলা বাড়ি দুই কাঠা জমি সহ বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9064508831

■ আসবাবপত্র সহ মুদি পণ্য বিক্রয়, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। যোগাযোগ : 9073386399. (C/115721)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/116059)

কর্মখালি

■ হোমস্টে-তে কাজের জন্য পরিপাটি কাজের মহিলা চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন 10000 টাকা। (M) 9475807290. (C/116062)

কর্মখালি

■ Wanted experienced Male Receptionist for Front Office of a reputed Hotel on H.C.Road, Siliguri. Contact : (M) 8944848488 (Time 11 A.M. - 1 P.M.). (C/116170)

■New hiring salesperson DW Group (Pipe & Roof related) 1) North Bengal, 2) Sikkim. Interview date : 22.04.25, Siliguri. (M) 7584039077, Email : sunanda@duraultima.com

■ স্ক্র্যাবার প্যাডের সেলসম্যান চাই, না টার্গেট, না ফুলটাইম। কিনুন-বেচুন নিজেই করুন। মোঃ ৮০১৬৩২১২০৬, শিলিগুড়ি। (C/116154)

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে দিনরাত থাকার রান্না জানা সাথে ঘরের কাজের জন্য বয়স ৫০-এর কম কাজের মহিলা চাই। (M) 9373439448. (C/116057)

■ Company-তে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাজ জানা ছেলে 'Godown store keeper' পদে নিয়োগ করা হবে। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা H.S.Pass. মাসিক বেতন-12000/- থেকে 14000/-এর মধ্যে হবে। Address : Papiyapara, Naresh More, Ashighar. Contact No. 9832889005. (C/116060)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে একজন ভিডিওগ্রাফার, একজন ভিডিও এডিটর, একজন রিপোর্টার চাই। অভিজ্ঞতা থাকলে পর্যাপ্ত মাইনে ও অন্যান্য সুবিধা। সরাসরি সাক্ষাৎ করুন, ২১ এপ্রিল, ২০২৫, বেলা ১১টা থেকে ১টা। আমুদরিয়া মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬/৮৯ চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। ফোন- 9832494941. (C/116057)

■ ফালাকাটা হোটেল নান্দনিকে অভিজ্ঞ ম্যানেজার, কুক, হাউসকিপিং ও ওয়েটার চাই। (M) 9434104042, 9952911736. (B/S)

■ Reqd. fresh Graduate for Bank Audit at Siliguri/Jalpaiguri. 9903285004. (K)

■ Wanted English and Play Group Mother Teacher for Private School in Bihar. Contact : 9973247250. (K)

■ Required Sales Man for Philips Light, with 2-3 years experience in Electrical field will preferred. ADIE Centre, Behind 9/10 Hotel, Siliguri. 9832067075. (C/116059)

■ শিলিগুড়িতে ইট ফ্যাক্টরির অফিসে কাজের জন্য মার্কেটিং কাম অফিস স্টাফ চাই। বেতন সাক্ষাতে। (M) 9832012224. (C/116059)

কর্মখালি

■ নীচে দেওয়া উক্ত পদগুলির জন্য জলপাইগুড়িতে প্রার্থী প্রয়োজন। 1) Service Consultant, 2) Sales Consultant, 3) Floor Supervisor, 4) Accountant (Tally), 5) Tele Caller (Female), 6) Backoffice (Word & Excel)। উক্ত পদগুলির জন্য ২-৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যোগাযোগের ঠিকানা : Durga Motors, Royal Enfield Showroom Jalpaiguri. Ph.No. 8515067504, 8515067505, Email Id : durgamotors.hr@gmail.com (C/115814)

■ Hotel Elite, Alipurduar, require of Senior Manager with 5 years experience. (M) 9434755368. (C/115529)

■ Darjeeling Public School, Fulbari, Siliguri (Affiliated to CBSE) urgently requires PGT Physics, PGT Chemistry, PGT Mathematics, PGT Accountancy. Apply within 5 days. E-mail : schooldarjeelingpublic@gmail.com (C/115061)

■ শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে ২টি দেশি গোরু দেখাশোনা ও রান্না জানা ১ জন লোক চাই। বেতন-১৫০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/116062)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি, বাগডোগরা এবং জলপাইগুড়ির শোরুমের জন্য কয়েকজন পুরুষ চাই। বয়স 30-40, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। যোগাযোগ : মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, এন.টি.এস. মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/116060)

VACANCY

■ A reputed residential School at Siliguri requires 'Campus Administrator'. The candidate should have MBA degree and experience in the relevant field. Salary & pay package as per industry standard. Apply with updated CV to hr@sittechno.org within 21.04.2025. Helpline-9932362646. (C/116063)

অভিজ্ঞ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই

■ পার্ট টাইম/ফুলটাইম কাজের জন্য অভিজ্ঞ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। Interview সোমবার, 21st April, 5-7 P.M. যোগাযোগ-প্রবীণ আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd Fl., চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9733073333. (C/116060)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈঠকে মুখ্যসচিব

১২টি দপ্তরের প্রধান সচিবদের নিয়ে শনিবার নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। গত আর্থিক বছরে কোন প্রকল্পের কাজ শেষ করা যায়নি, কোন প্রকল্পের কাজ কত বাকি, তা নিয়ে দপ্তরগুলির কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন মুখ্যসচিব।

অভিষেকের শুভেচ্ছা

শুক্রবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন দিলীপ ঘোষ। শনিবার তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'জীবনে ভালোবাসা আসার নিজস্ব সময় ও ছন্দ রয়েছে।'

দুর্ঘটনার বলি

গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভারে শুক্রবার রাতে বেপরোয়াভাবে বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন পাঁচজন। জখমেরা চিকিৎসাধীন।

ধৃত ২

উত্তর ২৪ পরগনায় নাবালিকাকে ধর্ষণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এক কিশোর। অভিযুক্তরা তাকে মারধর করে। এই ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

জাতীয় মহিলা কমিশন ও রাজ্যপালের ওপর চাপ বাড়াতে মরিয়া

হিংসাবিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বিজয়া রাহাতকার সহ অন্যরা। শনিবার।

আত্মরক্ষায় হিন্দুদের অস্ত্র রাখার সওয়াল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : শুভেন্দুর নিশানায় রাজ্যপাল। মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপ দাবি করে রাজ্যপাল সহ সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার হিন্দু সুরক্ষার দাবিতে নেতাজির বাড়ি থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিলের শেষে ভবানীপুরের সভা থেকে শুভেন্দু বলেন, 'মুর্শিদাবাদের ঘটনায় বাঙালি হিন্দুরা কঠোর পদক্ষেপ (স্ট্রং অ্যাকশন) দেখতে চায়।' রাজ্যের সীমান্তবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আত্মরক্ষায় তাঁদের কাছে অস্ত্র রাখার অনুমতির দাবিতে জোর সওয়াল করেছেন তিনি।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতাকে হাতিয়ার করে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, সুতি, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কা, ধুলিয়ানের মতো একাধিক জায়গায় হিংসা অব্যাহত। ইতিমধ্যে হিংসার কারণে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানের মতো এলাকা ছেড়ে বহু হিন্দু পরিবার পার্শ্ববর্তী মালদার বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

শুভেন্দুর দাবি, কয়েকশো পরিবার নয়, অন্তত ১০ হাজার হিন্দু রাজ্যের হুগলি, নদিয়া, বর্ধমানের মতো জেলায় পালিয়ে গিয়েছেন। এদেরই একাংশ সীমানা পেরিয়ে ঝাড়খণ্ডেও আশ্রয় নিয়েছেন। বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় মহিলা কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থার প্রতিনিধিরা মুর্শিদাবাদে এসে পরিস্থিতি সরেজমিন খতিয়ে দেখে উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করে মুর্শিদাবাদের জাফরবাদে গিয়েছেন রাজ্যপাল। সেখানে রাজ্যপাল ও কমিশনের প্রতিনিধিদের কাছে আক্রান্ত মানুষ তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যদি এনআইএ না হয়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হয়, শুধু সাংবিধানিক সংস্থাগুলি (বডি) সেখানে গিয়ে ছবি তুলে বাইট দিয়ে কোনও কাজ হবে না। মুর্শিদাবাদের ঘটনায় রাজ্যের হিন্দু বাঙালি কড়া পদক্ষেপ দেখতে চায়।' মুর্শিদাবাদ নিয়ে নাম না করে রাজ্যপাল সহ সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে তোপ দেগে আসলে তাদের ওপর চাপ বাড়াতে চাইছেন শুভেন্দু। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জেলাজুড়ে সাম্প্রতিক হিংসা ও গণ্ডগোলে একশো কোটি টাকারও বেশি সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই সেই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু রাজ্য সরকারের সেই ক্ষতিপূরণ না নেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলির কাছে আর্জি জানিয়েছে বিজেপি। এদিনও শুভেন্দু বলেন, 'মন্দির, বাড়ি যা যেখানে ভেঙেছে, যা টাকাপয়সা পুড়িয়েছে, যত গোরু, ছাগল লুট করেছে সব ক্ষতিপূরণ আমরা পুষিয়ে দেব। সরকারি সাহায্য আমরা নেব না।'

এরপরই হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সব করে দেব। '২৬-এ বিজেপির সরকার এলে দাঙ্গাবাজদের বাড়িতে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির টাকা সুদে-আসলে উশুল করব।' বিজেপি ও আরএসএসের আশঙ্কা '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ফের তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরতে ভোটের আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল, পিএফআই আনসারুল্লা বাংলা টিম ও সিদ্দিকুল্লাদের দিয়ে সীমান্তবর্তী মুসলিম প্রধান জেলাগুলিতে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আরও বেশি সন্ত্রাস করবে। সেই সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে হলে হিন্দুদের আত্মরক্ষার অধিকার দিতে হবে। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে যদি জঙ্গিদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য গ্রামরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে স্থানীয় মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আইনসংগতভাবে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া যায়, তাহলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে হিন্দুদেরও আত্মরক্ষায় অস্ত্র দিতে হবে।'

শুভেন্দুর মমতা ভাগাও স্লোগান

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদ নিয়ে অমিত শা-র সক্রিয়তা টের পেয়েই তাঁকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। মুর্শিদাবাদের হিংসা ও অশান্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে এদিনও ফের তোপ দাগেন তিনি। অতীতে সিদ্ধার্থনাথ সিংয়ের গলায় শোনা গিয়েছিল ভাগ মুকুল ভাগ। এদিন শুভেন্দুর গলায় ফিরল মমতা ভাগাও স্লোগান।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে উসকানির অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা মদত দিচ্ছেন বলেও সরাসরি অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিত শা-কে সামলানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশও জানান তিনি। শুভেন্দুর মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই কৌশলের কারণ, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে বিজেপি অভিযোগ জানানোর পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তার একাধিক এজেন্সিকে পাঠিয়ে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। তারপরেই মুর্শিদাবাদে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। গোটা বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র নির্দেশেই হয়েছে। সেটা বুঝেই 'প্রধানমন্ত্রী ভালো, অমিত শা খারাপ' গোছের কৌশল নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী নিশানা করার পরই তাঁকে পালটা নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মতে, মুর্শিদাবাদের পরিকল্পিত অশান্তিকে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন। এজন্য একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী। মোথাবাড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ- ঘটনার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

এদিনও কলকাতায় হিন্দু বাঙালি বাঁচাও মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

> এই বাংলায় মহম্মদ আলি জিন্নার বংশধর একজনই আছেন। তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ফের সুর চড়িয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'এই বাংলায় মহম্মদ আলি জিন্নার বংশধর একজনই আছেন। তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' শুভেন্দুর দাবি, মুর্শিদাবাদের ঘটনা সাধারণ আইনশৃঙ্খলা অবনতির ঘটনা নয়। জাতিগত সংঘর্ষ নয়। কোনও দুর্ঘটনাও নয়, কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। এটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুদের ভাগিয়ে দেওয়ার, তাড়িয়ে দেওয়ার একটা ভয়ংকর চক্রান্ত। আর তাকে প্রতিরোধ করতে গেলে অস্ত্র একটাই মমতা ভাগাও। সমবেত জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই মুহূর্তে একটাই স্লোগান হিন্দু বাঁচাও মমতা ভাগাও।'

বিএসএফ ক্যাম্প দাবি বাসিন্দাদের। শনিবার বেতবোনায়।

নবান্ন অভিযান স্থগিত চাকরিহারাদের

কাল শালবনিতে কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : সোমবার নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল 'পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী, চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চ'। শুক্রবার ভবানী ভবন, লালবাজার এবং হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মঞ্চের প্রতিনিধিরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরের শালবনিতে কর্মসূচি রয়েছে সোমবার। ঐক্যমঞ্চের একাংশ জানিয়েছে, নবান্নে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন না বলেই নবান্ন অভিযানের পরিকল্পনা স্থগিত করেছেন চাকরিহারারা।

তবে মঞ্চের আহ্বায়ক আশিস খামরুই বলেন, 'আমাদের সঙ্গে বৈঠক করে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা এখন নবান্ন অভিযান না করার অনুরোধ করেছিলেন। আমাদের দাবি বিবেচনা করার জন্য তাঁরা সময় চেয়েছেন। রাজ্যে বেশ কিছু ঘটনায় রাজ্যপালও ব্যস্ত। পুলিশকে পরিস্থিতির মোকাবিলায় হিমসিম খেতে হচ্ছে। সব ভেবেই আমরা নবান্ন অভিযান স্থগিত রাখলাম।'

অভিযান স্থগিত, তবে বাতিল নয়। ঐক্যমঞ্চের তরফে শুভদীপ ভৌমিক বলেন, 'রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব। নবান্ন অভিযানের পরবর্তী তারিখও আমরা সেদিন জানাব।' এদিকে, শুক্রবার রাতে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনরত 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬'-র প্রতিনিধি সংগীতা সাহা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই দুশ্চিন্তার আঁচ কলকাতায় ওয়াই চ্যানেলে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের ওপরেও পড়ে। মঞ্চের একাংশ বলেন, 'সহকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা চিন্তিত। তবে সোমবার এসএসসি অফিস অভিযান করার জন্য আমরা তৈরি হচ্ছি।' সোমবার করুণাময়ী থেকে এসএসসি অফিস পর্যন্ত মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে অধিকার মঞ্চের তরফে। মঞ্চের দাবি, 'এসএসসিকে যোগ্যদের লিস্ট দিয়ে যোগ্যতার সার্টিফিকেশন দিতে হবে।' অধিকার মঞ্চ শনিবার কৃষ্ণনগর ও উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত ছাড়াও রাজ্যের একাধিক জেলায় বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে।

যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অবস্থান। শনিবার কলকাতায়।

শীতলাপুজোর একটি মুহূর্ত। *শনিবার কালীঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী*

ব্রিগেড থেকে আজ সম্প্রীতির বার্তা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : রবিবার কৃষক, শ্রমিক ও খেতমজুরদের ডাকে ব্রিগেড হতে চলেছে সিপিএমের। শনিবার সকাল থেকেই প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। শেষবেলায় মূল এলাকা পরিদর্শন, মঞ্চ তৈরি, কর্মী-সমর্থকদের থাকার ব্যবস্থা প্রস্তুত রেখে বিশাল জমায়েতের আশা করছে তারা। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী-সমর্থক ব্রিগেডের মাঠে থাকবেন বলে সিপিএম সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

রবিবারের ব্রিগেড সমাবেশের জন্য পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ থেকে কর্মী-সমর্থকরা রামলীলা ময়দান, দলীয় অফিসগুলিতে আসতে শুরু করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারের সমাবেশে বিজেপি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতায় সিপিএম সুর চড়াবে বলে সূত্রের দাবি।

সিপিএমের তরফে রামলীলা ময়দান ও দলীয় অফিসগুলিতেই কর্মী-সমর্থকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেলা বাড়তেই রামলীলা ময়দান ও দলীয় অফিসগুলিতে পৌঁছে দেখা যায়, তখনই বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি থেকে প্রচুর কর্মী-সমর্থক পৌঁছে গিয়েছেন।

মূল মঞ্চ হবে ত্রিস্তরীয়। ৪৮ ফুট চওড়া ও ২৮ ফুট লম্বা মঞ্চ। মঞ্চের সামনের অংশটি ১২ ফুট লম্বা ও পিছনে আরেকটি মঞ্চ সেটিও ৮ ফুট লম্বা। তৃতীয় ধাপে আরও একটি ৮ ফুট লম্বা মঞ্চ। শহরে একাধিক জায়গা থেকে মিছিল ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে যাবে।

সিটুর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, 'বিজেপি রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। আর তাদের সুবিধা করে দিচ্ছে তৃণমূল। এর বিরুদ্ধে আমরা সমাবেশ ডেকেছি।

জয়েন্টে শীর্ষে বঙ্গের দুই পড়ুয়া

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্সের মেন পরীক্ষায় সারা দেশে ২৪ জন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ নম্বর পেলেন। সেখানেই যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের দুই শিক্ষার্থী। বীরভূমের কাটোয়া নিবাসী দেবদত্তা মাঝি ও খড়্গপুর নিবাসী অর্চিষ্মান নন্দী। দুজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ১০০। কৃতী দুই পড়ুয়ার রেজাল্টে জয়জয়কার রাজ্যজুড়ে।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেন পরীক্ষায় প্রথম পর্যায়ের

সেরা যারা

কাটোয়ার দেবদত্তা মাঝি
খড়্গপুরের অর্চিষ্মান নন্দী

ফলাফলে দেশের মধ্যে ১৫তম স্থান পেয়েছিলেন দেবদত্তা মাঝি। অবশ্য রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছিলেন তিনি। ফেব্রুয়ারি মাসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবদত্তা বলেছিলেন, 'কঠোর পরিশ্রম হল সাফল্যের চাবিকাঠি।' পশ্চিমবঙ্গের কৃতী তালিকায় রয়েছেন অর্চিষ্মান নন্দী। সর্বভারতীয় জয়েন্টে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন অর্চিষ্মান। জানুয়ারিতে জয়েন্টে প্রথম দফার পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে অর্চিষ্মানদের গাড়ি অঙ্কুরহাটির কাছে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল। তবুও পরীক্ষা দিয়ে সেই সময় ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন তিনি। আশানুরূপ ফল না হওয়ায় আবার চলতি মাসে দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা দিয়ে দেশের মধ্যে ২৪ জন পড়ুয়ার তালিকায় নিজের নাম দাখিল করেছেন। দেবদত্তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য 'বেঙ্গালুরু আইআইএসসি' বা 'আইআইটি'তে পড়াশোনা করা। অর্চিষ্মান আগামীতে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে 'আইআইটি খড়্গপুর'-এ পড়তে চান।

মহামিছিলের ভাবনা শাসকদলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : বাংলায় শান্তির পরিবেশকে অশান্ত করতে বিরোধী দল বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে চাইছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাকে হাতিয়ার করেই তারা এই চক্রান্তে শামিল হয়েছে বলেই নিশ্চিত রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল শিবির। পদ্মশিবিরের এই অপচেষ্টা প্রতিহত করতে পালটা জোরদার প্রচার শুরু করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শুরু করে দিল শাসকশিবির। জেলায় জেলায় সম্প্রীতি মিছিলের পাশাপাশি কলকাতায় আবার একটি মহামিছিল করার ভাবনাও রয়েছে শাসকদলের নেতৃত্বের।

শনিবার দলীয় সূত্রের খবর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং মহামিছিলে পা মেলাবেন। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর সঙ্গে দলের শীর্ষ কয়েকজন নেতার একদফা কথাও হয়ে গিয়েছে। মহামিছিলের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে সেই কর্মসূচিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। অভিষেক ঘনিষ্ঠমহলের বিশ্বাস, মহামিছিলের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন মুখ্যমন্ত্রীই। দিনক্ষণও চূড়ান্ত হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই। মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবিত মহামিছিলে পা মেলালে অভিষেকও তাঁর সঙ্গেই থাকবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস দলের ওই মহলের।

প্রাথমিক তদন্তে ধারণা তৃণমূলের

মুর্শিদাবাদের হিংসায় দায়ী সাংগঠনিক দুর্বলতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই মুর্শিদাবাদের ঘটনা সামলানো সম্ভব হয়নি বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে তৃণমূল। মুর্শিদাবাদে যেখানে গোলমাল হয়েছে, তার কাছাকাছি এলাকাতেই তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কদের বাড়ি। তা সত্ত্বেও কীভাবে গোলমাল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না, তা নিয়ে অত্যন্ত গোপনে তদন্ত করেছে তৃণমূল।

ওই তদন্তে উঠে এসেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। সেই কারণেই এই পরিকল্পিত গোলমালের আঁচ ওই জনপ্রতিনিধিরা পাননি। এমনকি গোলমাল শুরু হওয়ার পরও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। দলের একাংশের বিরুদ্ধেও এই ঘটনায় যোগ থাকার অভিযোগ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা যে করেছেন, তারও সত্যতা খুঁজে পেয়েছে তৃণমূল।

স্থানীয় স্তরের কিছু নেতা ঘটনার প্রথমে যুক্ত থাকলেও পরে তাঁরা সামলাতে ব্যর্থ হয়ে পিছিয়ে গিয়েছেন। এমনকি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য স্থানীয় নেতারা দিতে পারেননি। বরং একে অপরের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছেন।

গত সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশিদের মদত রয়েছে বলে

তদন্তে দাবি

- স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন
- এই পরিকল্পিত গোলমালের আঁচ ওই জনপ্রতিনিধিরা পাননি
- গোলমাল শুরু হওয়ার পরও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি
- দলের একাংশের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় যোগ থাকার যে অভিযোগ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা করেছেন, তারও সত্যতা খুঁজে পেয়েছে তৃণমূল

খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু পুলিশের রিপোর্টে সেই সম্পর্কিত কোনও তথ্য নেই। তারপরই দলের জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেন দলের শীর্ষনেতারা।

দেখা গিয়েছে, জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস, ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বাড়ি রতনপুরে।

সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলামের বাড়ি পুঁটিমারি। যেখানে গোলমাল হয়েছে, সেখান থেকে এই গ্রামগুলির দূরত্ব খুবই কম। দলের নেতারা যে বিষয়টি আঁচ করতে পারেননি, তা তাঁরা স্বীকারও করেছেন।

আবার ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামাম উল ইসলামের একটি সিসিটিভি ফুটেজও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তিনি রয়েছেন। যদিও পরে তিনি সেখান থেকে চলে যান। ইতিমধ্যেই পুলিশের রিপোর্টে তৃণমূলের নীচুতলার কয়েকজন এই ঘটনায় যুক্ত। তবে পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে দলের জনপ্রতিনিধিরা যে ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। আর মাত্র এক বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে ফাটল মেরামত না করলে বিধানসভা নির্বাচনে যে তার প্রভাব পড়বে, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন তৃণমূল নেতারা।

হামলার আঁচ পেতে ব্যর্থ পুলিশ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হিংসাত্মক রূপ ও পুলিশের ওপর প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কা আগে থেকে আন্দাজই করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। সম্প্রতি আদালতে জমা দেওয়া রাজ্যের রিপোর্টে কার্যত বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

৮ এপ্রিল থেকে ঘটনার সূত্রপাত।

স্বীকার রাজ্যের রিপোর্টে

হঠাৎ হঠাৎ করে বিপুল লোকের জড়ো হওয়া ও তাদের আন্দোলন প্রাণঘাতী রূপ নেওয়ার বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি। এর নেপথ্যে গোয়েন্দা ব্যর্থতা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেন গেল এবং তার কারণ কী হতে পারে, এখন সেই সূত্র খুঁজছে পুলিশ। সমাজমাধ্যমে অপপ্রচারও অশান্তি তৈরির নেপথ্যে অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। বিষয়গুলি নিয়ে তদন্তও চলছে।

তবে, এই ঘটনায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের জড়িত থাকার অভিযোগ গোয়েন্দা দপ্তরের তরফে নবান্নে জমা পড়েছিল। কিন্তু আদালতে পেশ করা রিপোর্টে বাংলাদেশ যোগের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন খাতালবাড়ি-এর এক বাসিন্দা

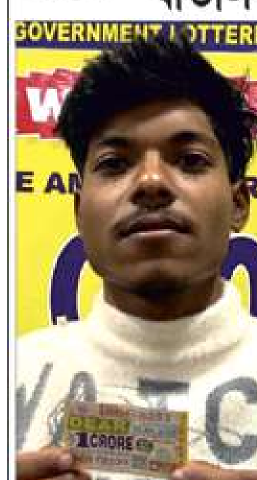

পশ্চিমবঙ্গ, খাতালবাড়ি - এর একজন বাসিন্দা মামিদুল ইসলাম - কে

25.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98H 78231 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি যে কোনও মাত্রায় প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, কারণ এটি স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাকে একজন কোটিপতিতে পরিণত করেছে। আমি জীবনে কখনও কল্পনা করিনি আমি একজন কোটিপতি হবো কিন্তু এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারির জন্য। আমাকে এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রাম্পবাবুর শুল্কযুদ্ধ

গোটা বিশ্ব তোলপাড় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মনোভাবে। কর চাপানো নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে ভুগছে অধিকাংশ দেশ। দুনিয়াজুড়ে বিভ্রান্তি চরমে। চিন থেকে ভারত, ইউক্রেন থেকে ইংল্যান্ড—ভুক্তভোগী সবাই। এর পিছনে কারণটা কী? উত্তর সম্পাদকীয়তে সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

অর্থনৈতিক বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

কোভিডের কোপে ২০২০ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ৩.৩ শতাংশ কমেছিল। এবার কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জন ট্রাম্পের শুল্কনীতির পাল্লায় পড়ে বিশ্ব অর্থনীতি ৫ শতাংশ কমতে পারে? যেভাবে ইতিমধ্যেই ওয়াশিংটন ও বেজিং উভয়েই পারস্পরিক আমদানি করা পণ্যের ওপরে লাগামছাড়া শুল্ক চাপাচ্ছে তাতে লন্ডন ইকনমিক্স-এর মতো থিংকট্যাংকের শঙ্কা এটাই।

কেন এই শঙ্কা? কারণ ট্রাম্প আমদানি শুল্কের প্রাচীর গড়ছেন মার্কিন মুলুকে। তাঁর মনে হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকাকে শত্রুমিত্র সবাই মিলে ঠকাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের মার্কিন পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের পরিসংখ্যান আনা হয়েছে, যেখানে আমেরিকার রপ্তানি ২৬ হাজার ৩৭০ কোটি ডলার, আমদানি সেখানে ৩৩ হাজার ৮২০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ওই মাসে বাণিজ্য ঘাটতি ৭ হাজার ৪৬০ কোটি ডলার।

ট্রাম্পের মনে হয়েছে মার্কিন আমদানি শুল্ক কম বলেই অন্য দেশের জিনিস আমেরিকাতে বেশি বিক্রি হয় আর তাতে মার্কিন পণ্য মার খায়। আবার অন্যরা তাদের দেশে মার্কিন পণ্যের আমদানির ওপর বেশি শুল্ক বসিয়েছে, যাতে ওইসব দেশের শিল্প মার না খায়। এইভাবে ঘরে বাইরে মার্কিন পণ্য মার খাচ্ছে।

ট্রাম্পোনমিক্স

এর থেকে বেরোনোর জন্য ট্রাম্পোনমিক্স (ট্রাম্প ইকনমিক্স বা ট্রাম্পীয় অর্থনীতি) অনুসারে দাওয়াই হল আমদানি শুল্কের হার বাড়িয়ে দেওয়া। তাতে আমেরিকাতে বিদেশি পণ্যের দাম মার্কিন পণ্যের তুলনায় বেড়ে যাবে। এর ফলে মার্কিন সংস্থার পণ্য আমেরিকার মানুষ আরও বেশি মাত্রায় কিনবে। ক্রমে মার্কিন সংস্থাগুলির শ্রীবৃদ্ধি হবে এতে।

ট্রাম্পোনমিক্সের তত্ত্ব অনুসারে এটা একদম ‘উইন-উইন’ পরিস্থিতি। একদিকে শুল্ক বেড়ে যাওয়ায় বর্ধিত দামের বিদেশি পণ্য না কেনার ফলে যেমন বাজারের দাম কমে মুদ্রাস্ফীতি কমবে, তেমন দেশীয় সংস্থাগুলো বর্ধিত চাহিদা সামাল দিতে তাদের উৎপাদন বাড়াবে। ফলে কারখানার সংখ্যা বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে। যেহেতু অর্থনীতি প্রসারিত হবে সেহেতু অর্থনীতির ‘হট মানি’র তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। এতে অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বাড়বে। মোদ্দা কথা, ট্রাম্পীয় অর্থনীতি অনুসারে আমদানি শুল্ক বাড়ানো হল সেই জাদুদণ্ড, যার ছোঁয়ায় অর্থনীতির হাল ফিরে যাবে।

শুল্কনীতির গঙ্গোত্রী

ম্যাথিউ সি ক্লায়েন আর মাইকেল পেটিস তাঁদের ‘ট্রেড ওয়ার্স আর ক্লাস ওয়ার্স’ বইয়ে ট্রাম্পের এই মতবাদের উৎস সম্বন্ধে জানিয়েছেন, ২০০২ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তিন আমেরিকান রাজ্য মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া ও উইসকন্সিনের শ-খানেক মার্কিন কাউন্টি (জেলার সমতুল্য)-তে সস্তা চিনা পণ্যের সঙ্গে মার্কিন পণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। মূলত কলকারখানা নির্ভর অঞ্চল এগুলি। ফলে সস্তা চিনা পণ্যের সামনে কীভাবে মার্কিন পণ্য উৎপাদন পিছু হটছে কার্যত তার প্রত্যক্ষদর্শনও করা যায়। ফলে সস্তা চিনা পণ্য এখানে বরাবরই এক বিরাট বিতর্কিত বিষয়।

২০১৬ সালে হেভিওয়েট ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি রডহ্যাম ক্লিন্টনের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পের মার্কিন শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই বিষয়টি চিনতে কোনও ভুল হয়নি। তাই হিলারি যখন তাঁর বিদেশসচিব থাকাকালীন ওয়াশিংটনকে কোন রাজনৈতিক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তা ফলাও করে ভোটারদের বোঝাতে ব্যস্ত, তখন মার্কিন শিল্পের মরাবাঁচার সঙ্গে জোড়া বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি হোয়াইট হাউসে যেতে পারলে এই চিনা ডাম্পিং (কোনও দেশে বাজার দখলের জন্য সস্তায় পণ্য রপ্তানি করাকে অর্থনৈতিক পরিভাষায় ডাম্পিং বলে)-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। উচ্চহারে আমদানি শুল্ক বসাবেন চিনা পণ্যের ওপর।

ফলও মিলেছিল হাতে হাতে। শ-খানেক কাউন্টির মধ্যে ৮৯-টারই ইলেক্টোরাল ভোট পড়ে ট্রাম্পের দিকে, যা হিলারিকে তাঁর নিশ্চিত বিজয় থেকে পরাজয়ের রাস্তায় নামিয়ে আনতে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ট্রাম্পের এই চিনবিরোধী নীতিকেই তাঁর রাজনৈতিক ট্রাম্প কার্ড হিসাবে দেখছেন। চিনা পণ্যকে নিশানা করে দেশের শ্রমিক শ্রেণি থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মসিহা হয়ে দাঁড়ালেন ট্রাম্প। এমনকি ২০১৮ সালে যখন চিনা পণ্যের আমদানির ওপর ট্রাম্প বাড়তি শুল্ক বসালেন, তখন প্রকাশ্যে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে এলেন জাঁদরেল ডেমোক্র্যাট সেনেটর চার্লস সুমার।

তাই ২০২৪-এ যখন কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে নামলেন ট্রাম্প, তখন চিনা কার্ডকেই তাঁর নির্বাচনি প্রচারের আরও বড় মোক্ষম অস্ত্র করলেন। ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন’ স্লোগানের আওতায় বললেন, শুধু চিন নয়, শত্রুমিত্র সব দেশই এই মার্কিন কম আমদানি শুল্কের লখিন্দরের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে কালনাগিনী হয়ে মার্কিন শিল্পকে দংশাচ্ছে। তাই ক্ষমতায় এলে তিনি গণহারে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বাড়াবেন। পরে দেখা যাচ্ছে ১০ শতাশ হল প্রারম্ভিক বাড়তি শুল্ক। তারপর ধাপে ধাপে তা আরও বেড়েছে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার, ট্রাম্প তাঁর প্রথম দফার শুল্কযুদ্ধকে আরও বড় আকারে দ্বিতীয় দফায় ব্যবহার করছেন।

সত্যিই কি লাভ হবে?

তবে যে প্রশ্নটা বিশ্বের ক্ষমতার অলিন্দগুলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে তা হল আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে সত্যিই কি কোনও লাভ হয়? ইতিহাস বলে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত চলা মার্কিন গৃহযুদ্ধ হল এই শুল্কযুদ্ধের সূতিকাগার। উত্তরের রিপাবলিকানরা তাদের এলাকার কলকারখানার স্বার্থে আমদানি শুল্ক চাইত। অন্যদিকে, তাদের এলাকার তুলো ইউরোপের বাজারে বিক্রির জন্য মুক্ত বাণিজ্য চাইত দক্ষিণের ডেমোক্র্যাটরা। বস্তুত এই অন্দরমহলের দ্বন্দ্বেই এখনও পর্যন্ত যতবার আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছে, কোনওবারই আহামরি কিছু ফল পাওয়া যায়নি।

এর আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে রপ্তানি। ট্রাম্প মুখে যতই বলুন ‘অন্যরা মার্কিন পণ্যে যত শুল্ক বসাবে, আদতে ওয়াশিংটন তার অর্ধেক বসাচ্ছে’, বিশ্ব অর্থনীতি কিন্তু অত সরল পথে হাঁটে না। যেই কোনও দেশ মুক্ত বাণিজ্য ছেড়ে শুল্কের আলখাল্লা পরল, তার প্রথম প্রভাব পড়ে শেয়ার বাজারে। এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। ওয়াল স্ট্রিট দেড় লক্ষ কোটি ডলার ক্ষতির মুখে পড়েছে, টেসলা সহ অনেক বহুজাতিক মার্কিন সংস্থার বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মার খেয়েছে।

ইস্পাতের কথাই ধরা যাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়াশিংটন ভারতীয় ও চিনা ইস্পাতের ওপর বাড়তি শুল্ক বসিয়ে এই দুই দেশের বাজারে কার্যত নিজেদের ব্রাত্য করে ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে জাপানি সংস্থা নিপ্পন স্টিলের পক্ষে প্রাচীনতম মার্কিন ইস্পাত সংস্থা ইউএস স্টিলকে অধিগ্রহণ করা সহজ হয়ে পড়বে।

আবার ডাচ ব্যাংক আইএনজি’র চিফ ইউরোজোন ইকনমিস্ট কার্স্টেন ব্রেজস্কির হিসাবে, ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক বাড়লে মার্কিন পরিবারের বছরে গড়ে ১৭০০ ডলার থেকে ২৩৫০ ডলার খরচ বাড়বে। কারণ যখন শুল্কের ফলে কোনও বিদেশি পণ্যের দাম বাড়বে, তখন একই রকমের মার্কিন পণ্যের প্রস্তুতকারী সুযোগ বুঝে কিছুটা দাম বাড়িয়ে নেবে। তাই কমার বদলে মুদ্রাস্ফীতি অল্প হলেও বাড়বে। শুল্কনীতির ফলে মুদ্রাস্ফীতির শঙ্কা মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডেরাল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলেরও, যে জন্য ট্রাম্পের বিষনজরে পড়ে চাকরিও খোয়াতে পারেন।

সমস্যা আরও আছে। ১৭ রকমের বিরল খনিজের ব্যাপারে চিনের মুখাপেক্ষী মার্কিনরা। ওয়াশিংটন শুল্কের প্রাচীর তুললে বিশ্বও কিন্তু বসে থাকবে না। আমেরিকাকে বাদ দিয়েই নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সমঝোতা করে নেবে। চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাম্প্রতিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফর তারই ইঙ্গিত।

সব মিলিয়ে এ এক অন্য বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি।

(লেখক প্রবন্ধকার)

অবুঝ আমেরিকায় শুল্ক-পক্ষের ছায়াযুদ্ধ

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ছায়ার সাথে যুদ্ধ করিয়া গাত্রে হইল ব্যথা! এটাই এখন আমেরিকার ‘রাজার অসুখ’! একে তো কেন এই যুদ্ধ সেটাই কেউ ঠিকঠাক ঠাহর করতে পারছে না। উপরন্তু শত্রুটি কেন এমন ছায়াময় সেটাও বুঝতে পারছে না কেউ! কেউ আঁচই করতে পারছে না যে, কী কারণে শুল্ক হঠাৎ হয়ে উঠল বিশ্ব রাজনীতির যুদ্ধাস্ত্র! অমাবস্যার আর পূর্ণিমার মাঝে যেমন ঝুলতে থাকে ঝাপসা শুক্লপক্ষ, অবুঝ আমেরিকায় এখন তেমনই আবছা ‘শুল্ক-পক্ষ’ চলছে!

ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে বসে রীতিমতো মাথার চুল ছিঁড়ছেন বিশেষজ্ঞরা! এই শুল্কযুদ্ধের সঙ্গে কি আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সত্যিই কোনও যোগসূত্র আছে? নাকি এটা স্রেফ আমেরিকার অহমিকা? এটা ঠিক যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে অকারণে সবাইকে ভয় দেখানোর রাজকীয় অভ্যাস আছে। হম্বিতম্বির ব্যামো আছে তাঁর। কিন্তু আমেরিকা গোল্লায় গেলে তো তাঁরও পতনদশা হবে। কাজেই ট্রাম্পের সর্বাগ্রে উচিত ছিল, আমেরিকার অসহায় অর্থনীতির হাল ফেরানোর ব্যবস্থা করা। তা না করে এই শুল্কযুদ্ধ বাধিয়ে তাঁর কী লাভ হল কে জানে! এটা তো ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন’ (মাগা)-এর রাস্তা নয়। বরং আশঙ্কা, বিশ্বের শুল্ক মানচিত্রে আমেরিকা একঘরে হয়ে গেলে গোটা জাতিটা শিল্প বাণিজ্য ও বাজারের বিচারে রক্তহীন হয়ে পড়বে! আমদানি বন্ধ করতে গিয়ে তো আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের দফারফা হয়ে যাবে!

অবোধ আমেরিকা কি সেই পথেই চলেছে? দেশের নামকরা রাজনৈতিক সংবাদপত্র ‘পলিটিকো’র হালের সংস্করণে সাংবাদিক অ্যালেক্স বার্নস লিখেছেন, বিশ্ববাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে শুল্কের সমীকরণটা ‘ঢিল মারলে পাটকেল ছুড়ব’ গোছের ব্যাপার নয়। ‘শিল্পপতি’ ট্রাম্পও সেটা বোঝেন। বাজারে একচ্ছত্র স্বদেশিয়ানা বহাল করতে গিয়ে যদি আমদানি বাণিজ্যটাই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো আমেরিকার যাবতীয় উৎপাদন শিল্প লাটে উঠবে! কারণ বৈদ্যুতিন সামগ্রী, যানবাহন এবং সামরিক সরঞ্জাম সহ আমেরিকার যাবতীয় প্রোডাকশন সেক্টর বেঁচে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিনে আনা কাঁচামালের ওপর। ট্রাম্প এটা জানেন বলেই, এই তিনি নানা দেশের ওপর বর্ধিত শুল্ক চাপানোর চরম সময়সীমা বেঁধে দিচ্ছেন।

আবার প্রতিপক্ষ যখন কিঞ্চিৎ ভয় পেয়ে খানিকটা নরম হচ্ছে, পরক্ষণেই তিনি তখন তা শিথিল করে দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যপক্ষ যখন শুল্কবৃদ্ধির পালটা ধমকের পথে যাচ্ছে, ট্রাম্প তখন পত্রপাঠ তাদের ওপর শুল্কচাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। অর্থনীতি বা বাণিজ্য ব্যবস্থার তোয়াক্কা না করে তিনি কখনও নিজের খেয়ালখুশিমতো শুল্কশর্ত চাপাচ্ছেন! আবার তিনিই বিপদ বুঝে ‘ভদ্রলোকের এক কথা’র পরোয়া না করে নিজের ইচ্ছেমতো শুল্কনীতি শিথিল করছেন। এইসব দেখেশুনে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এই শুল্কাস্ত্র আসলে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত জেদাজেদির খেলনাপাতি!

সম্প্রতি আমেরিকার নামজাদা বাণিজ্য পত্রিকা ‘ব্লুমবার্গ’-এ সাংবাদিক ম্যাট লেভাইন ট্রাম্পের এই অন্তর্ঘাতী শুল্কসমরের কারণ নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে, ট্রাম্পের সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যারামটা হল তাঁর অন্ধ ও ছদ্ম জাত্যভিমান। হিংসুটে ও অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদ। এই উগ্র দেশাত্মবোধ একজন রাজনীতিককে ফ্যাসিবাদী করে তোলে। যেমনটা ঘটেছিল অ্যাডলফ হিটলারের ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রপ্রধানের এহেন অসুস্থ মানসিকতা রাষ্ট্রকে নির্বিকল্প পতনের দিকে ঠেলে দেয়। ট্রাম্প সম্ভবত অবশিষ্ট বিশ্বকে এটা বোঝাতে চাইছেন যে, আমেরিকা এক ও অদ্বিতীয়। সবার ওপরে মার্কিন সত্য, তাহার ওপরে নাই! এই অর্থহীন আস্ফালন কায়েম করতেই ট্রাম্প বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের মূল স্তম্ভ আন্তর্জাতিক শুল্কনীতি নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না যে, এই একঘরেপনা আমেরিকাকে ভুবনায়নের মূলস্রোত থেকে ছিটকে দেবে। ‘বিরোধমূলক আদর্শ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘অন্ধতা নেশনতন্ত্রের মূলগত ব্যাধি। মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড় বলিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিওটিজমের প্রধান অবলম্বন’!

সমস্যাটা হল, ট্রাম্পের এই বিপথগামিতার বিষয়টা ধরতেই পারছে না আমেরিকার আমজনতা। এটা ঠিক যে, মার্চ মাসের তুলনায় চলতি মাসে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে ৫১ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু সেটা ঘটেছে মূলত চাকরিক্ষেত্রে ছাঁটাই এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে। শুল্কযুদ্ধ ও অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে ট্রাম্পের জনসমর্থন কিন্তু এখনও তুঙ্গে। যদিও ট্রাম্প জনমতের ধার ধারেন না। সেটাই অবশ্য ক্ষমতার ধর্ম। মার্কিন জনতা এখনও ট্রাম্পকে ‘বেনিফিট অফ ডাউট’ দিয়ে চলেছে। অথচ মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেটাকে ‘নিরঙ্কুশ সমর্থন’ হিসেবে ধরে নিয়ে সেই জনগণের ভালোমন্দের কথা ভাবছেনই না।

আমেরিকার প্রথম সারির সমাজবিদ পল অ্যামাটো বিবিসি-কে দেওয়া তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে ওই ‘নেতিবাচক শাসক মনস্তত্ত্ব’-কেও ট্রাম্পের আপাত নিরর্থক শুল্কযুদ্ধের অন্যতম হেতু বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের সমর্থনে অর্জিত ক্ষমতাকে এইভাবে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি চরিতার্থ করার প্ল্যাটফর্ম করে ফেলাটা কুশাসনের সোপান। আর তারই বিষফল হল চিন, মেক্সিকো, ভারত এবং কানাডা সহ সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুমকি। সেই সঙ্গে কানাডাকে আমেরিকায় ঢুকিয়ে নেওয়ার ভয় দেখানো। পানামা খাল দখলের হুংকার। গ্রিনল্যান্ড অধিকার করে নেওয়ার ঘোষণা! ট্রাম্প নিজের যাবতীয় ব্যক্তিবাসনা পূরণের এই আক্রমণাত্মক ও উদগ্র প্রবণতা চালিয়ে যাবেন। এটা তাঁর স্বভাবদোষ। অথচ দেশের যে বেগতিক ও দিশাহীন সময়ে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তাতে তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল জনকল্যাণ। সর্বস্তরের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। তা না করলে ট্রাম্পের সার্থকতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের কথায়, ‘যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থ ভাবে দেখে না’!

গত সপ্তাহে এই শুল্কযুদ্ধ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর

পাবলিক ওপিনিয়ন রিসার্চ। এই রিপোর্টের মোদ্দাকথা হল, স্বনির্ভরতার দোহাই দিয়ে ট্রাম্প আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির সূত্রটাই বদলে দিতে চাইছেন। তাঁর মতলবটা হল, শুধু আমেরিকা দুধেভাতে থাকবে। বাকি বিশ্বের যা হয় হোক। স্বভাবতই এই ফন্দির পালটা হিসেবে পৃথিবীর সব দেশই ‘হিজ হিজ হুজ হুজ’ নীতি নেবে। এভাবেই অণুপরিবারের মতো ‘নিউক্লিয়ার কান্ট্রি’ গড়ে উঠবে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু আবারও, এটা করে আমেরিকার কী লাভ? সেটা ভাবার দায় নেই ট্রাম্পের। কারণ তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা, ওই ‘যার যার তার তার’ পৃথিবীকে শাসন করা ‘সর্বশক্তিমান’ আমেরিকার পক্ষে সহজ হবে। তাই অবাস্তব ও অসম্ভব হলেও একনায়কত্ব কায়েমের তাগিদে শুল্কযুদ্ধের চাপে বিশ্বকে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল করে দেওয়াটাই ট্রাম্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য! আপাতত এই ছেলেমানুষির নেশাই চেপেছে তাঁর মাথায়!

এই তত্ত্ব কিন্তু একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মৃগয়ার নাম করে নিরীহ বন্যপ্রাণী হত্যা তো রাজাদেরই বিলাস। তেমনই যুদ্ধ লাগিয়ে সাধারণ প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করাটাও রাজাদেরই মজার খেলা। চলতি শুল্কযুদ্ধও ট্রাম্পের কাছে সেরকমই একটা বিনোদন! তবে সবরকম যুদ্ধেরই তো একটাই অর্থ! নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন, ‘যুদ্ধ মানেই শত্রু শত্রু খেলা। যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা’!

(লেখক প্রবন্ধকার। আমেরিকার ন্যাশভিলের বাসিন্দা।)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ধ্বংসস্তূপ থেকে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। নয়াদিল্লিতে বাড়ি ধসে পড়ার পর। শনিবার। -পিটিআই

সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা পদ্ম সাংসদের

‘গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী প্রধান বিচারপতি’

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : পথ দেখিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার ধনকরের দেখানো পথে হেঁটে সুপ্রিম কোর্ট এবং দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে তীব্র বিষোদগার করলেন গোড্ডার ডাকাবুকো বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁর সাফ কথা, ‘দেশে যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেইসবের জন্য দায়ী একমাত্র প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।’ কোনও বিল নিয়ে তিনমাসের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে সময়সীমা শীর্ষ আদালত বেঁধে দিয়েছে, ধনকরের সুরে তারও সমালোচনা করেছেন দুবে। এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপি সাংসদের পোস্ট, ‘সুপ্রিম কোর্টই যদি আইন তৈরি করে তাহলে সংসদ ভবন বন্ধ করে দেওয়া হোক।’ নিশিকান্তের হুঁশিয়ারি, ‘সুপ্রিম কোর্ট তার সীমা লঙ্ঘন করছে। সবকিছুর জন্য সবাইকে যদি সুপ্রিম কোর্টে ছুটতে হয় তাহলে সংসদ এবং বিধানসভাগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।’

সুপ্রিম কোর্ট তার সীমা লঙ্ঘন করছে। সবকিছুর জন্য সবাইকে যদি সুপ্রিম কোর্টে ছুটতে হয়, তাহলে সংসদ এবং বিধানসভাগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

নিশিকান্ত দুবে

বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী আইনের কয়েকটি অংশে ৫ মে পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে যখন নতুন আইনটি বিচারাধীন, তখন নিশিকান্ত দুবের এহেন বিষোদগার ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গোড্ডার বিজেপি সাংসদের মন্তব্যকে অবমাননাকর বলে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস সাংসদ মানিকম টেগোর। তিনি বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে নিশিকান্ত দুবে যা বলেছেন তা অবমাননাকর। উনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি লাগাতার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করেন। এখন উনি সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা করেছেন। আমি আশা করি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বিষয়টির দিকে নজর দেবেন। কারণ, উনি সংসদের ভিতর ওই কথাগুলি বলেননি, বাইরে বলেছেন। সুপ্রিম কোর্টকে যে ভাষায় নিশিকান্ত দুবে আক্রমণ করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না।’ অপর কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’

এর আগে ধনকর সুপ্রিম কোর্টকে সুপার পার্লামেন্ট বলে আক্রমণ করেছিলেন। সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র বলে তোপ দেগেছিলেন তিনি। তাঁর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদে কপিল সিবাল, তিরুচি শিবা, মনোজ ঝা-র মতো একাধিক বিরোধী সাংসদ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর দিশাতে হেঁটে এবার নিশিকান্ত দুবে যেভাবে সুপ্রিম কোর্ট ও প্রধান বিচারপতিকে নিশানা করেছেন তাতে বিতর্কের পারদ তুঙ্গে। দুবে বলেন, ‘প্রধান বিচারপতিকে যিনি নিয়োগ করেন তাঁকেই কি না আপনি নির্দেশ দেবেন? প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। দেশের আইন তৈরি করে সংসদ। আপনি সেই সংসদকেই নির্দেশ দেবেন? আপনি কীভাবে আইন তৈরি করতে পারেন? কোন আইনে লেখা আছে, রাষ্ট্রপতিকে তিনমাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে? এর অর্থ আপনি দেশকে নৈরাজ্যের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্ট দেশে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধে উসকানির জন্য দায়ী।’

দিল্লিতে বাড়ি ভেঙে মৃত ১১

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : একটানা বৃষ্টির মধ্যে শনিবার দিল্লিতে ভেঙে পড়ল ৪তলা বাড়ি। ঘটনায় কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৪ জনকে জীবিত বার করে এনেছেন উদ্ধারকর্মীরা। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির নীচে একাধিক বাসিন্দা আটকে রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

শুক্রবার থেকে হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনে শুরু হয় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ সহ ব্যাপক বৃষ্টি দিল্লিতে। শনিবার ভোর ৩টে নাগাদ উত্তর-পূর্ব দিল্লির মুস্তাফাবাদে ৪ তলা বাড়িটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। সেইসময় বাড়ির বাসিন্দারা ঘুমোচ্ছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে বাসিন্দারা চাপা পড়ে যায়। ফলে হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে। দিল্লি পুলিশের ডিসি সন্দীপ লাম্বা বলেন, ‘রাত ৩টেয় বাড়িটি ভেঙে পড়েছে। সেইসময় বেশ কয়েকজন বাড়িতে ছিলেন। ১৪ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ জারি রয়েছে।’ দমকল আধিকারিক রাজেন্দ্র আটওয়াল বলেন, ‘ভোররাতে আমরা বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাই। দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।’

ক্ষতিপূরণে সমতা, আর্জি শুনবে কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : ঘৃণা-প্ররোচিত অপরাধ ও গণপিটুনির শিকার মানুষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সব রাজ্যে একরকম নিয়ম চালুর দাবি জানিয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলার শুনানি ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে হবে।

এই মামলাটি দায়ের করেছে ‘ইন্ডিয়ান মুসলিম ফর প্রোগ্রেস অ্যান্ড রিফর্মস’ (আইএমপিএআর) নামে একটি সংগঠন। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এই মামলায় জবাব দিতে বলেছিল। আদালত জানতে চেয়েছিল, ২০১৮ সালের ‘তেহসিন পুনাওয়ালা’ মামলায় দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী গণপিটুনির শিকারদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা কী পদক্ষেপ করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ২৩ এপ্রিলের জন্য প্রকাশিত কার্যতালিকা অনুযায়ী এই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি বিআর গাভাই ও অগাস্টিন জর্জ মাসিহ-র ডিভিশন বেঞ্চে।

২০২৩ সালের শুনানির সময় মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে বলেন, ২০১৮ সালের রায়ের পরে দেশের কয়েকটি রাজ্য ক্ষতিপূরণের জন্য প্রকল্প তৈরি করলেও সেগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নেই। আর অনেক রাজ্যে এখনও এমন কোন প্রকল্পই গ্রহণ করা হয়নি।

গণপিটুনির শিকার

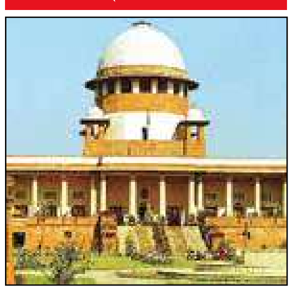

আর্জিতে বলা হয়েছে, ঘৃণাজনিত অপরাধ ও গণপিটুনির শিকারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সব রাজ্যে যেন একরকম নিয়ম থাকে, সেই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। কারণ, এখন যেভাবে বিভিন্ন রাজ্য নিজের মতো করে এককালীন ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে, তা বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

আর্জিতে দাবি করা হয়েছে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের আচরণ অনেক সময় খামখেয়ালি, পক্ষপাতদুষ্ট ও অযৌক্তিক। অনেক সময় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হয় সংবাদমাধ্যমের সক্রিয়তা, রাজনৈতিক চাপ কিংবা ভুক্তভোগীর ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে।

আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, ‘দেখা যাচ্ছে, ঘৃণাজনিত অপরাধ বা গণপিটুনির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ অনেক সময় নির্ধারিত হয় ভুক্তভোগীর ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে। কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভুক্তভোগীদের বিপুল ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে তা হয় যৎসামান্য।’

এখন দেখার, এই মামলার শুনানিতে আগামী ২৩ এপ্রিল কী রায় বা পর্যবেক্ষণ দেয় দেশের শীর্ষ আদালত।

সৌদি সফরে যাচ্ছেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : আগামী সপ্তাহে সৌদি আরব সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২২ ও ২৩ এপ্রিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশে থাকবেন তিনি। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স তথা প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সলমনের আমন্ত্রণে সৌদি আরব যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। সেদেশের শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন মোদি। এক বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রক বলেছে, ‘এই সফর আমাদের বহুমুখী অংশীদারিত্বকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে মতামত বিনিময় করবে দু-পক্ষ।’

গাজার রাস্তায় বসে খাওয়ার চেষ্টায় খুদে। ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত গাজা। ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছে গাজাবাসী। শনিবার।

পোখরায় বাস উলটে জখম ২৫ ভারতীয়

কাঠমান্ডু, ১৯ এপ্রিল : নেপালে বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন ভারতীয় পর্যটক। এঁদের মধ্যে কমপক্ষে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশ-নেপাল সীমান্তের কাছে ঘটনাটি ঘটলেও শনিবার তা জানায় নেপাল পুলিশ। আহতদের মধ্যে ১৯ জনকে উত্তরপ্রদেশের তুলসীপুরের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয় নেপালের স্থানীয় এক হাসপাতালে।

শুক্রবার দুপুরে পোখরাগামী ওই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসটিতে থাকা বেশিরভাগ যাত্রীই ছিলেন ভারতীয়। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে রেখে তাঁদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। আহতদের বেশিরভাগই উত্তরপ্রদেশের লখনউ, সীতাপুর, হরদই এবং বারাবাঁকি জেলার বাসিন্দা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নেপালের গাধাওয়া থেকে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। পরে সেখান থেকে ১৯ জনকে তুলসীপুরে আনা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, বাসের ব্রেক খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে ঠিক কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তুলসীপুরের সার্কেল ইনস্পেক্টর ব্রিজনন্দন রায় জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ১৯ জন ভারতীয় পর্যটক এখনও তুলসীপুরের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। তিনজনের শারীরিক অবস্থা ভালো নয়।

আরও ৮টি চিতা আসছে ভারতে

ভোপাল, ১৯ এপ্রিল : আরও আটটি চিতা ভারতে আসছে বতসোয়ানা থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার দেশটি থেকে দু’দফায় চিতাগুলিকে আনা হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসের শুরুতেই আফ্রিকার বতসোয়ানা থেকে আনা হবে চারটি চিতা। কয়েক মাসের ব্যবধানে দেশে আনা হবে আরও চারটি চিতা।

শুক্রবার চিতা প্রোজেক্টের রিভিউ বৈঠকে বসেছিলেন ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তরের মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের উপস্থিতিতে এ ব্যাপারে নতুন করে আটটি চিতা আনার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে, বতসোয়ানা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া থেকেও চিতা আনার পরিকল্পনা চলছে। কেনিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ পর্যন্ত ‘প্রোজেক্ট চিতা’য় ১১২ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। এর মধ্যে ৬৭ শতাংশ ব্যয় হয়েছে মধ্যপ্রদেশে চিতাদের পুনর্বাসনে। এবার থেকে চিতাদের ধাপে ধাপে মধ্যপ্রদেশের গান্ধিসাগর অভয়ারণ্যে স্থানান্তরিত করা হবে। রাজস্থান সীমান্তঘেঁষা এই অঞ্চলকে আন্তঃরাজ্য চিতা সংরক্ষণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে নীতিগত ঐকমত্য হয়েছে।

ব্রেকিং নিউজ হতে চাই না

নিহত বিশ্বখ্যাত চিত্র সাংবাদিক ফতিমা

গাজা, ১৯ এপ্রিল : ১-২ দিন নয়, টানা ১৮ মাস। যুদ্ধ বিধ্বস্ত গাজার আসল চেহারা গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছিলেন তিনি। বুধবার ইজরায়েলি সেনার বিমান হামলায় মৃত্যু হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত সেই প্যালেস্তিনীয় চিত্রসাংবাদিক ফতিমা হাসৌনার। সেদিন নিজের বাড়িতেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন ফতিমা। আচমকা বাড়ির ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান ফতিমা সহ পরিবারের ১০ সদস্য। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা বোনও। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার ছিল তাঁর বিয়ের দিন। তার কয়েকঘণ্টা আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ফতিমার গোটা পরিবার।

পেশাগত কারণে মৃত্যু যে সর্বক্ষণ তাঁকে ধাওয়া করছে তা অনুভব করতেন ফতিমা। তবে শেষ পরিণতি যে এভাবে ঘনিয়ে আসবে তা বোধহয় আঁচ করতে পারেননি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে শেষ পোস্টটি করেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন, ‘আমি যদি মারা যাই তাহলে সেই মৃত্যু যেন আলোড়ন ফেলে। আমি শুধু একটা ব্রেকিং নিউজ হয়ে থাকতে চাই না। কোনও দলের সদস্যের তকমা নিয়ে মরতে চাই না। এমন মৃত্যু চাই যেটা গোটা বিশ্ব জানতে পারবে। বহু দিন মনে রাখবে। স্থান-কাল-পাত্র দিয়ে যে মৃত্যুকে চেপে রাখা যাবে না।’

বেদনাদায়ক হলেও ফতিমার শেষইচ্ছা পূরণ হয়েছে। ইজরায়েলি হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্রতা বেড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। ইজরায়েলি সেনার দাবি, হামাস জঙ্গিদের ঘাঁটি রয়েছে সন্দেহ করে বাড়িটিকে নিশানা করেছিল তারা। ফতিমার মৃত্যুর ঘণ্টা কয়েক আগে তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে তৈরি একটি তথ্যচিত্র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের কথা জানিয়েছিলেন ইরানের পরিচালক সেপিদেহ ফারসি। তথ্যচিত্রের নাম ‘পুট ইয়োর সোল অন ইয়োর হ্যান্ড অ্যান্ড ওয়াক’।

গত দু’বছরে গাজায় ৭০ জনের বেশি সংবাদকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। এখনও হাতেগোনা সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী সেখানে কাজ করছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন ফতিমা। গাজার সাংবাদিক মিকদাদ জামেল এক পোস্টে লিখেছেন, ‘তাঁর (ফতিমা) তোলা ছবিগুলি দেখুন। লেখা পড়ুন। ফতিমা গাজার মানুষ এবং এখানকার শিশুদের ভয়ংকর অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী। ক্যামেরার লেন্স দিয়ে তিনি সেইসব খণ্ডদৃশ্যের কথা লিখে রেখে গিয়েছেন।’

স্ত্রীকে দুষে আত্মহত্যা স্বামীর

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : ফের পুরুষ নিপীড়নের ঘটনা সামনে এল। স্ত্রী, শ্বশুরবাড়ির চাপে বেঙ্গালুরুর অতুল সুভাষ, মধ্যপ্রদেশের শিবপ্রকাশ তিওয়ারি বা ইন্দোরের নীতিন পান্ডিয়াররা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন আগেই। সময় যত গড়াচ্ছে এই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। এবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের মোহিত ত্যাগী (৩৪) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। গত ১৫ এপ্রিল বিষ খান তিনি। হাসপাতালে দুদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানির পর মৃত্যু হয় তাঁর। আগের ঘটনাগুলির মতো এবারও অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই ব্যক্তির স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। মৃতের কাছ থেকে যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে তাতে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন মোহিত।

তাঁর পরিবারের তরফে ইতিমধ্যে মোদিনগর থানায় মোহিতের স্ত্রী প্রিয়াংকা ত্যাগী, শ্যালক পুনীত ত্যাগী, শ্যালকের স্ত্রী নীতু ত্যাগী এবং মামা অনিল ও বিশেষ ত্যাগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মোহিত একটি বেসরকারি সংস্থা কর্মরত ছিলেন। তাঁর ভাই রাহুল ত্যাগীর দাবি, স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন দাদা। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। ২০২০ সালে সম্ভালের বাসিন্দা প্রিয়াংকাকে বিয়ে করেছিলেন মোহিত। এটা ছিল মোহিতের দ্বিতীয় বিবাহ। ২০২১ সালের অক্টোবরে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই অশান্তি শুরু হয় পরিবারে। মোহিতের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। মোহিতের সুইসাইড নোট তাঁর আত্মীয়বন্ধুদের হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে গিয়েছে। তাতে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেছেন মোহিত।

ফের পুরুষ নিপীড়ন

মহাকাশে শুভাংশুর সঙ্গী ইসরোর জল ভালুক

বেঙ্গালুরু, ১৯ এপ্রিল : সব ঠিকঠাক চললে চলতি বছরের মে মাসেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাড়ি দেবেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। তিনিই পাইলট অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের। মহাকাশে ১৪ দিনের সফরে একগুচ্ছ পরীক্ষা চালানোর কথা রয়েছে শুভাংশুর। তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে পরীক্ষাটি তিনি চালাবেন তার নাম ‘ভয়েজার টারডিগ্রেডস এক্সপেরিমেন্ট’।

টারডিগ্রেড হল জলে বসবাসকারী অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ প্রজাতির জীব, যাকে ‘ওয়াটার বিয়ার’ বা ‘জল ভালুক’ও বলা হয়। এরা থাকে পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়— জলাভূমি, বরফ, আগ্নেয়গিরির গরম জল, পাহাড়, সমুদ্র, মস, লিচেন, মাটি, এমনকি পাতার গুঁড়োতেও। এদের ৮টি পা থাকে, প্রতিটিতে থাকে ছোট ছোট নখের মতো আঁকশি। এই জীবগুলির সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, এরা গরম বা ঠান্ডা, মহাশূন্য বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মতো চরম প্রতিকূল পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে।

অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে শুভাংশুর সঙ্গে মহাকাশ স্টেশনে কয়েকটি টারডিগ্রেডও পাঠাচ্ছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। এদের নিয়ে গবেষণায় দেখা হবে মহাকাশে গিয়ে টারডিগ্রেডরা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে উঠতে পারে কি না, তারা ডিম পাড়তে ও তা ফোটাতে পারছে কি না এবং মহাকাশে থাকা টারডিগ্রেডদের সঙ্গে পৃথিবীর টারডিগ্রেডদের জিনগত পার্থক্য কিছু আছে কি না।

এই গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন কীভাবে খুব প্রতিকূল পরিবেশেও জীবন রক্ষা করতে পারে টারডিগ্রেডরা। পরীক্ষা সফল হলে ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানে মানুষের শরীর কীভাবে রক্ষা করা যায়, সেই পথের সন্ধান মিলতে পারে। সেক্ষেত্রে গগনযান মিশনে মহাকাশে নিরাপদে মানুষ পাঠানোর বিষয়টি আরও সহজ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অসহ্য গরমে ডোবায় বসে বাঘমামা। শনিবার নাগপুরে।

সন্ধির ইঙ্গিত রাজ-উদ্ধবের

মুম্বই, ১৯ এপ্রিল : যাবতীয় মতবিরোধ ভুলে এবার হাত মেলানোর কথা ভাবছেন শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে এবং এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে। দুই ভাইয়ের সাফ কথা, ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, মহারাষ্ট্রের স্বার্থেই তাঁরা হাত মেলাতে রাজি। একটি পডকাস্টে রাজ ঠাকরে বলেন, 'আমার সঙ্গে উদ্ধবের লড়াই বড় ব্যাপার নয়। মহারাষ্ট্রের স্বার্থ সেসবের থেকে অনেক বড়।' রাজের সাফ কথা, 'উদ্ধবের সঙ্গে কাজ করতে আমার কোনও অসুবিধা নেই। প্রশ্নটা হল, উনি কি আমার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন? আমি এসব ব্যাপারে কোনও ইগো রাখি না।'

অপরদিকে ভারতীয় কামগার সেনার একটি সভায় উদ্ধব ঠাকরে বলেন, 'আমি মামুলি বিতর্কগুলি পাশে সরিয়ে রাখতে প্রস্তুত। মহারাষ্ট্রের স্বার্থে আমি সমস্ত মারাঠি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন করছি। তবে আমার একটাই শর্ত। বারবার শিবির বদলানো যাবে না।

আমার সঙ্গে উদ্ধবের লড়াই বড় ব্যাপার নয়। মহারাষ্ট্রের স্বার্থ সেসবের থেকে অনেক বড়।
রাজ ঠাকরে

মহারাষ্ট্রের স্বার্থে আমি সমস্ত মারাঠি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন করছি।
উদ্ধব ঠাকরে

একবার সমর্থন করব। আবার বিরোধিতা করব। তারপর আবার সমর্থন করা যাবে না। মহারাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের বাড়িতেও আমন্ত্রণ করব না। পাশেও বসব না। মহারাষ্ট্রের জন্য আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি।' মহারাষ্ট্রে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে হিন্দি ভাষা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে উদ্ধব ও রাজ দুজনেই একসুরে ফড়নবিশ সরকারের বিরোধিতা করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা হিন্দির বিরোধী নই। কিন্তু এই ভাষাকে বাধ্যতামূলক করছেন কেন?' অপরদিকে রাজের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার সর্বত্র হিন্দিফাই করার চেষ্টা করছে। আমরা এটা হতে দেব না। হিন্দি জাতীয় ভাষা নয়।'

প্রয়াত শিবসেনা সুপ্রিমো বালাসাহেব ঠাকরে তাঁর ছেলে উদ্ধবকে নিজের রাজনৈতিক উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করায় ২০০৫ সালে দল ছেড়ে এসেছিলেন ভাইপো রাজ। কিন্তু আলাদা দল গড়েও নির্বাচনি সাফল্য অধরাই থেকে যায় রাজের। অপরদিকে একনাথ শিন্ডের বিদ্রোহের পর ধাক্কা খেয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা (ইউবিটি)-ও।

হিন্দি বাধ্যতামূলক করা নিয়েও শোরগোল

আমিষাশী মারাঠিরা নোংরা বিতর্ক মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ১৯ এপ্রিল : বাঙালি অধ্যুষিত নয়াদিল্লির অভিজাত চিত্তরঞ্জন পার্কে মন্দিরের পাশে মাছ-মাংসের বাজার বসানো নিয়ে আপত্তি তুলেছিল হিন্দুত্ববাদীরা। মাছে-ভাতে বাঙালির বিরুদ্ধে গেরুয়া শিবিরের এহেন 'মৎস্য-জেহাদ' নিয়ে ইতিমধ্যে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আমিষাশীদের বিরুদ্ধে অভিযান এখন আর শুধুমাত্র বাংলা ও বাঙালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। গুটিগুটি পায়ে আমিষ-বিরোধী মানসিকতা এবার থাবা বসিয়েছে বাণিজ্যনগরীতে। যা ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে মারাঠাভূমে। মুম্বইয়ের ঘাটকোপার এলাকার একটি বহুতলে বসবাসকারী মাছ, মাটন খাওয়া মারাঠিরা নোংরা বলে অপমান করার অভিযোগ উঠেছে গুজরাটি বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরাও ওই বহুতলেই থাকেন। মারাঠি অস্মিতায় আঘাত করার প্রতিবাদে গুজরাটিদের বিরুদ্ধে পালটা সুর চড়িয়েছে রাজ ঠাকরের এমএনএস।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে এমএনএসের স্থানীয় নেতা রাজ পার্তেকে ওই বহুতলের কয়েকজন বাসিন্দাকে রীতিমতো শাসাতে দেখা গিয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'মুম্বইয়ে এসে যে কেউ থাকতে পারেন। কাজ করতে পারেন। কিন্তু কে কী খাবেন সেই নিয়ে কেউ যেন ফতোয়া না দেন। এসব আমরা বরদাস্ত করব না।' বহুতলে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই বলার চেষ্টা করেন একজন। তাতে এমএনএসের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বচসা আরও বেড়ে যায়। পরে ঘাটকোপার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের তরফে বহুতলের বাসিন্দাদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, মারাঠি ভাষীদের যেন কোনওপ্রকার কটূক্তি করা না হয়। এর অন্যথা হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মারাঠি, গুজরাটি সহ সমস্ত বাসিন্দাকে মিলেমিশে থাকার পরামর্শও দিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় মুম্বই বিজেপির সভাপতি তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী আশিস শেলার বলেন, 'মারাঠিভাষীদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেউ যেন নীচু নজরে না দেখেন। মারাঠি ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান করতে হবে সবাইকে।' খাওয়াদাওয়া নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যে মহারাষ্ট্রে হিন্দি ভাষা বাধ্যতামূলক করা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়েছে এমএনএস এবং কংগ্রেসের। হিন্দিকে তৃতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো বাধ্যতামূলক করার যে সিদ্ধান্ত ফড়নবিশ সরকার নিয়েছেন, তার সমালোচনা করেছেন রাজ ঠাকরে। কংগ্রেসও তার সমালোচনা করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে হিন্দি ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে শরদ পাওয়ার কন্যা সুপ্রিয়া সুলে বলেন, মহারাষ্ট্রে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ লাগু করে মারাঠি ভাষাকে এড়িয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না।

পাকিস্তানের সঙ্গে নৌ-মহড়ায় 'না' শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ১৯ এপ্রিল : এশীয় অঞ্চলে কৌশলগত প্রভাব বাড়ানোর পাকিস্তানি চেষ্টায় জল ঢেলে দিল ভারত। ত্রিকুণমালায় শ্রীলঙ্কার সঙ্গে একটি যৌথ নৌসেনা মহড়ার কথা ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু ভারত তাতে আপত্তি করায় ওই জাতীয় মহড়ায় রাজি নয় বলে ইসলামাবাদকে জানিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার।

কলম্বো প্রশাসন সূত্রে খবর, দ্বিপাক্ষিক সামরিক সমঝোতার অংশ হিসাবে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান নৌবাহিনী একসঙ্গে ত্রিকুণমালার উপকূলে মহড়া করার পরিকল্পনা করেছিল। তবে ভারত এই পরিকল্পনা নিয়ে উদ্বেগ জানানোর পর শ্রীলঙ্কা তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই মহড়ার পরিকল্পনা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক শ্রীলঙ্কা সফরের আগেই।

শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ত্রিকুণমালা ভারতের জলসীমায় নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বঙ্গোপসাগর ও উত্তর-পূর্ব ভারত মহাসাগরের ওপর নজরদারি চালানোর কৌশলগত সুযোগ দেয়। এই কারণে ত্রিকুণমালায় পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতি নিয়ে ভারত স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। একে অপরের বন্দরে যুদ্ধজাহাজ পাঠানো ও যৌথ মহড়া চালানো একাধিকবার হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পাকিস্তান নৌবাহিনী চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) নেভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। এই কারণে ত্রিকুণমালায় তাদের উপস্থিতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগ অমূলক নয়।

কানাডায় সংঘর্ষে মৃত ভারতীয় ছাত্রী

অটোয়া, ১৯ এপ্রিল : বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন রাস্তায়। কিন্তু আচমকাই দু'পক্ষের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় এক ছাত্রীর। নিহত ওই তরুণীর নাম হরসিমরত রন্ধাওয়া। বছর একুশের ওই তরুণী অন্টারিওর হ্যামিল্টনে মোহক কলেজে পড়তেন। কলেজ ছুটির পর বাস ধরার জন্য রাস্তার ধারে অপেক্ষা করছিলেন হরসিমরত।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ হ্যামিল্টন শহরের আপার জেমস স্ট্রিট ও সাউথ বেন্ড রোডের কাছে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সেখানে পৌঁছে দেখে এক তরুণী বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি মারা যান।

হরসিমরতের মৃত্যুতে টরন্টোয় ভারতের কনসুলেট জেনারেলের তরফে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে কনসুলেট জেনারেলের তরফে লেখা হয়েছে, 'হ্যামিল্টনে ভারতীয় পড়ুয়া হরসিমরত রন্ধাওয়ার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। স্থানীয় পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে। তারা জানিয়েছে, দুই ব্যক্তির সংঘর্ষের মাঝে পড়ে মৃত্যু হয়েছে হরসিমরতের। নিহত ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে।'

নিহত হরসিমরত পঞ্জাবের তরণতারণ জেলার গোইন্ডওয়াল সাহিবের ধুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছোতেই শোকের ছায়া। তাঁর দাদু সুখবিন্দর সিং বলেন, দু'বছর আগে মেয়েটা উচ্চশিক্ষার জন্য গেল কানাডায়। আর আজ আত্মীয়স্বজনের মুখে জানলাম সে আর নেই। সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ একটি গুলি এসে তার গায়ে লাগে।' শুক্রবার হরসিমরতের পরিবারের পক্ষ থেকে ভারত ও কানাডা-দু'দেশের সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তাঁর মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। হরসিমরতকে নিয়ে গত চার মাসে কানাডায় চার ভারতীয় নাগরিকের বেঘোরে প্রাণ গেল।

আপিলের অধিকার নেই কুলভূষণের

ইসলামাবাদ, ১৯ এপ্রিল : পাকিস্তানে জেলবন্দি ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন কমান্ডার কুলভূষণ যাদবের আপিলের অধিকার নেই। সম্প্রতি অন্য একটি মামলার শুনানিতে একথা জানিয়েছে পাক সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ২০১৯-এ আন্তর্জাতিক আদালতের রায় অনুসারে কুলভূষণকে শুধু ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানানোর অধিকার তাঁর নেই।

২০২৩-এ প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। এখনও জেল খাটছেন বহু কর্মী। তাঁদের মধ্যে একজনের মামলার শুনানিতে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী যুক্তি দেন, কুলভূষণ যাদবের কাছে আপিলের অধিকার ছিল। কিন্তু পাক নাগরিকদের সেই অধিকার দেওয়া হয়নি। সেই যুক্তির জবাবে সুপ্রিম কোর্ট কুলভূষণের আপিলের অধিকার নেই বলে জানিয়েছে। ৬ বছর আগে কুলভূষণ মামলায় ভারতের পক্ষে রায় দিয়েছিল আন্তর্জাতিক আদালত। পাকিস্তানকে ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড মকুব এবং মুক্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছিল আদালত।

রাশিয়াকে ক্রিমিয়া ছাড়তে রাজি ট্রাম্প!

নারাজ ইউক্রেন

ওয়াশিংটন ও কিভ, ১৯ এপ্রিল : যেনতেনপ্রকারেণ। ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। কখনও যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কিকে দায়ী করছেন, কখনও আবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে দোষ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি আলোচনার ধীর গতি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। দিনকয়েকের মধ্যে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ না হলে আমেরিকা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা থেকে সরে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি, পুতিনের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে ক্রিমিয়া অঞ্চলটি রাশিয়ার বলে স্বীকৃতি দিতেও তৈরি ট্রাম্প সরকার।

২০১৪ পর্যন্ত ক্রিমিয়া ছিল ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে। ওই বছর সেনা পাঠিয়ে ক্রিমিয়া দখল করেন পুতিন। তারপর এক বিতর্কিত গণভোটের মাধ্যমে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্গত করা হয়। যদিও ইউক্রেন সহ প্রায় কোনও দেশই এই গণভোট বা রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলকে স্বীকৃতি দেয়নি। আমেরিকা শুরু থেকে ইউক্রেনের পাশে রয়েছে। এমনকি ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও এ ব্যাপারে মার্কিন সরকারের অবস্থানে নীতিগত বদল হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর পুরোনো অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন ট্রাম্প।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি অবশ্য রাশিয়াকে জমি না ছাড়ার সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি জানিয়েছেন, ক্রিমিয়া সহ কোনও ভূখণ্ডে রাশিয়ার জবরদখলে মেনে নেবে না ইউক্রেন। বৃহস্পতিবার কিভে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফের বিরুদ্ধে রুশপন্থী অবস্থান গ্রহণের অভিযোগ করেন জেলেনস্কি। তাঁর কথায়, 'আমরা কখনোই ইউক্রেনের ভূমিকে রাশিয়ার বলে গণ্য করব না। যুদ্ধবিরতির আগে আমাদের ভূখণ্ড নিয়ে কোনও আলোচনা হতে পারে না।'

সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক শান্তি আলোচনার পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে গোপনে দরকষাকষি করছে ট্রাম্প সরকার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাশিয়ার মধ্যেও মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে তারা। ইউরোপের দেশগুলিকে আমেরিকা প্রস্তাব দিয়েছে, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে রাশিয়ার ওপর জারি নিষেধাজ্ঞা ধাপে ধাপে তুলে নেওয়া হবে। ইউক্রেনকে ন্যাটোয় শামিল করার প্রস্তাবটিও আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ করে দেওয়ার পক্ষে আমেরিকা।

ট্রাম্প সরকারের অবস্থানে উদ্বেগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। কিছুদিন আগে প্যারিসে ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন ও ইউক্রেনের শীর্ষনেতাদের একটি বৈঠক হয়েছিল। কূটনৈতিক সূত্রে খবর, সেখানে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এবং আমেরিকার অবস্থান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যদিও বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কোনও দেশই এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়নি।

বছর শেষে ভারতে আসছেন মাস্ক

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল : চলতি বছরের শেষে তাঁর ভারতে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। শনিবার একথা জানিয়েছেন টেসলা, স্পেসএক্স-কর্তা এলন মাস্ক। শুক্রবার মাস্কের সঙ্গে ফোনে আলোচনার কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মাস্ক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলতে পারা সম্মানের ব্যাপার। আমি এই বছরের শেষদিকে ভারত সফরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

ভারতে টেসলার বৈদ্যুতিন গাড়ি বিক্রি করতে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় মাস্ক। পাশাপাশি মাস্কের অপর সংস্থা স্টারলিংক-ও এদেশে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে আগ্রহী।

সূত্রের খবর, গতমাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মাস্কের বৈঠকের পর ভারতে টেসলা ও স্টারলিংকের ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে মাস্কের ভারত সফরের আগাম ঘোষণার বাড়তি তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

শুক্রবার মাস্কের সঙ্গে ফোনালাপের পর এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছিলেন, 'এলন মাস্কের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই বছরের শুরুতে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমরা বৈঠক করেছিলাম। সেখানে আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়েও মতবিনিময় করেছি। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারত এই ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে অংশীদারিকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

মধ্যপ্রদেশে নাবালিকা ধর্ষণ

ভোপাল, ১৯ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশে আবারও নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ! বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভিন্দ জেলায় ৮ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে ফাঁকাবাড়িতে প্রতিবেশী এক কিশোর ধর্ষণের চেষ্টা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত দশম শ্রেণিতে পড়ে।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে কিশোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের করে ওই কিশোরকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক মুকেশ কুমার শাক্য জানিয়েছেন, নির্যাতিতা বর্তমানে সুস্থ, এবং পরিবারের সঙ্গেই রয়েছে। অভিযুক্ত যৌন হেনস্থার চেষ্টা করলে নাবালিকা চিৎকার করে। চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে হাতেনাতে ধরেন অভিযুক্তকে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

গ্রেপ্তার জঙ্গি

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯ এপ্রিল : পঞ্জাবে প্রায় ১৪টি জঙ্গি হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত পলাতক গ্যাংস্টার হরপ্রীত সিং ওরফে হ্যাপি পাসিয়া শুক্রবার গ্রেপ্তার হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকার 'ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন' (এফবিআই) এবং 'এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রিমুভাল অপারেশনস' (ইআরও) গত শুক্রবার ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টোতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাক-বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারসাম্যের চেষ্টা

ইউনূসের বিদেশনীতি নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ

ঢাকা, ১৯ এপ্রিল : মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের হাত ধরে বাংলাদেশে প্রভাব বাড়াতে মরিয়া পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার ঢাকায় পাক বিদেশসচিব আমনা বালুচের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বাংলাদেশের বিদেশসচিব জসিমউদ্দিন। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গেও সৌজন্য-সাক্ষাৎ করেছেন বালুচ। সেখানে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

ইউনূস ক্ষমতায় আসার পরেই বাংলাদেশে পাকিস্তান থেকে সরাসরি পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে। ঢাকা-ইসলামাবাদ যাত্রীবিমান চলাচলের প্রস্তুতিও শেষ পর্যায়ে। তবে '৭১-এর গণহত্যার জন্য দায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে ইউনূস সরকারের অতিঘনিষ্ঠতা নিয়ে বাংলাদেশের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেটিজেনদের বড় অংশ। পাক ঘনিষ্ঠতার কড়া বিরোধিতা করেছে আওয়ামি লিগ। এদিকে এই ইস্যুতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব বিএনপি। যদিও জামাত-ই-ইসলামি, এনসিপির মতো দল পাক ঘনিষ্ঠতার পক্ষে। ইউনূস শিবিরের পাক নীতির দিকে নজর রাখছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ইস্যুতে আপাতভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে অন্তর্বর্তী সরকার।

বাংলাদেশের বিদেশসচিব জসিমউদ্দিন জানিয়েছেন, স্বাধীনতাপূর্ব ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাকিস্তানের কাছে ৪৩২ কোটি ডলার চেয়েছে বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর গণহত্যার জন্য পাক সরকারকে ক্ষমা চাওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে ঢাকার তরফে। এছাড়া বাংলাদেশে পাকিস্তানের যেসব নাগরিক ৫ দশক ধরে আটকে রয়েছেন, তাঁদের ফেরত পাঠানো নিয়েও দু'পক্ষের কথা হয়েছে। জসিমউদ্দিনের কথায়, 'আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন, অবিভক্ত সম্পদের সুষম বণ্টন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আসা আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল হস্তান্তর এবং ১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের অপশন দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বাংলাদেশে থেকে যেতে চান, আবার অনেকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে চেয়েছেন। আটকে পড়া পাকিস্তানির সংখ্যা তিন লাখ ২৪ হাজার ৪৪৭ জন।'

ওয়াকফ আইনে স্বস্তি তামিল ব্রাহ্মণপল্লিতে

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় বাংলা সহ দেশের নানা জায়গায় হইচই, বিক্ষোভ চলছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভের কারণ, নতুন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডের একচ্ছত্র অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ কি না, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলা শাসক বা সমপদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের হাতে।

ওয়াকফ নিয়ে একদিকে যখন বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তখন অন্যদিকে তামিলনাড়ুর প্রত্যন্ত গ্রামে খুশির আমেজ। নতুন ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন থিরুচেন্দুরাই গ্রামের বাসিন্দারা।

গ্রামের অগ্রহারম (ব্রাহ্মণপল্লি)-এ নিজের বাড়ির উঠোনে (থিন্নাই) বসে ৮৪ বছর বয়সি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক টিকে বালসুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন চন্দ্রশেখর স্বামী মন্দিরের উৎসবটা এবার আগের চেয়ে অনেক জমজমাটভাবে হয়েছে। কারণ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, এখন আর গ্রামের মন্দিরগুলিকে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি হিসেবে দাবি করা হবে না। তাঁর কথায়, 'আমরা চাইছিলাম ওয়াকফ আইনটা হোক। সেটা হয়েছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন গ্রামবাসীরা। নতুন ওয়াকফ আইন এলাকায় প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে।'

৯০০ একরের বেশি জায়গা জুড়ে থাকা থিরুচেন্দুরাই গ্রামটি গত বছর অগাস্টে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। সেই সময় কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু সংসদে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই গ্রামের কথা বলেন। থিরুচেন্দুরাই গ্রামটিকে 'কেস স্টাডি' বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, কেন ওয়াকফ আইন জরুরি, তা গ্রামে গেলে বোঝা যাবে। মন্ত্রী দাবি করেন, 'গোটা গ্রাম তো বটেই, এমনকি গ্রামের মন্দিরগুলিকেও ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে দাবি করা হচ্ছিল।'

এই বিতর্কের মধ্যেই ৪ এপ্রিল সংসদে পাশ হয় ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন এবং ৮ এপ্রিল তা কার্যকর হয়। যদিও বিরোধীরা এই আইনকে সংবিধানবিরোধী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে দাবি করেছে। কিন্তু সংশোধিত আইনের পক্ষে মুখ খুলেছেন থিরুচেন্দুরাই গ্রামের ব্রাহ্মণপল্লির বাসিন্দারা।

তবে অভিযোগ মানতে চাইছেন না রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মাথারা। তামিলনাড়ু ওয়াকফ বোর্ডের এক কর্তা বলেন, 'পুরো গ্রাম নয়, বরং আঠারো শতকে রানি মঙ্গাম্মল যে অংশটুকু মুসলমানদের দান করেছিলেন, সেটুকুই ওয়াকফ সম্পত্তি বলে বিবেচিত।' তিনি জানান, ১৯৫৪ সালের সরকারি গেজেট অনুযায়ী এটি একটি 'ইনাম গ্রামম' অর্থাৎ 'দানকৃত গ্রাম' হিসাবেই নথিভুক্ত। যদিও এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে গ্রামের বাসিন্দা কান্নন ভেঙ্কটরামন বলেন, 'আমরা বহু প্রজন্ম ধরে এই অগ্রহারমে বসবাস করছি। কখনও এই জমিকে ইনাম গ্রাম বলতে কাউকে শুনিনি।'

২০২২ সালে থিরুচেন্দুরাই গ্রামের জমি বিতর্ক সামনে আসে। ওবিসি সম্প্রদায়ের রাজগোপাল নামে এক কৃষক তাঁর ১.২ একর জমি বিক্রি করতে চাইলে রাজস্ব দপ্তরের কর্তারা তাঁকে জানান, জমি বিক্রির আগে ওয়াকফ বোর্ডের 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) লাগবে। এরপরই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরে তামিলনাড়ু সরকার জানায়, জমি বিক্রির ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের কোনও ছাড়পত্র লাগবে না। রাজগোপাল সেই জমি বিক্রি করেন এবং কন্যার বিয়ে দেন। এখন অবশ্য রাজগোপাল জীবিত নেই।

গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের এ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ মীরন বলেন, 'আমাদের জমি আমাদেরই। ওয়াকফ বোর্ড এটা দাবি করতে পারে না। তবে ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের রাখা হলে আমি তার বিরুদ্ধে।'

অভয়া কাণ্ডের পর প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল রাজ্যে। গর্জে উঠেছিলেন তামাম দেশবাসী। এরই মধ্যে আবার ভক্তিনগর ও খড়িবাড়ি থানা এলাকায় দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। কোথাও অভিযুক্ত আত্মীয়, কোথাও আবার সৎবাবা। আর কবে বদলাবে এই ছবি, আর কবে?

ছি... একরাশ লজ্জা!

ফাঁকা বাড়িতে যৌন নির্যাতন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : ঘোরাতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ফাঁকা বাড়িতে ঢুকিয়ে চোদ্দ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভক্তিনগর থানা এলাকায়। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার বাড়ি অসমের ডিফু থানা এলাকায়। চলতি সপ্তাহে সে তার মায়ের সঙ্গে ভক্তিনগর থানা এলাকায় ওই আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসেছিল। শুক্রবার ওই আত্মীয় নাবালিকাকে ঘুরতে নিয়ে যায়। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, 'মন্দিরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলায় আমি রাজি হয়ে যাই। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারিনি।'

অভিযোগ, ওই তরুণ নাবালিকাকে ইসকন রোড এলাকায় ঘুরতে নিয়ে আসার নাম করে বের হলেও তাকে দুর্গানগরে নিয়ে যায়। সেখানে একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার পর অবশ্য নির্যাতিতাকে নিয়ে ফের তার বাড়িতে যায় ওই আত্মীয়। নাবালিকার মা বলেন, 'বাড়িতে আসার পর প্রথমে আমার মেয়ে কিছু বলেনি। যদিও আজ সকালে ও কাঁদতে শুরু করে। কী হয়েছে জানতে চাইলে প্রথমে চুপ থাকে। পরে পুরো ঘটনাটা আমাকে জানায়।' বিষয়টি জানার পর হতবাক হয়ে যান ওই নাবালিকার মা। তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই ভক্তিনগর থানার পুলিশ বাড়ি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। এই ধরনের ঘটনা মাঝেমধ্যেই সংবাদ শিরোনামে আসছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, পরিচিত বা আত্মীয়ের হাতেই নির্যাতিতা হতে হচ্ছে মেয়েদের।

এবিষয়ে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্ত বলেন, 'আসলে এই ধরনের ঘটনাগুলো সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন। ব্যভিচারে ভরে যাচ্ছে সমাজটা। এই ধরনের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত প্রশাসনের।'

নাবালিকাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার সৎবাবা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৯ এপ্রিল : ফের ধর্ষণের অভিযোগ। এবার লালসার শিকার দশ বছরের স্কুল ছাত্রী। প্রায় তিন মাস ধরে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছে নাবালিকাকে। প্রাণের ভয়ে এতদিন মুখ খোলেনি সে। অবশেষে সাহস জুগিয়ে মাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে। এরপর এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ব্যক্তি। শনিবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়েছে। শুরু হয়েছে নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়া। এরপর তাকে কাউন্সেলিংয়ের জন্য হোমে পাঠানো হবে, জানিয়েছেন খড়িবাড়ি থানার ওসি। খড়িবাড়ির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগটি দায়ের করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কোঅর্ডিনেটর নীলিমা মোদক। তার ভিত্তিতে পুলিশ শনিবার অভিযুক্ত সৎবাবাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

নীলিমার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নির্যাতিতার মা বছরখানেক আগে স্বামীকে ছেড়ে অভিযুক্তের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। স্বামী পেশায় ভ্যানচালক। নিয়মিত মদ্যপান করতেন। অশান্তি ছিল সংসারে। তারপর সেই সংসার ত্যাগ করে মহিলা দুই সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন অভিযুক্তের বাড়ি। ধৃত ব্যক্তি পেশায় দিনমজুর। মহিলা ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুরে একটি জুট মিলে কাজ করেন। রোজ সকালে কাজে বেরিয়ে যান, ফেরেন সন্ধ্যায়। দুই সন্তানের মধ্যে একজন এই নাবালিকা, অপরজন ছেলে।

অভিযোগ, মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সৎবাবা তিন মাস ধরে নির্যাতন চালিয়েছে। সেই কথা যেন কাউকে না জানানো হয়, সেজন্য নাবালিকাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেয় সে। দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর মেয়েটি গোটা ঘটনা খুলে বলে মায়ের কাছে।

এরপর প্রতিবেশীদের জানান তিনি। প্রতিবেশীরা খবর দেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। সংস্থার প্রতিনিধি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত।

ধৃতের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন প্রতিবেশীরা। খড়িবাড়ির ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানালেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পকসো আইনে মামলা হয়েছে।

লালসার শিকার

- স্বামীকে ছেড়ে অভিযুক্তের সঙ্গে ঘর বাঁধেন মহিলা
- তিনি জুটমিলে কাজ করতে রোজ বেরিয়ে যান সকালে
- সেই সুযোগে তিন মাস ধরে একাধিকবার ধর্ষণ
- মাকে জানানোর পর তিনি জানান প্রতিবেশীদের
- পকসো আইনে মামলায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত, জেল হেপাজত

গরম থেকে রেহাই পেতে মহানন্দায় স্বস্তির ঝাঁপ। শিলিগুড়িতে শনিবার। ছবি : সূত্রধর

বিয়ের পরদিন ছিনতাই কিশোরের

সংসার চালাতে অপরাধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : কথায় আছে, পিরিতি কাঁঠালের আঠা। সেই পিরিতির পাল্লায় পড়ে এক কিশোরীকে পালিয়ে বিয়ে করেছিল বছর ১৬-র কিশোর। কিন্তু বিয়ে তো হল। সংসার চলবে কীভাবে? শেষপর্যন্ত সংসার চালাতে ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল ওই কিশোরের বিরুদ্ধে। তাও আবার বিয়ের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। পালাতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে যায় সে। শনিবার দুপুরে বাবুপাড়ার শ্রীমা সরণিতে ঘটনাটি ঘটেছে। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের বাড়ি শান্তিনগর বৌবাজার এলাকায়। এদিকে, নাবালকদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে শ্রীমা সরণি দিয়ে হেঁটে কাজে যাচ্ছিলেন মনীষা কল্যাণী নামে স্থানীয় এক মহিলা। কাঁধে তাঁর ব্যাগ ছিল। সেই সময় পেছন থেকে মুখে কালো মাস্ক পরা দুজন বাইকে চেপে এসে তাঁর ব্যাগ ছিনতাই করে জ্যোৎস্নাময়ী হাইস্কুল সংলগ্ন এএম বসু সরণি দিয়ে পালাতে থাকে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে এক তরুণ তাঁর বাইক নিয়ে ছিনতাইকারীদের পিছু ধাওয়া করেন। পালানোর সময় মহিলার ব্যাগের ফিতে ছিনতাইকারীদের বাইকের পেছনের চাকায় পেঁচিয়ে যেতেই গতি কমে যায়।

এরপর পিছু ধাওয়া করা তরুণ তাঁর বাইক নিয়ে ছিনতাইকারীদের বাইকে ধাক্কা দেন। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই অভিযুক্ত পড়ে যায়। ওই তরুণ এক কিশোরকে ধরে ফেললেও অন্যজন পালিয়ে যায়। কিশোর দাবি করে, সে বর্ধমান রোডের একটি বাইকের শোরুমে কাজ করে। তার কথায়, 'শুক্রবার বিয়ে করেছি। স্ত্রীর বয়স ১৬। তাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে এসেছি। টাকা দরকার ছিল। তাই পাড়ার এক বন্ধুর কাছে টাকা ধার চেয়েছিলাম। সে আমাকে টাকার ব্যবস্থা করে দেবে বলে জানায়। আমাকে বাইকে বসিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে ব্যাগ ছিনতাই করবে ভাবতে পারিনি।' ধৃতের কথায়, 'আমি ছিনতাই করতে চাইনি। তাই বাইক থামাতে বলেছিলাম। কিন্তু ওই বন্ধু আমাকে ফেলে পালিয়েছে।' একথা শুনে হতবাক অনেকেই।

বাবুপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ দাসের কথায়, 'বিয়ে করে সংসার চালাতে যে কেউ ছিনতাই করবে তা কল্পনা করা যায় না। ব্যাগের ফিতে চাকায় না প্যাঁচালে দুজন পালিয়ে যেত। কমবয়সিদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। নেশার টাকা জোগাড়ে অনেকে ছিনতাই করছে।'

একই কথা বললেন লক্ষ্মণ সরকারও। যে বাইকে চেপে ছিনতাই করা হয়েছিল, সেটা স্থানীয়রা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। অপর অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

মনীষার কথায়, 'এভাবে দিনদুপুরে কেউ ব্যাগ ছিনতাই করে পালাবে তা কল্পনা করতে পারিনি। যাকে ধরা হয়েছে সে নাবালক। বিয়ে করে সংসার চালানোর জন্য ছিনতাই করতে নেমেছে বলে জানিয়েছে। তবে ব্যাগে টাকা, মোবাইল অক্ষত রয়েছে।'

ব্যাগ ছিনতাইয়ের অভিযোগ ঘিরে শোরগোল শ্রীমা সরণিতে।

> বিয়ে করে সংসার চালাতে যে কেউ ছিনতাই করবে তা কল্পনা করা যায় না। ব্যাগের ফিতে চাকায় না প্যাঁচালে দুজন পালিয়ে যেত। কমবয়সিদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। নেশার টাকা জোগাড়ে অনেকে ছিনতাই করছে।
>
> **সৌরভ দাস**
> বাসিন্দা, বাবুপাড়া

তালা খুলল সমবায়ে

চোপড়া, ১৯ এপ্রিল : ঘিরনিগাঁওয়ের মালগছ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোট ঘিরে মনোনয়নপত্র তুলতে না পারার অভিযোগে সমবায় অফিসে বৃহস্পতিবার তালা লাগিয়েছিল কংগ্রেস। শনিবার পুলিশের হস্তক্ষেপে তালা খুলে দেওয়া হয়। চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরুদ্দিন বলেন, 'বিজ্ঞপ্তি অনুসারে মনোনয়নপত্র তোলার জন্য দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে পরপর দু'দিন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গেলে কর্মীদের দেখা পাওয়া যায়নি। ফলে সমবায় অফিসে কর্মীরা তালা ঝুলিয়ে দেন। এদিন পুলিশের হাতে চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে।'

ট্যাব কাণ্ডে ফের গ্রেপ্তার

চোপড়া, ১৯ এপ্রিল : ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ট্যাব কাণ্ডে শনিবার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। চোপড়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে সিআইডি টিম এলাকায় এসে এদিন ঘিরনিগাঁও এলাকা থেকে মকসুদ আলম নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ট্যাব কাণ্ডে ইতিমধ্যে ওই এলাকা থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন ফের একজনের গ্রেপ্তারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

কঠিন ব্যামো স্ত্রীর, খুনের চেষ্টায় ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসাস (এসইএল) রোগে আক্রান্ত তরুণীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওই তরুণীর ওপর অত্যাচার শুরু করে। ওই তরুণীর অভিযোগ, 'আমি অসুস্থ থাকার কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে পছন্দ করত না।' এমনকি ওষুধের খরচ পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করায় কোনওভাবে বাপের বাড়ি থেকে টাকা জোগাড় করে নিজের অসুস্থতার চিকিৎসা করছিলেন ওই তরুণী। যদিও অত্যাচার বাড়তে থাকায় কিছুদিন বাপের বাড়িতেও আশ্রয় নেন ওই তরুণী। ওই তরুণীর অভিযোগ, এরপর বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বামী শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যায়। এরপর স্বামী তাঁকে খুনের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ ওই তরুণীর।

তরুণী জানিয়েছেন, প্রাণ বাঁচাতে কোনওভাবে ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যেই ওই তরুণীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত স্বামীর নাম অভিনন্দন গুপ্ত। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওই তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে শ্বশুর-শাশুড়ির খোঁজ করেছে পুলিশ।

ওই তরুণী জানিয়েছেন, ২০১৮ সালে তাঁর সঙ্গে মাটিগাড়া থানা এলাকারই বাসিন্দা অভিনন্দনের বিয়ে হয়। ওই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন দুর্ব্যবহার শুরু করে। ওই তরুণীর অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে অস্পৃশ্যের মতো ব্যবহার করা হয়। এদিকে, চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন সরাসরি সেই অর্থ দিতে না করে দেয়। ওই তরুণী বলেন, 'ওরা আমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চিকিৎসা করতে বলত। বাবার কাছ থেকে টাকা না পেলেই স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি আমাকে মারধর করত।' এসবের মধ্যেই এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন ওই তরুণী। এদিকে চলতি বছরের শুরুর দিকে, বাপের বাড়ি থেকে চিকিৎসার টাকা নিয়ে যেতে না পারায় স্বামী তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। তরুণীর কথায়, 'এরপর থেকে আমি ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকতে শুরু করি।'

তরুণী বলেন, 'মাসখানেক আগে আমাকে স্বামী বুঝিয়ে সুঝিয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যায়। এরপর আমাকে মোমো খাওয়ার জন্য জোরজার করতে থাকে। যদিও আমি মোমো খাইনি। এরপর স্বামীর মোবাইল নিয়ে ছেলে খেলার সময় হঠাৎই হোয়াটসঅ্যাপে শাশুড়ির একটি ভয়েস মেসেজ চলতে শুরু করে। সেখানে শুনতে পাই শাশুড়ি বলছে, মোমোয় বিষ ভালো করে মিশিয়ে দিতে। এরপর সেই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, স্বামী আমার পা ধরে ক্ষমা চায়। রাতে সে বালিশ চাপা দিয়ে আমাকে মারার চেষ্টা করে। কোনওভাবে আমি বাড়ি থেকে ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যাই।'

অত্যাচার

- বিয়ের পর থেকেই স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন ওই তরুণীর ওপর অত্যাচার শুরু করে
- অসুস্থ থাকার কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তরুণীকে পছন্দ করত না
- চিকিৎসার টাকা নিয়ে যেতে না পারায় স্বামী তরুণীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ
- বালিশ চাপা দিয়ে তরুণীকে খুনের চেষ্টা হয়

চিকিৎসা চলছে সেই শিশুর

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : ভবঘুরের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটি এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা তার শারীরিক অবস্থার ওপর নজর রাখছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর শনিবার বলেন, 'গোটা বিষয়টি আমরা শিশু সুরক্ষা কমিশনে জানিয়েছি। ওই শিশুর চিকিৎসা চলছে।'

শুক্রবার মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির বস্তা থেকে এক শিশুকন্যা উদ্ধার হয়। মাত্র একদিন বয়সি ওই শিশুকে সে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিল বলে জানায়। চিকিৎসকদের বক্তব্য, শিশুটির মাথায় জল জমে রয়েছে। শিশুটির পরিবারের খোঁজ মেলেনি।

খাদে গাড়ি

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : সান্দাকফু থেকে মানেভঞ্জন নামার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি ছোট গাড়ি। শনিবার দুপুরে টুমলিং ফাটকের কাছে গৈরিবাসে গাড়িটি পাহাড় থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়। চালক সহ দুজন ছিলেন। তাঁরা মানেভঞ্জনের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দুই ব্যক্তি সামান্য জখম হন। এসএসবি ও স্থানীয় ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় গাড়িটিকে খাদ থেকে তোলা হয়।

ভবনের উদ্বোধন

চোপড়া, ১৯ এপ্রিল : দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শনিবার সমষ্টি জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবনের উদ্বোধন করলেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান। সঙ্গে ছিলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল, প্রধান জিয়ারুল রহমান প্রমুখ। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির তহবিল থেকে ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। বিএমওএইচ ডাঃ রঞ্জিত সাহা বলেন, 'সমষ্টি জনস্বাস্থ্যকেন্দ্র হল একটি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার। এখান থেকে মূলত রোগ নির্ণয় ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যাবে।'

পদক্ষেপ হয়নি, ক্ষুব্ধ কাউন্সিলার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারিতে ফের নদীকে ঘিরে অবৈধ কারবার। সেখানকার মহিষমারি নদীর ওপরে কংক্রিটের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা জায়গায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। যা নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠছে। খোদ ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন ওই ঘটনায় নিজেদের বোর্ডের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আর কী বলব? কেউ কথা শুনছে না। ওয়ার্ডের প্রচুর অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুরনিগমে জানিয়ে রেখেছি। কোনও পদক্ষেপ করছে না। যার যা ইচ্ছা করছে, করুক।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'কোনও অবৈধ নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। আমি মেয়রের সঙ্গে কথা বলে এলাকায় লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। অবৈধ নির্মাণ হয়ে থাকলে পুরোটাই ভেঙে দেওয়া হবে।'

ওই ওয়ার্ডের মহিষমারি নদীর চর প্লটিং করে বিক্রির ঘটনা নিয়ে কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকনিকাটা এলাকায় ওই নদীর চরে প্রথমে সরকারি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দখল করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই জমি প্লটিং করে কয়েক কোটি টাকায় বিক্রির ছক কষা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর হতেই মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই জমিটি সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষার রিপোর্টে জমিটিকে সরকারি বলেই লেখা হয়েছে। তার পরেই মেয়রের নির্দেশে ওই জমিটি সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে প্রশাসন।

ফের মহিষমারির চরে অবৈধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। চম্পাসারি মোড় থেকে মিলন মোড় যাওয়ার রাস্তায় মহিষমারি সেতুর বাঁদিকে নদীর মাঝখান দিয়ে বিশাল উঁচু পাঁচিল তুলে আগেই সেখানে মাটি ভরাট করে দখল নেওয়া হয়েছিল। এবার সেখানে নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এখানে পিছনে কিছুটা ব্যক্তিগত জমি থাকলেও সামনের পুরোটাই নদীর চর। সেখানে একজন চর্মকার দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপল টাঙিয়ে ব্যবসা করছেন। তাঁকেও সেখান থেকে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ভিতরে নির্মাণকাজ চলছে। সেখানে থাকা পূর্ত দপ্তরের একটি সাইনবোর্ড খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে কর্মরত কেউই কথা বলতে রাজি হননি। স্থানীয়দের অভিযোগ, এভাবে নদী দখল করে বেআইনি নির্মাণের বিষয়ে কাউন্সিলার পুরোটাই জানেন, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কাউন্সিলারও ওয়ার্ডের এই সমস্ত ঘটনায় যথেষ্টই ক্ষুব্ধ। তিনি বলেন, 'কোথাও সরকারি জমি দখল হচ্ছে, কোথাও বিদ্যুতের খুঁটি ঘিরে বাড়িঘর তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমার পুরনিগমে অভিযোগ জানানোর কথা, আমি অভিযোগ জানিয়েছি। ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার তো আমার হাতে নেই। যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা ব্যবস্থা না নিলে আমি কী করতে পারি?'

ফের মহিষমারির চরে অবৈধ নির্মাণ

জীবন দেয়, ছিনিয়েও নেয়... বিধ্বস্ত অনামিকা

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৯ এপ্রিল : দেড় বছর শিক্ষকতার চাকরি করতে না করতেই আবার চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বহু লড়াই করে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া অনামিকা রায়কে। অনামিকার কথাতেই, তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। আবার পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষকতার চাকরি পেলে সেই চাকরিরও নিশ্চয়তা কোথায়, এমন প্রশ্নও তুলছেন অনামিকা। তবে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে আবার তিনি পরীক্ষায় বসবেন, এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন অনামিকা।

আদালতে আইনি লড়াই করে শিক্ষকতার কাজে যোগদানের অধিকার পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা অনামিকা রায়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজগঞ্জের হরিহর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু হঠাৎই আবার অন্ধকারের ঘনঘটা তাঁর জীবনে। তবে, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় বের হওয়ার পর শনিবার স্কুলে এসে ক্লাস নিয়েছেন অনামিকা। হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরও করেছেন।

এসএসসি-র নিয়োগ কেলেঙ্কারি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ওঠে রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশচন্দ্র অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ ঘিরে। অনৈতিকভাবে র‍্যাংক জাম্প করে তাঁকে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তাঁর নিয়োগ নিয়ে মামলা করেন আরেক চাকরিপ্রার্থী ববিতা সরকার। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অঙ্কিতার চাকরি বাতিল করে ববিতা সরকারকে শিক্ষকতার কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরেই আসরে নামেন অনামিকা রায়। ববিতা আদালতকে ভুল তথ্য দিয়েছেন এই অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। দ্বিতীয় দফায় আইনি লড়াইয়ের পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ববিতার চাকরি বাতিল করে অনামিকা রায়কে সেই পদে নিয়োগের রায় দেন। হাইকোর্টের নির্দেশের চার মাস পরে রাজগঞ্জের হরিহর উচ্চবিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন অনামিকা।

এদিন তিনি বলেন, 'নতুন করে আবার পরীক্ষায় বসা এবং আরেকবার জন্ম নেওয়া দুটোই আমার কাছে সমান। নয় বছর আগে যে পরিস্থিতিতে পরীক্ষায় বসেছি বর্তমানে সেই পরিস্থিতি নেই। বাড়িতে ছোট বাচ্চা রয়েছে, সেইসঙ্গে স্কুলে এসে ক্লাস নিতে হবে। সংসার আর স্কুল সবকিছু সামলে পড়াশোনা করে আবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এটা আমার খুব খারাপ লাগছে। কারণ একবার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই শিক্ষকতার চাকরিটা পেয়েছিলাম।' তিনি প্রশ্ন তোলেন, আবার হয়তো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করব, শিক্ষকতার কাজে যোগদান করব। কিন্তু দু'বছর পর আবার কারও পাপের জন্য যে পরীক্ষায় বসতে হবে না, এই গ্যারান্টি কোথায়? আবার পরীক্ষা দিতে হবে, আদালতের এই রায়ে আমার মতো প্রচুর শিক্ষক-শিক্ষিকা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত।'

স্কুল ছুটি হওয়ার পর হরিহর হাইস্কুল থেকে বাড়ির পথে অনামিকা।

ঠিকাদারকে ২ কোটি ক্ষতিপূরণ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : মুখ পুড়ল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের। অবৈধভাবে কাজ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা ঠিকাদার সাধনকুমার দত্ত। রেলের কাছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন তিনি। ভারতীয় রেলের আরবিট্রাল ট্রাইবিউনাল সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখার পর দুই পক্ষের সওয়াল শুনে রেলকে দোষী সাব্যস্ত করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয় ট্রাইবিউনাল। পাশাপাশি যতদিন না ওই টাকা দেওয়া হবে, ততদিন বার্ষিক ছয় শতাংশ হারে সুদ দিতে বলা হয়েছিল।

এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শিলিগুড়ি কমার্সিয়াল আদালতে যায় রেল। এবার সেখানেও মুখ পুড়েছে। গত ৯ এপ্রিল মামলার শুনানিতে বিচারক রেলের আবেদন খারিজ করে ঠিকাদারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষতিপূরণের অঙ্ক এখন ২ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আদালতে মুখ পুড়ল রেলের

বিষয়টি নিয়ে ঠিকাদারের আইনজীবী ভাস্কর রায়ের বক্তব্য, 'আমার মক্কেলের থেকে অনৈতিকভাবে কাজ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রেলের কয়েকজন আধিকারিকের গাফলতির কারণেই এমনটা ঘটে। তাই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। রায় আমাদের পক্ষে এসেছে।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'আইনি বিষয় রয়েছে। আমাকে একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।'

ঠিকাদার সাধন ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেলের একটি কাজ পান। রানিনগর থেকে শামুকতলা পর্যন্ত ৬৪.২ কিলোমিটার এলাকায় রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সাধনের অভিযোগ ছিল, রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আধিকারিকরা তাঁকে সহযোগিতা করছিলেন না। তিনি বারবার রিক্যুইজিশন দিলেও সহযোগিতা করা হচ্ছিল না। একসময় রেলমন্ত্রক ঠিকাদারের কাজ কেড়ে নেয়।

এরপর সাধন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। জেনারেল ম্যানেজার মামলাটি আরবিট্রাল ট্রাইবিউনালে পাঠিয়ে দেন। সেখানেই ২০২১ সালে ঠিকাদারের পক্ষে রায় যায়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ফের কমার্সিয়াল আদালতের দ্বারস্থ হয় রেল। সেখানেও রায় রেলের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

কাফ সিরাপ উদ্ধার, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : কাফ সিরাপ সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম মৃন্ময় রায়। সে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়াডাঙ্গার চন্দননগরের বাসিন্দা। শনিবার গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, চারচাকার গাড়িতে চেপে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল লাগোয়া ভোলানাথপাড়ায় ওই তরুণ সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এরপর ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে মৃন্ময়কে পাকড়াও করে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তরুণকে। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

দিনভর শালবনে আশ্রয়, তাড়াতে হিমসিম

দাপট দেখাল 'বাউন্ডুলে' হাতি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৯ এপ্রিল : মাঝরাতে হয়তো পড়াশোনার সাধ হয়েছিল। প্রাতর্ভ্রমণের আড্ডায় সবে কথাগুলি বলেছেন নিমাই ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শুনতে হল, 'ছুটির দিনে কীসের আবার পড়াশোনা?' তাহলে কেন, প্রশ্ন করার আগেই একজন বলে উঠলেন, 'পরিকাঠামো উন্নয়ন খতিয়ে দেখতেই তার পা রাখা।' কিন্তু এই যুক্তি ধোপে টেকেনি। কেননা, প্রবেশ এবং বিচরণের ক্ষেত্রে দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়া, লোহার গেট ভেঙে দেওয়ার নজির রেখেছে সে।

দেড় দশকের ব্যবধানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতির হানাদারি নিয়ে শনিবার দিনভর এমনই চর্চা চলল উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে তো বটেই, সংলগ্ন এলাকায়। কিন্তু কেন হাতিটি হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবাধে ছুটে বেড়াল, শনি সন্ধ্যাতেও উত্তর মেলেনি। শুক্রবার মাঝরাতে জঙ্গল ছেড়ে কেন 'একলা চলতে অভ্যস্ত' গজরাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরাসরি ঢুকে পড়া, শনিবার দিনভর শালবনে আশ্রয় নেওয়া, বুঝে উঠতে পারছে না হাতি এবং বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলিও। যে কারণেই হাতির এমন হানাদারি নিয়ে দিনভর চর্চা জারি ছিল শিবমন্দির-আঠারোখাই ছাপিয়ে শহর শিলিগুড়িতেও। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতি, নেট গতিতে খবর পৌঁছে যায় দূরদূরান্তেও।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতি দেখতে ভিড় উৎসুক জনতার।

তবে হাতিটি একেবারে যে অপরিচিত তা নয়, বরং বন্যপ্রাণীপ্রেমী সংগঠনগুলি ভালো করেই চেনে ছোট্ট টুশ দাঁত থেকেও মাকনার পরিচয় পাওয়া হাতিটিকে। যে কোনও হাতির দলেই দাঁতাল এবং মাকনা মিলেমিশে থাকে। কিন্তু তার দলে বিশ্বাস নেই। তাই দলছুট হয়ে ঘুরে বেড়ায় নেপালের চারালি বনাঞ্চল থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে। প্রায় চারশো বর্গ কিলোমিটার এলাকায় তার রাজ। বেশ কয়েক বছর ধরে হাতিটির বিচরণের ওপর নজর রাখা 'ঐরাবত'-এর কোঅর্ডিনেটর অভিযান সাহা বলছিলেন, 'আন্তর্জাতিক সীমান্ত না মানা হাতিটি কখনও নেপালের চারালি বনাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে থাকে। আবার কখনও ঘুরে বেড়ায় কার্সিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের বনাঞ্চলের পাশাপাশি মহানন্দা অভয়ারণ্য ও বৈকুণ্ঠপুরের কাঠামবাড়ি বনাঞ্চলে।'

প্রবল বর্ষার সময় পাহাড়ের বনাঞ্চল ছেড়ে হাতির দল নেমে আসে সমতলের কলাবাড়ি জঙ্গলে। সেসময় কলাবাড়ি জঙ্গল ছেড়ে নতুন ঠিকানার খোঁজ করে এই হাতিটি। তার যে দলে ভিড়ে থাকা নাপসন্দ। এমনিতে শান্ত স্বভাবের হলেও বাড়িঘর ভাঙচুর করে খাবার সাবাড় করার অতীত বদনাম রয়েছে। শুক্রবার রাতেই তো ভরতবস্তির দেওয়াল ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে। লোহার গেট ভাঙা, ফাস্ট ফুডের স্টলের সমস্ত খাবার পেটে পুরে নেওয়া, কম বীরত্ব দেখায়নি। নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে বনকর্মীদের। জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহেই নেপালের চারালি থেকে কলাবাড়িতে আসে হাতিটি। এখান থেকে সরাসরি ডেস্টিনেশন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু কেন? কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'এই মাকনা নেপালেও যায়, আবার ভারতে চলে আসে। একাকী ঘুরে বেড়ায়।' অর্থাৎ, বাউন্ডুলে হাতির মতিগতি বোঝে কার সাধ্যি!

উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা।। চোপড়ার দাসপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন শিবমন্দিরের তৌসিফ আলম।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

খাসজমিতে নাসারির রাস্তা

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ এপ্রিল : ভাড়ার জমিতে এতদিন নার্সারি চলছিল। কাছেই জমি কিনে সেটির মালিক অনন্ত পাল সেখানে নার্সারিটি স্থানান্তরিত করছেন। নার্সারিতে চলাচলের জন্যে পূর্ত দপ্তরের জমির ওপর বিনা অনুমতিতে অনন্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারের রাস্তা তৈরি করছেন। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ের অভিযোগ, 'বিষয়টি সরকারি আধিকারিকদের জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' সমস্যা মেটাতে তিনি পূর্ত দপ্তরের কাছে অনুমতি চাইবেন বলে জানিয়েছেন।

তেঁতুলতলা শ্মশানঘাটের বিপরীতে পূর্ত দপ্তরের প্রায় দুই বিঘা জমি রয়েছে। ওই জমিতে মাটি ফেলে একটি হিউমপাইপ বসানো হয়। উলটোদিকে শ্মশানের সামনে যে অল্প পরিমাণ জমি রয়েছে, তা সরকারি হিসেবে চিহ্নিত করে প্রশাসন নীল রংয়ের বোর্ড লাগিয়েছে। অথচ যেখানে অনন্ত রাস্তা তৈরি করছেন, সেখানে সরকারি জমির পরিমাণ অনেক বেশি। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, যে জায়গায় রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে সেখানে বর্ষায় জল জমে। জল সরানোর জন্যে অনন্ত সেখানে হিউমপাইপ বসান। এরপরই ক্ষোভ ছড়ায়।

চন্দ্রমোহনের বক্তব্য, 'এভাবে সরকারি জমি দখল হলে সরকারি প্রকল্পের কাজে এরপর দরকারে জমি মিলবে না।' অনন্তর বক্তব্য, 'নার্সারি তৈরি করতে জমি কিনেছি। সেখানে যাতায়াতের জন্যে রাস্তা তৈরি করছি। পূর্ত দপ্তরের অনুমতি এখনও নেওয়া হয়নি। তাদের কাছে অনুমতি চাইব।'

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালের দুরবস্থা দেখলেন অরুণ ঝা।

সক্রিয় দালালচক্র

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

লোধোন গ্রামীণ হাসপাতাল

গোয়ালপোখর, ১৯ এপ্রিল : গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকের সংকট। নিয়োগ হচ্ছে না কেন? রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি এ ব্যাপারেও বিরোধীদের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছেন। অথচ চিকিৎসক নিয়োগ নিয়ে আইনি কোনও জটিলতা নেই।

প্রায় আট বছর হতে চলল লোধোন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত হয়েছে। অথচ মন্ত্রীর খাসতালুক হিসেবে পরিচিত গোয়ালপোখরের এই হাসপাতালে পরিষেবার অবস্থা শোচনীয়। ঝাঁ চকচকে গেট, সুসজ্জিত বিল্ডিং। কাগজে-কলমে উন্নতি হয়েছে হাসপাতালের। অথচ বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। মার্কশিটে 'গোল্লা' ছাড়া অন্যকিছু দেওয়া যায় না। কেন? তার অজস্র কারণ আছে বৈকি।

এখানে দালালচক্র বেশ সক্রিয়। রোগীকে অন্যত্র রেফার করে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। একজন চিকিৎসক আউটডোর এবং ইন্ডোর সামাল দেন। ওষুধ সরবরাহে সমস্যা তো রয়েইছে, পাশাপাশি রোগীর খাবারের মান নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে হাসপাতালে। রোগী, পরিজনের যন্ত্রণার ফিরিস্তি দিতে বসলে দিন কাবার হয়ে যাবে।

হাসপাতালের এক চিকিৎসককে পরিষেবার বেহাল অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি রাখঢাক না করে বলে দিলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত জোড়াতালি দিয়েই কাজ হবে। আর না হলে আমাদের কাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। বাকিটা বুঝে নিন!'

তিনি ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন, তা সহজেই অনুমেয়। পরিষেবার হাল কতটা খারাপ, তা বোঝা গেল রোলি বেগমের সঙ্গে কথা বলে। সাহাপুরের বাসিন্দা মিমতাজ প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর শাশুড়ি রোলি বললেন, 'ভোরে বৌমা পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু দুপুর গড়াতে চলল এখনও কোনও চিকিৎসক মা, বাচ্চাকে দেখতে আসেননি।'

ঠিক সেই সময় একজন চিকিৎসককে দেখা গেল একা হাতে আউটডোর সামলাতে। হাসপাতালের টিবি ইউনিট সকাল ১০টার মধ্যে খুলে যাওয়ার কথা, সেটি খুলল সাড়ে ১১টার পর। হাসপাতালের এক কর্মী বললেন, 'আপনারা খোঁজখবর নিচ্ছেন জানতে পেরেই খুলেছে দাদা। না হলে আরও দেরি করে খোলে।'

লালকুড়ির বাসিন্দা করিম টিবি আক্রান্ত। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন প্রতিবেশী মহবুল। ক্ষোভের সুরে বলেন, 'গরিবের সময়, জীবনের আদৌ মূল্য আছে? থাকলে টিবি ইউনিটে তালা ঝুলছে কেন?'

হাসপাতালের আউটডোরের প্যাসেজের শেষ প্রান্তে শৌচাগার ভাঙা। শৌচাগারের সামনে আবর্জনা। তার মধ্যেই রোগীরা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে। মহম্মদ সামসুল লাইন থেকে বলে ওঠেন, 'আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।' ইন্ডোরে খাবারের মান নিয়েও অখুশি রোগীরা।

এখানকার ইন্ডোরে মোট ৩০টি বেড রয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতাল হলেও আধুনিক পরিষেবা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব থেকেই গিয়েছে। এখানে দালালচক্র সক্রিয়। এক ব্যক্তি বলেন, 'লোধোন থেকে ২০ কিলোমিটার গেলেই কিশনগঞ্জ। ওখানকার নার্সিংহোমগুলো রোগীপ্রতি তিন-চার হাজার টাকা কমিশন দেয়। সুযোগ পেলে আমিও রোগী নিয়ে যাই। এটা অস্বীকার করব না।'

এই হাসপাতাল তো বটেই, এমনকি ব্লকের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক আবদুল বারির বক্তব্য, 'গোয়ালপোখরে ভালো আল্ট্রাসনোগ্রাফি হয় না। হাসপাতালেও সনোগ্রাফির ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি সেন্টারের সঙ্গে টাইআপ করে রোগী পরিষেবা দেব, সেটাও আমরা পারছি না।' সনোগ্রাফি করাতে যেতে হয় ৩৫ কিলোমিটার দূরে ইসলামপুরে। অথবা ২০ কিলোমিটার দূরে কিশনগঞ্জে।

আবদুল আরও বলেন, 'সংকট যে রয়েছে, তা অস্বীকার করব না। তবে এই পরিস্থিতিতেও আমরা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। চারজন চিকিৎসক নিয়ে গোটা ব্লক সামাল দিতে হচ্ছে। আমি নিজেও ডিউটি করি।' এই অবস্থার কথা মন্ত্রী রব্বানি নিজেও জানেন। তবে তাঁর বক্তব্য, 'এর জন্য দায়ী বিরোধীরা। সমস্ত চাকরির ব্যাপারে মামলা করে রেখেছে। ফলে আমরা চিকিৎসক নিয়োগ করতে পারছি না।' কিন্তু চিকিৎসক নিয়োগে আইনি জটিলতা কোথায়? এর কোনও জবাব তিনি দেননি।

যন্ত্রণার ফিরিস্তি

- লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীকে অন্যত্র রেফার করে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে
- একজন চিকিৎসক আউটডোর এবং ইন্ডোর সামাল দেন
- ওষুধ সরবরাহে সমস্যা
- রোগীর খাবারের মান নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে
- কাগজে-কলমে উন্নতি হয়েছে হাসপাতালের, অথচ বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

বর্ধমান রোডে অর্ধসমাপ্ত ফ্লাইওভার এখন ঘুঁটে শুকোতে দেওয়ার জায়গা। শনিবার শমিদীপ দত্তের তোলা ছবি।

সোমবার চালু হবে ইউরোলজির অন্তর্বিভাগ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : দীর্ঘ টালবাহানার পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইউরোলজি অন্তর্বিভাগ পুরোনো ভবন থেকে সুপারস্পেশালিটি ভবনে স্থানান্তরিত হচ্ছে। আগামী সোমবার ওখানেই অন্তর্বিভাগ চালু হয়ে যাবে। অথচ বিভাগীয় প্রধান নাকি সেই খবর জানেনই না। ফলে এ ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'কোথাও একটা যোগাযোগের ফাঁক থেকে গিয়েছে হয়তো। সেইজন্য এমনটা ঘটেছে। আমার সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের কথা হয়েছে।' ইউরোলজির বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তের বক্তব্য, 'অন্যের মুখে শুনেছি যে ইউরোলজি বিভাগ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু সরকারিভাবে আমার কাছে কোনও চিঠি আসেনি।' সূত্রের খবর, এদিন বিশ্বজিৎ অধ্যক্ষ এবং সুপারের কাছে এ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন।

দীর্ঘদিন আগে হস্তান্তর হলেও এখনও পর্যন্ত সুপারস্পেশালিটি

জানতেন না বিভাগীয় প্রধান

ব্লকে সমস্ত অন্তর্বিভাগে রোগী পরিষেবা চালু হয়নি। তবে দু'বছর আগে এখানে কয়েকটি বহির্বিভাগ চালু হয়। কার্ডিওলজির অধীনে এখানে ২০ শয্যার একটি করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) চলছে। সোমবার ইউরোলজি বিভাগের ৩০ শয্যার অন্তর্বিভাগ এখানে চালু হবে বলে হাসপাতাল সুপার গত বুধবার একটি নির্দেশিকা দিয়েছেন। সেই নির্দেশিকার কপি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগে দেওয়া হয়েছে বলে সেখানে লেখা রয়েছে। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত ইউরোলজি বিভাগের প্রধান এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না।

এদিকে হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে আপাতত ২০টি পুরুষ এবং ১০টি মহিলা শয্যা নিয়ে ইউরোলজি অন্তর্বিভাগ চালু হচ্ছে। তবে অপারেশন হবে পুরোনো জায়গাতেই। অপারেশনের পর ফের রোগীদের অন্তর্বিভাগে রাখা হবে। নতুন ব্লকে অপারেশন থিয়েটারে কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেই কাজ হয়ে গেলে সেখানেই অপারেশন করা যাবে।

ডিম খুঁজে পুরস্কার

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : ইস্টার উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে কালিম্পংয়ের ডঃ গ্রাহামস হোমস স্কুল। পড়ুয়াদের আনন্দ দিতে শনিবার বিভিন্নরকমের মজার খেলার আয়োজন করা হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে লুকিয়ে রাখা ডিম খুঁজে বের করে পড়ুয়ারা। যে সবচেয়ে বেশি ডিম খুঁজে বের করতে পেরেছে, তাকে স্কুলের তরফে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

স্কুলের অধ্যক্ষ নেল মন্টেরিও জানান, পড়ুয়ারা এদিন খুব আনন্দ করেছে। স্কুলের শিক্ষিকা বন্দনা প্রধান জানিয়েছেন, একাদশ এবং দ্বাদশের শ্রেণির পড়ুয়ারা ডিমের খোসায় ছবি এঁকে স্কুলের বাগানে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। পরে প্রাথমিকের পড়ুয়ারা ডিম খুঁজে বের করে।

এবার ইস্টার উপলক্ষ্যে শহরের রেস্তোরাঁগুলিতে সেলিব্রেশন হবে। কচিকাঁচাদের জন্য থাকছে বিভিন্নরকমের খেলাধুলোর ব্যবস্থা। সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁয় রবিবার ইস্টার সেলিব্রেশন হবে। যেখানে 'এগ হান্ট', ছবি আঁকা সহ নানা খেলায় অংশ নেবে খুদেরা।

গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রঞ্জিত ওরাওঁ, তাপস রায় এবং মানিক রায়। ধৃতরা প্রত্যেকে শিবনগর মনসা মন্দির এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, ফৌজি মাঠ এলাকায় ওই তিনজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়। তারপরেই অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পাটের দড়ি তৈরিতে কমবে ঝক্কি

খড়িবাড়ি, ১৯ এপ্রিল : পাটের দড়ি তৈরি করেন যাঁরা, তাঁদের এক ছাতার তলায় আনার পরিকল্পনা করা হল। শনিবার নর্থ বেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে অধিকারীতে কেশরডোবা প্রাইমারি স্কুলের মাঠে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

খড়িবাড়ি ব্লকে প্রায় ১৫০০ মানুষ পাটের দড়ি তৈরি করেন। তাঁরা মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেদের বাড়িতে দড়ি তৈরি করে আসছেন। উৎপাদিত দড়ি স্থানীয় বাজার তো বটেই, শিলিগুড়ি এমনকি নেপালের বাজারেও বিক্রি হয়। ফড়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দড়ি কিনে নিয়ে যান। তারপর সেগুলো বাজারে বিক্রি করে দেন।

আর্ট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর সোমেশ ঘোষ বলেন, 'পাটের দড়ি তৈরির শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের এক ছাতার তলায় এনে কমন ফেসিলিটি সেন্টার প্রোজেক্টের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বানানো হবে ফ্যাক্টরি। আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে দড়ি সহ পাটের বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

সোমেশ জানিয়েছেন, আর্ট অ্যাকাডেমির তরফে ফ্যাক্টরি বানানোর পাশাপাশি শিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রী সঠিক মূল্যে বাজারজাত করতে সহযোগিতা করা হবে। অ্যাকাডেমি ব্যাংক থেকে ঋণ পাইয়ে দিতেও সাহায্য করবে বলে জানান ডিরেক্টর।

এদিন শতাধিক দড়িশিল্পী আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেশরডোবার শুক্লা দাস বলেন, 'পাট কিনে এনে বাড়িতেই দড়ি তৈরি করি। বিক্রির সময় সঠিক দাম পাই না।' আরেক শিল্পী মিনা সিংহের বক্তব্য, 'ফড়েরা বাড়িতে এসে কম দামে মাল কিনে নিয়ে যান। এতে সামান্য লাভ হয়।'

আর্ট অ্যাকাডেমির এই উদ্যোগ সফল হলে শিল্পীদের অনেক সময় বাঁচবে বলে মনে করছেন সুশিলা সিংহ। তাঁর

কেশরডোবায় দড়িশিল্পীদের নিয়ে সভা। শনিবার।

কথা, 'এক ছাতার তলায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ফ্যাক্টরিতে পাটের দড়ি, অন্য সামগ্রী তৈরির ব্যবস্থা করা হলে আমাদের সময় বাঁচবে। আমরা আর্থিকভাবেও লাভবান হব।' এদিন আলোচনা সভায় ওয়েস্ট বেঙ্গল খাদি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ডের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

গলায় কামড়, পালটা ঘুসি চিতাবাঘকে

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৯ এপ্রিল : চা গাছে স্প্রে করতে ব্যস্ত তখন করলা শ্রমিক লাইনের বাসিন্দা ঝুটুং ওরাওঁ। তিনি কিছুটা এগিয়ে। বাকিরা তাঁর পেছনে। হঠাৎ বারোপাটিয়া অঞ্চলের ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের ৬০ নম্বর সেকশন থেকে একটি চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে ঝুটুংকে আক্রমণ করে। একেবারে তাঁর গলায় কামড় বসায়। নিজেকে বাঁচাতে চিতাবাঘকে এক ঘুসি বসিয়ে দেন তিনি। এরপর সহকর্মী সুরজ লোহার, সনম মুন্ডারা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হন চা বাগানের ম্যানেজার এসএস ফ্লোরা। স্প্রের কাজ বন্ধ করিয়ে তিনি আহত শ্রমিককে বাগানের অ্যাম্বুল্যান্সে করে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। বাগান কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেখানে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে ভর্তি করিয়েছে। ম্যানেজার বলেন, 'সকাল সাড়ে আটটায় ৬০ নম্বর সেকশনে স্প্রের কাজের সময় ওই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার বাগানে উপস্থিত হন। বনকর্মীরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন।'

যদিও বাগানে চিতাবাঘের হানার ঘটনা নতুন নয়। আট বছর আগে বাগানের অন্য এক সেকশনে মহিলা শ্রমিকের ওপর হামলা চালিয়েছিল চিতাবাঘ। এরপর খাঁচা পাতা হলেও চিতাবাঘ ধরা পড়ছিল না। রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাতে হত বাসিন্দাদের। ওই ঘটনার কয়েক বছর পর চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হলে সকলে স্বস্তি পায়।

এদিনের ঘটনার পর খাঁচা পাতার পাশপাশি এলাকায় বন দপ্তরের টহলদারির দাবি জানান বাগানের তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সংগঠক ঝন্টু শা।

এদিন চিতাবাঘ ধরতে বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চিরঞ্জিত পাল বনকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। বাগানে ঢুকে বাজি-পটকা ফাটাতে শুরু করেন। তবে তার খোঁজ মেলেনি। তাই বন দপ্তরের তরফে বাগানের ৬০ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতা হয়। চিরঞ্জিতের কথায়, 'বাগানে আগাম চিতাবাঘের উৎপাতের কোনও খবর ছিল। এদিন খাঁচা পাতা হয়েছে। সেইসঙ্গে সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে। বন্যপ্রাণী বের হলে আগে বন দপ্তরকে খবর দিতে হবে। ছোটরা যাতে একা বাগানের ভিতরে না ঢোকে সেদিকে নজর দিতে হবে। সন্ধ্যার সময় বাগানের ভিতর চলাফেরা না করা, বাগানে কাজের শুরুতেই টিন পিটিয়ে শব্দ করতে হবে যাতে চিতাবাঘ থাকলে সেই শব্দে পালিয়ে যায়।'

চিতাবাঘের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। ভান্ডিগুড়ি চা বাগানে। শনিবার।

সাহসী ঝুটুং

- চা গাছে স্প্রে করার সময় আচমকা চিতাবাঘের হানা
- গলায় কামড় বসালেও ভয় পাননি ভান্ডিগুড়ি চা বাগানের ওই চা শ্রমিক
- চিতাবাঘকে পালটা ঘুঁসি
- চিতাবাঘ ধরতে বাগানের ৬০ নম্বর সেকশনে পাতা হয়েছে খাঁচা

স্বস্তি-অস্বস্তির ঠান্ডা পানীয়

গরমে কী চাই, আখের রস, লস্যি, শেকস, ঘোল, ডাবের জল নাকি মাঠা? কোনটির কী গুণ, কোনটি শরীরের পক্ষে ভালো, কোনটি ভালো নয়, সব কিছুর খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**।

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : মাথার ওপর জ্বলছেন রবি। তার মধ্যেই ছুটতে হচ্ছে এদিক-ওদিক। চোখে রোদচশমা। 'ট্যান' পরা এড়াতে পরনে ফুলহাতা জামা। স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা মাথা-মুখ। হাঁটতে বা গাড়ি চালাতে গিয়ে বারবার শুকিয়ে আসছে গলা।

গরমকালে দিনেরবেলার ছবিটা মোটামুটি এই। ক্লান্তি কাটাতে স্বস্তি পেতে ঠান্ডা পানীয়ের খোঁজ চলে। পথে বেরিয়ে অধিকাংশ বিশেষত কমবয়সিদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে কোল্ড ড্রিংকস। তাছাড়া আখের রস, লস্যি, শেকস, ঘোল, ডাবের জল, মাঠা (টকদই, জিরেগুড়ো, আদার রস, গোলমরিচ, বিটলবন ও সাদা লবণ দিয়ে তৈরি) ইত্যাদি রয়েছে। কোনটির কী গুণ, কোনটি শরীরের পক্ষে ভালো নয়- তা কখনও ভেবে দেখেছেন কি?

ডাবের জল

পুষ্টিবিদদের পরামর্শ, শরীরকে ঠান্ডা এবং সতেজ রাখার জন্য ভরসা রাখতে হবে আমপোড়া শরবত, ডাবের জল, ঘোল, ওআরএস এবং ডিটক্স জলে। ঝিলিক পাল শিলিগুড়িতে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শনিবার বললেন, 'এই মরশুমে প্রচুর ঘাম বের হয়। ঘামের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে সোডিয়াম, পটাশিয়াম বেরিয়ে যায়। ডাবের জল সেই ঘাটতি অনেকটা পূরণ করে। তাই গরমে একজন স্বাভাবিক মানুষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পানীয় ডাবের জল। এছাড়া লেবুজল বা ঘোল খাওয়া যেতে পারে।'

অনেকের পছন্দ আখের রস। পুষ্টিবিদদের মতে, ততক্ষণাৎ এনার্জি পেতে আখের রস খাওয়া যেতে পারে। তবে ডাবের জল শরীরের যে ঘাটতি পূরণ করতে পারে, সেটা ওই পানীয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

ডিটক্স ওয়াটার

বাড়িতে ডিটক্স ওয়াটার তৈরি করে তা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে বেরোনোর সময় বোতলে ভরে বের হবার পরামর্শ দিচ্ছেন ঝিলিক। একটি কাঁচের বোতলে জল ভরে তাতে লেবু টুকরো টুকরো করে কেটে আগের দিন ডুবিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে উঠে সেই জলে মিশিয়ে দিন গোল গোল করে কাটা শসা এবং পুদিনা পাতা। তারপর ফ্রিজে রাখতে হবে বোতলটি। বাইরে বেরোনোর আগে ভরে নিন ব্যাগে। তেষ্টা পেলে অল্প অল্প করে খেতে হবে ওই জল।

পুদিনা পাতা হজমে সাহায্য করে। পেটের পক্ষে উপকারী। লেবু ভিটামিন-সি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর।

কার্বোনেটেড পানীয় নয়

পুষ্টিবিদ ডঃ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায় জানালেন, কার্বোনেটেড পানীয় থেকে দূরে থাকতে হবে। অনেকে মনে করেন, কোল্ড ড্রিংকস খেলে খাবার সহজে হজম হয়, এটা ভুল ধারণা। কোল্ড ড্রিংকসে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, যা শরীরের জন্য মোটেই ভালো নয়। এমনকি সোডা জল খাওয়া উচিত নয়। বরং লেবুজল খাওয়া যেতে পারে।

কার্বোনেটেড পানীয়, বিশেষত যেগুলোর সঙ্গে অধিক পরিমাণে চিনি মেশানো থাকে, সেগুলো শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন, ওজন বেড়ে যাওয়া, টাইপ ২ ডায়াবিটিস, হাই প্রেশার, কোলেস্টেরল, কিডনি ও দাঁতের সমস্যা ইত্যাদি। দেখা দিতে পারে বদহজম এবং অ্যাসিডিটির মতো অসুবিধে।

অভ্যেসের দাস

গরমে বাড়ির বাইরে বেরোলে কোল্ড ড্রিংকস কিনে খাওয়া অভ্যেস চয়নপাড়ার সুস্মিতা রায়ের। তাঁর কথায়, 'ঠান্ডা পানীয় খেলে গলা ঠান্ডা হয়ে যায়। কোল্ড ড্রিংকস যে খাওয়া উচিত নয়, তা জানি। কিন্তু খেতে ভীষণ ভালো লাগে। ডাবের জল মাঝেমধ্যে খাই। কিন্তু সব জায়গায় তো আর ডাব পাওয়া যায় না।' চম্পাসারির বাসিন্দা তনুশ্রী দাস অবশ্য স্বাস্থ্য সচেতন। তিনি লেবুর জল আর অল্প চিনি মেশানো শরবত বানিয়ে বাইরে বের হন বেশিরভাগ দিন। কোল্ড ড্রিংকস, আইসক্রিম তেমন পছন্দের নয়।

শসা কেটে বোতলের জলে ডুবিয়ে অফিসে নিয়ে যান মাটিগাড়ার অনিন্দিতা দে। তাঁর কথায়, 'অফিসে অনেকটা সময় থাকতে হয়। এই জল খেলে এনার্জি পাই।' তবে মাঝেমধ্যে লোভের বশে কোল্ড ড্রিংকস খেয়ে ফেলেন, স্বীকার করে দাঁত দিয়ে জিভ কাটলেন তিনি।

খেলে ক্ষতি

অনেকে মনে করেন, কোল্ড ড্রিংকস খেলে খাবার সহজে হজম হয়, এটা ভুল ধারণা

কোল্ড ড্রিংকসে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে, যা শরীরের জন্য মোটেই ভালো নয়

এতে ওজন বাড়ে, ডায়াবিটিস, হাই প্রেশার, কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দেয়

কিডনি ও দাঁতের সমস্যা, বদহজম এবং অ্যাসিডিটির মতো অসুবিধে দেখা দেয়

খাওয়া ভালো

গরমে একজন স্বাভাবিক মানুষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পানীয় ডাবের জল

শরীর ঠান্ডা রাখতে আমপোড়া শরবত, ডাবের জল, ঘোল, ওআরএস এবং ডিটক্স জলই ভালো

পুষ্টিবিদদের মতে, তৎক্ষণাৎ এনার্জি পেতে আখের রস খাওয়া যেতে পারে

গোপনে এসিতে দুর্ভোগ অন্যদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : বৈশাখের শুরু থেকে রোদের তেজ একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। প্রতি বছরের মতোই বাড়ির জন্য এসি (বাতানুকূল যন্ত্র) কেনার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। কেনার পরিকল্পনা করছেন আরও অনেকে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে বাড়িতে এসি বসাবেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা এর কিছুই টের পাবে না।

না জানিয়ে এসি বসানোয় আচমকা বিদ্যুৎ ব্যবহার বেড়ে যায়। চাপ পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার ট্রান্সফর্মারের ওপর। এতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্ভাবনা ভীষণরকম। এমনকি চাপ সহ্য করতে না পেরে বিকল হয়ে পড়ে ট্রান্সফর্মারটি। ভুগতে হয় সবাইকে অর্থাৎ যাঁরা এসি বসিয়েছেন এবং যাঁরা বসাননি। অথচ নিয়ম বলে, বাড়িতে এসি'র মতো সরঞ্জাম অর্থাৎ যেগুলোতে বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়, সেগুলো বসালে আগে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে জানাতে হয়। সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয় প্রতি বছর। প্রতিবারই গ্রীষ্মকালে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভোগেন মানুষ। সবটাই জানা সংস্থার। অথচ ছবিটা বদলায় না। এবারেও তাই হতে চলেছে, আশঙ্কা প্রকাশ করলেন খোদ বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্তারা।

সংস্থার শিলিগুড়ির ডিভিশনাল ম্যানেজার শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'মানুষ গরমে স্বস্তি পেতে বাড়িতে এসি বসাবেন, সেটা অস্বাভাবিক নয়। তবে, এসি বসানোর আগে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির স্থানীয় কার্যালয়ে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাতে হবে। তাহলে আমরা সেই অঞ্চলের ট্রান্সফর্মারের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু বাড়তি খরচের ভয়ে অনেকের নিয়ম জানা থাকলেও লুকিয়ে এসি বসাচ্ছেন। ফলে হঠাৎ ট্রান্সফর্মারের ওপরে চাপ পড়ছে। তারপর সেটা পুড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়।'

শিলিগুড়ি শহরের রোজকার বিদ্যুতের চাহিদা ৮০-৯০ মেগাওয়াট। পুজোর সময় দৈনিক চাহিদা বেড়ে ১২০ মেগাওয়াটে পৌঁছায়। আর গরমে? কোম্পানির কর্তারা জানালেন, এই সময়ে শহরে বিদ্যুতের চাহিদা মারাত্মক বৃদ্ধি পায়। যা অনেক সময় পুজোর দৈনিক চাহিদাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। এর মূল কারণ, এসি'র ব্যাপক ব্যবহার। একটি বাড়িতে একাধিক এসি বসানো হচ্ছে। বিদ্যুৎকর্তাদের ব্যাখ্যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কম দামি খুঁজতে গিয়ে মানুষ টু-স্টার, থ্রি-স্টার এসি কিনছেন। এগুলো অনেক বেশি বিদ্যুৎ খরচ করে। অথচ একবার বাড়তি খরচ করে ফাইভ-স্টার বা পাঁচতারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত এসি কিনলে বিদ্যুতের খরচ অনেকটা কম হয়।

> এসি বসানোর আগে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির স্থানীয় কার্যালয়ে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাতে হবে। কিন্তু বাড়তি খরচের ভয়ে অনেকের নিয়ম জানা থাকলেও লুকিয়ে এসি বসাচ্ছেন। ফলে হঠাৎ ট্রান্সফর্মারের ওপরে চাপ পড়ছে। তারপর সেটা পুড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়।
>
> **শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়** *ডিভিশনাল ম্যানেজার*

শনিবার সেবক রোডের একটি বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের দোকানে দেখা হল আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা শোভন তরফদারের সঙ্গে। বললেন, 'গরম বাড়লে চাহিদা বাড়বে। তখন পছন্দমতো এসি পাওয়া যাবে না। তাই আগেভাগে একটি দেড় টনের এসি কিনলাম।' ওই দোকানের মালিক ওমপ্রকাশ আগরওয়াল। তাঁর কথায়, 'মার্চের শেষ থেকে এসির বিক্রি শুরু হয়েছে। নববর্ষের প্রথম দিন থেকে বেচাকেনা আরও বৃদ্ধি পায়। এখন রোজ দু'তিনটে করে বিকোচ্ছে।'

প্রশ্ন ওঠে, প্রতিবার একই সমস্যা দেখা দিলেও লাগাম পরাতে বিদুৎ বণ্টন সংস্থা কড়া পথে হাঁটছে না কেন? জরিমানার মতো ব্যবস্থা নিলে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা কমানো যেত। ডিভিশনাল ম্যানেজার জানালেন, বাড়িতে মিটার রিডিং নিতে গিয়ে বিদ্যুৎ খরচ বেশি হচ্ছে, তা কর্মীরা দেখলে গ্রাহককে সংস্থার স্থানীয় অফিসে গিয়ে বিদ্যুতের লোড বাড়িয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। যদিও সেটা বেশিরভাগ মানুষ শুনছেন না।

পরামর্শে যে কাজ হবে না, তা স্পষ্ট। শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা প্রয়োজন, বলছেন ভুক্তভোগীরা।

পলিব্যাগ বন্ধে কী করণীয়, বৈঠকে আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে পলিব্যাগ ও থার্মোকলের ব্যবহার রুখতে ফের তৎপর পুর প্রশাসন। এই ইস্যুতে বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। পুরনিগমের আধিকারিক এবং মেয়র পারিষদদের নিয়ে এদিন জরুরি বৈঠক ডাকেন গৌতম। সেখানে পলিব্যাগ, থার্মোকলের ব্যবহার ও বিক্রি বন্ধ করতে কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সূত্রের খবর, শহরের বিভিন্ন এলাকায় সমীক্ষা চালানো হবে। কোথায় কোথায় পলিব্যাগ মজুত করা হচ্ছে, কারা ব্যবসা করছেন- তার একটি তালিকা তৈরি করা হবে। ওই তালিকা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ির ওয়ার্ডগুলো জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত। তাই এব্যাপারে খুব তাড়াতাড়ি দুই জেলার প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা অনেকবার মিটিং করেছি। পথে নেমেছি। কিন্তু এবার পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আমরা শীঘ্রই পদক্ষেপ করব।'

থার্মোকলের ব্যবহার রুখতে ফের তৎপর পুর প্রশাসন

> আমরা অনেকবার মিটিং করেছি। পথে নেমেছি। কিন্তু এবার পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আমরা শীঘ্রই পদক্ষেপ করব।
>
> **গৌতম দেব**

এর আগে একাধিকবার পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছিল পুরনিগম। কখনও অভিযানে নেমেছেন পুরকর্তারা, কখনও আবার মেয়র এবং মেয়র পারিষদরা প্রচার চালিয়েছেন। বাজারে বাজারে ঘুরে জরিমানাও করা হয়েছে। তবুও ছবিটা বদলায়নি। ব্যর্থ হয়েছে পুরনিগম। এ নিয়ে বিরোধীরা বারবার কটাক্ষ করেছে পুরনিগমকে। কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটক এদিন ফের বলেন, 'সদিচ্ছা নেই বলে পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করা যাচ্ছে না।'

বেতন না পেয়ে সাইনবোর্ড চুরির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : মাইনের টাকা না পাওয়ার কারণেই নাকি সংস্থার সাইনবোর্ড চুরি করে সেটা বিক্রি করে টাকা তোলার ছক কষেছিল বিট্টু দাস ও বিকি বিশ্বাস। শহরের বিভিন্ন পোস্টে লাগানো সাইনবোর্ড চুরির অভিযোগে ওই দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারির পরেই জানা যায়, ওই দুই তরুণ ওই এজেন্সিতেই কাজ করত। প্রশ্ন উঠেছিল, যেখানে তাঁরা কাজ করত, সেই এজেন্সির ওপর এত রাগ কেন?

পাঁচদিনের রিমান্ডে থাকার পর এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই দুই অভিযুক্ত দাবি করে, 'মাইনে পাচ্ছিলাম না। মাইনের কথা বললেই ধমক খেতে হচ্ছিল। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।' চুরির পেছনে পুলিশকেও তারা এই কথাই জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই কাজ করার জন্য ওই দুই তরুণ সঙ্গী হিসেবে আরও দুই তরুণকেও নিয়েছিল। পাঁচদিনের রিমান্ডে নেওয়ার পর ওই দুই তরুণকেও শুক্রবার রাতে টিকিয়াপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম রাজ সরকার ও উৎসব শীল। তাদের মধ্যে রাজ টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। উৎসব শ্রবণনগরের বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে চুরি করা সাইনবোর্ডের কিছু অংশ উদ্ধারও করেছে পুলিশ।

ধৃত চারজনকেই এদিন মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। যদিও চুরির পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করছে পুলিশ।

অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানাও সাইনবোর্ড চুরির অভিযোগে শুক্রবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ওই দুই দুষ্কৃতীর নাম অ্যান্টনি সোনার ও পৃথ্বী সোনার। অভিযোগ ভক্তিনগর থানা এলাকায় ওই দুই দুষ্কৃতী বেশ কিছুদিন ধরেই সাইনবোর্ড চুরি করছিল। এই দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনায় নাম জড়িয়েছে। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শিলিগুড়ি থানায় গ্রেপ্তার হওয়া তরুণদের সঙ্গে ভক্তিনগর থানায় গ্রেপ্তার হওয়া তরুণদের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

পুরনিগমের পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে কুড়িয়ে আনা সামগ্রী মজুত বন্ধ করতে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা হয়। মেয়র সঙ্গে সঙ্গে পুর আধিকারিকদের বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন। পুলিশ দিয়ে ওইসব মজুত সরাতে বলা হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমরা ওই এলাকা পরিষ্কার করে নিরাপত্তারক্ষী রাখব।'

এদিন টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে একাধিক বিষয়ে মেয়রের কাছে অভিযোগ আসে। হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে বৈশাখীমেলার প্রতিবাদ করা হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, এলাকায় মাত্র একটি খেলার মাঠ রয়েছে। তাই ওই খেলার মাঠে মেলা করা উচিত নয়। মেয়র পুর আধিকারিকদের বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটিএমে মানসিক ভারসাম্যহীনকে ঘিরে প্রশ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : এটিএম কাউন্টার পাহারা দেওয়ার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষী। ঘুম থেকে উঠতেই তাঁর চোখ ছানাবড়া। হবেই বা না কেন, তাঁর চোখের সামনে যে তখন খোলা অবস্থায় এটিএম। যথারীতি খবর পেয়ে ব্যাংকটির আধিকারিক ও পুলিশ ঘটনাস্থলে চলে আসে। বিভিন্ন পরীক্ষা করে আধিকারিকরা জানতে পারেন, টাকা যেমন থাকা, তেমনই রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ জানতে পারে, এমন ঘটনার মূলেই রয়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি। তবে, এই ঘটনা নতুন করে এটিএমগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে এটিএমে দুষ্কৃতীদের ঢুকে পড়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু এবার এটিএমে ঢুকে নিজের 'কারসাজি' দেখালেন এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে হিলকার্ট রোডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএমে শনিবার ভোররাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি এই এলাকাতেই ঘুরে বেড়ান। সিসিটিভিতে দেখা যায়, ভোররাতে এটিএমে ঢুকে একের পর এক বাটন টিপছেন। একটা সময় মেশিন ধরে টানাটানিও করেন। বেশ কিছুক্ষণ ঘরে এমনটা চলতে থাকে। একটা সময় এটিএমটি খুলেও যায়। কিন্তু মেশিন থেকে টাকা বের করার কোনও চেষ্টা না করে একটা সময় আপন খেয়ালে এটিএম থেকে বেরিয়ে হিলকার্ট রোড ধরে চলতে থাকেন। স্থানীয়দের বক্তব্য, এর আগেও ওই মানসিক ভারসাম্যহীন এলাকার একটি এটিএম কাউন্টারে ঢুকে হুজ্জুতি করেছিল।

মানসিক ভারসাম্যহীনের পরিবর্তে যদি কোনও দুষ্কৃতী ঢুকত, তাহলে কী হত? তেমন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কিন্তু ঘটনাটি ফের একবার চেখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এটিএম কাউন্টারগুলোর নিরাপত্তাহীনতা। পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীনদের নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কেন তাঁদের বছরের পর বছর রোদ-জলে রাস্তায় থাকতে হবে? কেন তাঁদের জন্য শহরে কোনও শেলটার থাকবে না? প্রায় সময়ই তাঁরা চলন্ত গাড়ির সামনে চলে আসছেন। যে কোনও জায়গায় হঠাৎ ঢুকে পড়ছেন। অনেকে মনে করেন, এমনটা চলতে থাকলে যে কোনওদিন বড় বিপদ ঘটে যাবে শহরে।

নিরাপত্তায় খামতি

- এনটিএস মোড় সংলগ্ন একটি এটিএম কাউন্টারে কোনও সিকিউরিটি গার্ড নেই
- সুভাষপল্লি মোড় দিয়ে কলেজপাড়ার রাস্তায় থাকা একাধিক এটিএম কাউন্টারের অধিকাংশেই নেই নিরাপত্তারক্ষী
- ডন বসকো মোড়ে থাকা এটিএম কাউন্টারে কোনও সিকিউরিটি গার্ড থাকে না
- এসএফ রোডে থাকা এটিএম কাউন্টারগুলোর একাংশেও কোনও নিরাপত্তারক্ষী থাকে না

এই এটিএমকে ঘিরেই নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠছে।

শহরের বাসিন্দা অরিৎ দাস বলেন, 'এই এটিএম কাউন্টারে তাও নিরাপত্তারক্ষী ছিল। অন্য এটিএম কাউন্টারে সেটাও থাকে না। এটিএমগুলোর নিরাপত্তা যে কতটা ঢিলেঢালা তা এদিনের ঘটনায় ফের একবার প্রকাশ্যে এল। এরমধ্যেই রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা মানসিক ভারসাম্যহীনদের জন্যও কিছু ভাবা প্রয়োজন রয়েছে।' একই মত শহরের আর এক বাসিন্দা বৃন্দা দাসের। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের ব্যাপারগুলো ভাবা প্রয়োজন। এদিনের ঘটনায় ফের একবার সে বিষয়টাই সামনে এল।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'ভবঘুরে, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের সংখ্যাটা সত্যি এখন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। তাছাড়া এদিন ওই এটিএমে যা ঘটনা ঘটেছে, তা খামখেয়ালিপনার সমান। সিকিউরিটি এজেন্সির গাফিলতির ব্যাপারটা পরিষ্কার। এব্যাপারে সিকিউরিটি এজেন্সিগুলোকে আরও সতর্ক হতে হবে। নইলে এধরনের ঘটনা আমাদের শহরকে বদনাম করে।'

বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জ পুলিশের।

সুকান্তর মিছিলে লাঠি

সুবীর মহন্ত ও রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১৯ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতি ও মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মিছিল আটকাল পুলিশ। আর তাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালুরঘাট। রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, বিজেপির মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কর্মী-সমর্থকদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। আহত হন ৭ জন। যদিও পুলিশের তরফে পালটা অভিযোগ, জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনের রাস্তায় তৈরি ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। সব মিলিয়েই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বালুরঘাট।

এদিন বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ বালুরঘাট শহরের মঙ্গলপুর বিজেপি মোড় থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার সহ দুই বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বুধরাই টুডু, জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী প্রমুখ।

মিছিলটি জেলা প্রশাসনিক ভবনের দিকে এগোতে গেলেই তৈরি হয় সংঘর্ষ। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ব্যাপক ধস্তাধস্তি বিজেপিকর্মীদের। ভেঙে ফেলা হয় ব্যারিকেড। অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়া হয়।

তাতে রক্তাক্ত হন কয়েকজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পালটা লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

বিজেপি নেতাদের দাবি, পুলিশের আক্রমণে আহত হয়েছেন জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, অশোক বর্ধন সহ সাতজন। এদের মধ্যে কয়েকজনকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, বিজেপিকর্মীদের আক্রমণে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ পুলিশের তরফেও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। দুই তরফেরই একাধিক জন রক্তাক্ত হয়েছেন।

যদিও পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছোড়ারও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এই ঘটনায় প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সুকান্ত মজুমদার নিজেও। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। লাঠিচার্জ করে কোনও পুলিশ বাঁচতে পারেনি। আগামীদিনেও বাঁচতে পারবে না। বিজেপির কর্মসূচি আটকাতে সব জায়গায় ব্যারিকেড করে রাখা হয়েছে। এটা কী ধরনের মানসিকতা।’

উল্লেখ্য, চাকরিহারাদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর আক্রমণ সহ একাধিক ইস্যুতে বালুরঘাটে বিজেপির

বালুরঘাটে ঝরল রক্ত

প্রতিবাদ কর্মসূচি ছিল শনিবার। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ডিএম অফিসের সামনের রাস্তায় লম্বা বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যারিকেড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে আন্দোলনকারীরা। সেইসময় ব্যারিকেড ভাঙতে প্রতিহত করে পুলিশ। যা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একসময় বাঁশের ব্যারিকেড উপড়ে ফেলা হয়। সেইসময় আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতেই পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বালুরঘাট মিউজিয়ামের সামনে প্রতিবাদ সভায় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সত্যেন রায়রা বক্তব্য রেখেই হাসপাতালে ভর্তি সহকর্মীদের দেখতে যান।

বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চাই : মিঠুন

শিলচর, ১৯ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া উপায় নেই বলে মনে করছেন মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার অসমের বরাক সাংস্কৃতিক উৎসবে যোগ দেন বিজেপির এই তারকা নেতা। মূলত মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ টেনে মিঠুন বলেন, ‘অবস্থা খুবই খারাপ। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে। এজন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে অনুরোধ করব।’

ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে এপ্রিলের শুরু থেকেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ, সুতি, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে বহু মানুষ প্রাণ বাঁচাতে গঙ্গা পেরিয়ে মালদার বৈষ্ণবনগরে আশ্রয় নিয়েছেন। মালদায় গিয়ে মুর্শিদাবাদের ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যপাল আনন্দ বোসও। ঠিক এই সময়েই মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা মিঠুন। মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মিঠুনের কথায় উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেন, ‘মুর্শিদাবাদে বাঙালি পরিবারগুলির ওপর কেন অত্যাচার করা হল, আমি বুঝতেই পারছি না।’ ওয়াকফ সংশোধনী

আইনের সঙ্গে এই ঘটনাগুলির কী সম্পর্ক, তা নিয়ে প্রশ্নও তোলেন তিনি। অবস্থা যে খুব খারাপ সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে সাংবাদিকদের মিঠুন বলেন, ‘এমন চলতে থাকলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র কাছে আমি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির আবেদন জানাব।’ বাংলায় সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ তোলেন। যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি নাও করা যায়, সেক্ষেত্রে অন্তত সেনার উপস্থিতিতে বাংলায় নির্বাচন করার অনুরোধ অমিত শা-কে করবেন বলে জানান মিঠুন। এছাড়াও তিনি বলেন, ‘বাংলায় ভোট করতে দেওয়া হয় না। কিন্তু নির্বাচনে আমরা মারামারি চাই না। সেনা দিয়ে নির্বাচন করালে শান্তিতে ভোট হবে।’

মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, ‘দুর্গতরা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁদের খিচুড়ি খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের। কেন এমন হল, বুঝতে পারছি না আমি।’

মুর্শিদাবাদে অশান্তির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে দোষারোপ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুষেছেন বিএসএফকেও। এনিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধেছেন মিঠুন। তাঁর প্রশ্ন, ‘মুর্শিদাবাদে অশান্তি পাকাতে বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতী ঢোকার জন্য বিএসএফকে দুষছেন মুখ্যমন্ত্রী। মেনে নিলাম যে বিএসএফ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বিএসএফকে এড়িয়ে সীমান্ত দিয়ে কেউ ঢুকে পড়লেও তো পুলিশ রয়েছে। সেসময়ে আপনার পুলিশ কী করছিল?’

মাকে মার ছেলে ও বধূর

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৯ এপ্রিল : হাসপাতালের বেডে শুয়ে নীরবে চোখে জল ঝরছিল সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধার। কাছে যেতেই দেখা গেল কিছু একটা মনে করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কাঁদছেন কেন? প্রশ্ন শুনেই আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন, ‘আমাকে গাছে বেঁধে নির্মমভাবে মারধর করেছে আমার ছেলে ও বৌমা। সামান্য কিছু গয়না ও সম্পত্তির লোভে শেষ বয়সে এসে ছেলে ও বৌমার হাতে এভাবে লাঞ্ছিত হতে হবে তা কখনও ভাবিনি।’ শুক্রবার সন্ধ্যার ওই ঘটনার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না ওই বৃদ্ধা। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পলিকা এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাঁকে মারধরের অভিযোগে শনিবার বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধা দীপালি দাস। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে এদিন সন্ধ্যায় অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে।

পলিকার বাসিন্দা দীপালির স্বামী মারা গিয়েছেন বছর কুড়ি আগে। এরপরে বৃদ্ধা নিজে দায়িত্ব নিয়ে বিয়ে দেন এক মেয়ে ও তিন ছেলের। কর্মসূত্রে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে বাইরে থাকেন বড় ছেলে ও মেজো ছেলে। ছোট ছেলে সুকুমার ও পুত্রবধূ মাধবীকে নিয়ে বেশ চলছিল বৃদ্ধার সংসার।

দীপালির অভিযোগ, তাঁর ব্যবহৃত সোনা ও রুপোর গয়না এছাড়া বসতভিটে নিজের নামে লিখে দেওয়ার জন্য ছেলে ও বৌমা মাঝেমধ্যে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার চালাত। অনেক সময় খেতে পর্যন্ত দেওয়া হত না।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সন্ধ্যায়। শৌচাগার ভেঙে ফেলাকে কেন্দ্র করে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর মধ্যে বচসা বাধে। বেশ কিছুক্ষণ ঝগড়াবিবাদের পর ছেলে ও বৌমা মিলে বৃদ্ধাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় বাড়ির বাইরে। তারপর পাশে থাকা আম গাছে বেঁধে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এক সময় কেরোসিন ঢেলে বৃদ্ধাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয় বলেও অভিযোগ। গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে স্থানীয় এক ভিলেজ পুলিশকে খবর দেন। ওই ভিলেজ পুলিশ এসে বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। বৃদ্ধা বলেন, ‘নিজের গর্ভের সন্তান এমন কাণ্ড করবে তা কল্পনাও করতে পারছি না।’

যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বৃদ্ধার ছোট ছেলে ও পুত্রবধূ।

কড়া বার্তা

প্রথম পাতার পর

‘আরও একবার অন্তর্বর্তী সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই, হিন্দু সহ সমস্ত সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব যেন কোনও অজুহাত ছাড়াই পালন করা হয়।’

এর আগে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনাগুলিকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মনগড়া বলে দাবি করেছিল ইউনূস সরকার। ভবেশের হত্যাকাণ্ডকেও যাতে সংবাদমাধ্যমের অতিরঞ্জিত গল্প বলে না চালাতে ঢাকাকে ঠারেঠোরে জানিয়েছে নয়াদিল্লি। শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর একাধিক হামলায় ভারত বারবার ঢাকাকে কড়া বার্তা দিয়েছে। তাতে যে পরিস্থিতি বদলায়নি, ভবেশ খুনে তা স্পষ্ট নিহত হিন্দু নেতার স্ত্রী সান্ত্বনা রায় বলেন, ‘বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ ফোন আসে আমার স্বামীর কাছে। উনি বাড়িতে আছেন কি না নিশ্চিত হতেই ওই ফোনটি করা হয়েছিল। তার আধঘণ্টা পর চারজন লোক বাইকে এসে ওঁকে তুলে নিয়ে চলে যায়।’ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভবেশকে নরবারি গ্রামে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়। পরে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে ফেলে যায় আততায়ীরা। বাংলাদেশের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় মোদি সরকারও ব্যর্থ বলে অভিযোগ করছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতির কথায়, ‘বাংলাদেশে হিন্দু ভাইবোনেরা লাগাতার অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠক যে ব্যর্থ হয়েছে, তা সেদেশের হিন্দু নেতা ভবেশচন্দ্র রায়ের খুনে প্রমাণিত।’মোদি সরকারের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও। জবাবে বিজেপির প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ওপর হামলায় কংগ্রেস কেন চুপ থাকে? অন্যদিকে, মার্কিন নাগরিকদের বাংলাদেশে বেড়ানোর জন্য ট্র্যাভেল অ্যাডভাইজারি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

স্কুলে গরহাজির

প্রথম পাতার পর

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, ‘সামান্য বনধ হলে, শিক্ষকদের স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকার নির্দেশ আসে। শিক্ষকদের বিষয়ে আমরা কী করব, সেই নির্দেশনামা এখনও পাইনি। তবে শিক্ষকরা এসে ক্লাস নিয়েছেন।’ ফাঁসিদেওয়া হাইস্কুলে ২ জনের মধ্যে ১ জন শিক্ষক এদিন স্কুলে এসেছিলেন। তবে তিনি কোনও ক্লাস নেননি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ বর বলেন, ‘ওই শিক্ষক স্কুলে এসে সকলের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু হাজির খাতায় সই করেননি।’

সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুলের ৪ জন, কুরবান আলি হাইস্কুলের ৬ জন, নজরুল শতবার্ষিকী হাইস্কুলে ৫ জন, আমবাড়ি হাইস্কুলে ৪ জন শিক্ষকের কেউই আসেননি এদিন। খড়িবাড়ি ব্লকের ৭টি স্কুলের মধ্যে কোনও শিক্ষকই এদিন আসেননি। ইসলামপুরেও একাধিক স্কুলে শিক্ষকদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। ভদ্রকালী হাইস্কুলের ৬ জনের চাকরি গিয়েছে। এদিন তার মধ্যে দুজন উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, চাকুলিয়া হাইস্কুলের ৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। তার মধ্যে জুবের আহমেদ নামে একজন শিক্ষক এদিন বিদ্যালয়ে যান। অভিযোগ, তিনি ক্লাস নিলেও তাঁকে হাজিরা খাতায় সই করতে দেওয়া হয়নি। জুবেরের কথায়, ‘যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা এখনও নেই। এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার।’ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে বলেন, ‘যোগ্য-অযোগ্যর তালিকা পাইনি। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একজন স্কুলে এসেছিলেন। বাকি দুজন সোমবার কাজে যোগ দেবেন। সরকারি নির্দেশিকা পেলে হাজিরা খাতায় সই করা থেকে বেতন সাবমিটের বিষয়টি পরিষ্কার হবে।’ চোপড়া ব্লকের অধিকাংশ স্কুলেও শিক্ষকরা আসেননি।

তেষ্টা মেটাতে...
মালবাজারের এক বাগানে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

পা ধরে কান্না

প্রথম পাতার পর

দরকার হলে আমরা নিজেদের ঘর দেব ক্যাম্প করার জন্য।

রাজ্যপালকে বিস্তারিত জানানোর জন্য জাফরাবাদের পাশে বেতবোনা গ্রামে অপেক্ষা করছিলেন অনেকে। রাজ্যপালের গাড়ি সেখানে না থামায় বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। ধুলিয়ানের ঘোষপাড়াতেও রাজ্যপাল দাঁড়ানিনি। কিন্তু বিক্ষোভের কথা শুনে তিনি গাড়ি নিয়ে সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। যান বেতবোনা গ্রামেও।

পরে তিনি বলেন, ‘আমি সহানুভূতির সঙ্গে দেখব যাতে ওঁরা বিচার পান।’ বেতবোনা এবং ঘোষপাড়ার বাসিন্দাদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, ‘কেউ চিন্তা করবেন না, ভয় পাবেন না। আমি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। ভারত সরকার রয়েছে আপনাদের পাশে। বিএসএফের স্থায়ী ক্যাম্পের কথা বলা হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই দেখব।’ রাজ্যপালের পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায়। রাস্তার মাঝখানে বসে পড়েন অনেকে।

জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার আনন্দ রায় বোঝানোর এবং শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে ঘোষপাড়ার বাসিন্দা বনানী রায় জানান, ‘রাজ্যপালকে পেয়ে ভালো লাগল। তিনি আশ্বস্ত করেছেন বিএসএফ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করবেন বলে। তবে আমরা রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করছি।’ জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকারের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলকে হামলার বিবরণ দেন স্থানীয়রা। তাঁদের কাছেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর শিবির তৈরির দাবি ওঠে। দুর্গতদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। তাঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক খোঁজখবর নিচ্ছে। বিএসএফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী আপাতত থাকছে।

রেসিং উৎসব

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সিকিমে প্রথমবার হাই-অকটেন রেসিং উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে পৃথক রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায় সিকিম। সেই স্বীকৃতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে এই মুহূর্তে প্রস্তুতি তুঙ্গে। সর্বত্রই সাজোসাজো রব। ইতিমধ্যেই সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গিয়েছে নানা অনুষ্ঠান। ২২ এপ্রিল সিকিমের বুর্তুক হেলিপ্যাড ময়দানে রেসিং উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং।

গুম্ফার কাজ

শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : শনিবার কুনজাং চোখোরলিং গুম্ফা তৈরির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছিরিং টি ভুটিয়া। গত বছরের ডিসেম্বরে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে) এই গুম্ফা তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

‘পরিদর্শনে’ হাতি

প্রথম পাতার পর

সব শেষ হয়ে গেল।’ রেখাকে পথে বসিয়ে মাকনাটি গেস্টহাউসের পূর্ব দিকের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর ভিআইপি গেট ভাঙার চেষ্টা করে। শব্দ শুনে ঘুম থেকে হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়েন গেস্টহাউসের কর্মী গোকুল সিংহ। গোকুল বলেন, ‘ঘুম থেকে উঠে সামনে হাতি দেখে চমকে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতিটি স্টেট ব্যাংকের দিকে চলে যায়। সেখানে ড্রপগেট ভেঙে আবার এদিকে এসে ল’মোড়ের দিকে যায়।’

এরপরেই গজরাজ নিজের অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে বেছে নেয় শালবন। চলে আসেন বনকর্মীরা। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে বনকর্মীরা চারপাশ ঘিরে রাখেন। সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে উৎসুক মানুষের সংখ্যা। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে মাইকিং করা হয়। অঘটন এড়াতে বিশ্ববিদ্যালের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ক্যাম্পাসে থাকা পড়ুয়া, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি, নজরদারি শুরু করে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীরা। নিরাপত্তা আধিকারিক বরুণ রায় বলেন, ‘খুব বেশি ক্ষতি করেনি। বনকর্মীদের সঙ্গে মিলে আমরা পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করছি।’

বন বিভাগের সিসিএফ (হিল সার্কেল) সমীর গজমের, এডিএফও রাহুলদেব, ৭টি রেঞ্জের প্রায় শতাধিক কর্মী মিলে বিকেল ৫টা নাগাদ হাতিটিকে বনে ফেরাতে উদ্যোগ নেন। কিন্তু কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে নিজের জায়গা ছেড়ে বের হতে নারাজ ছিল হাতিটি। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সিসিএফ বলেন, ‘হাতির পাশাপাশি মানুষকে সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয়েছে।’

মার্কেটে চটলেন মেয়র

প্রথম পাতার পর

আধিকারিকদের দিয়ে ওই বহুতল দুটির ছবি তুলিয়ে নেন মেয়র। এদিন ওই এলাকার বেশ কিছু ব্যবসায়ী গৌতমকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অবৈধ নির্মাণ ও ডালা দেখিয়েছেন। কয়েকজন ডালা ব্যবসায়ীর সঙ্গে মেয়র নিজে কথাও বলেন। কত টাকা করে দিতে হয়, তার খোঁজ নেন।

এদিন মানুষের কাছে চলো অনুষ্ঠানে ওই বাজারগুলিতে গিয়ে আবর্জনার বিষয়টি গৌতমের নজরে আসে। তারপরেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদ মানিক দে’কে ডেকে পাঠান ও ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা নিয়ে দুপুরেও আবর্জনা পরিষ্কারের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মানিক দে ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের দ্রুত বৈঠক ডাকতে বলেন। ওই বৈঠকে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের আধিকারিকরা থাকবেন বলে জানান।

বাবা তো পড়তেই দেয় না

প্রথম পাতার পর

দুই খুদেকে আদর করে কাছে বসিয়ে তাঁদের বাবা-মাকে ডেকে পাঠান। তাদের বাবা প্রথমে অভিযোগ মানতে চাননি। পরে পুলিশের কড়া ধমকানিতে নিজের সমস্ত অপরাধ কবুল করেন। এমন ভুল ভবিষ্যতে আর হবে না বলে হাতজোড় করে আশ্বাস দিলে গোটা বিষয়টির আপাতত মধুরেণ সমাপয়েত। শামকুতলা থানার ওসি জগদীশ রায় বললেন, ‘দুই খুদে নিজেরাই থানায় এসে উপস্থিত হওয়ায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর ওরা ওদের বাবার বিষয়ে পরে আর যা যা বলল তাতে আরও অবাক হয়ে যাই। সব শুনে খুবই খারাপ লাগছিল। ওদের বাবা-মাকে ডেকে পাঠাই। ওদের বাবা প্রথমে সবকিছু অস্বীকার করেন। পরে অবশ্য সমস্ত অভিযোগ মেনে নেন। আর কখনও দুই সন্তান ও স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পরে ওঁরা সবাই মিলে বাড়ি ফিরে যান। আপাতত সব ঠিক আছে। তবে ভবিষ্যতেও তা ঠিক থাকে কি না তা নিশ্চিত করতে আমরা ওই পরিবারটির ওপর নিয়মিত নজর রাখব।’

যে দুই খুদেকে নিয়ে এই প্রতিবেদন তারা শামুকতলা থানা থেকে কিছুটা দূরের এক এলাকার বাসিন্দা। দুই বোনের ছোটটি একটি বেসরকারি স্কুল ও অন্যটি এলাকার একটি প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করে। বাবা খাবার হোটেলে কাজ করেন। মা ঘরদোর সামলানোর পাশাপাশি সামান্য কৃষিকাজও করেন। মাঝেমধ্যে রান্নার কাজও। সুখী পরিবার। কিন্তু বাবার মাথা গরমের সুবাদেই সেখানে মাঝেমধ্যেই ‘অসুখ’-এর হানাদারি। আর এর জেরেই মেয়েদের পড়াশোনায় বাধা সৃষ্টির পাশাপাশি স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ। দুই খুদে বহুদিন এসব সহ্য করেছে। তারপর নিজেরাই সবকিছু গিয়ে পুলিশকে খুলে বলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো গ্রামের এক পরিচিত টোটোচালককে তারা থানায় নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। সেই টোটোচালক দুই খুদের অনুরোধ ফেলতে পারেননি। শনিবার তাদের সেখানে নিয়ে যান। তারপর কী হয়েছে তা পাঠকের সামনে এতক্ষণে পরিষ্কার।

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পুলিশ অভিযুক্তের স্ত্রীকে অনুরোধ জানালেও ওই মহিলা তাতে রাজি হননি।

তাঁর কথায়, ‘দুই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে উনি নিজেকে শুধরে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওঁকে একটা শেষ সুযোগ দিতে চাই।’ তবে এরপরও যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয় তবে তিনি পুলিশে অভিযোগ জানাবেন বলে ওই মহিলা জানিয়েছেন। ওসির কথায়, ‘সেক্ষেত্রে আমরা আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।’

তবে তার আগেই ‘মন্দ বাবা’ দ্রুতই ‘ভালো বাবা’য় বদলে যাবেন বলে দুই খুদের অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস।

ছাগলের মৃত্যুতে থানায়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ এপ্রিল : ছাগল বেঁধে রাখা ও সেই ছাগলের মৃত্যুতে থানা ঘেরাওয়ে নাস্তানাবুদ হতে হল পুলিশকে। শনিবার ওই ঘটনার জেরে কয়েক ঘণ্টা আলিপুরদুয়ার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষপর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশ সুপারকে। তাঁর আশ্বাসে ঘেরাওমুক্ত হয় থানা।

দক্ষিণ পাটকাপাড়া এলাকায় জ্যোৎস্না ওরাওঁ-রবি ওরাওঁয়ের পাটের খেত নষ্ট করেছিল প্রতিবেশীর ছাগল। সেই ঘটনায় ওরাওঁ দম্পতি ছাগলটিকে বেঁধে রেখেছিলেন। তারপরেই তাঁদের সঙ্গে ছাগলের মালিকের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে ধুন্দুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, কোদাল দিয়ে মারা হয় জ্যোৎস্নাকে। রবির ওপরও হামলা হয়।

জ্যোৎস্না বলেন, ‘পাটখেত নষ্ট করায় আমরা ছাগল বেঁধে রেখেছিলাম। ছাগলের মালিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বদলে আমার স্বামী রবিকে মারধর করে। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকেও কোদালের ঘা মারে। হাসপাতাল চিকিৎসার পর থানায় গেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। উপরন্তু অভিযুক্তরাই আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ছাগল মেরে ফেলা সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ করেছে। তাই আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা থানায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও বাঁধাকপির খেত ছাগল নষ্ট করার ফলে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। তবে এবার তা চরম আকার নেয়। আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, ‘অভিযোগ ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে।’পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দক্ষিণ পাটকাপাড়া এলাকায় জ্যোৎস্না ওরাওঁ এবং রবি ওরাওঁয়ের এক বিঘা পাটের খেত ছাগল নষ্ট করে। তাঁরা ছাগল বেঁধে রেখেছিলেন। অভিযোগ, এরপর প্রতিবেশী বাদল রায় ও তাঁর ভাই রবির ওপর চড়াও হন। বাধা দিতে গেলে জ্যোৎস্নাকে কোদালের পিছন দিক দিয়ে আঘাত করা হয়। কোমরে গুরুতর আঘাত পান জ্যোৎস্না। রবির গলায় আঘাত লাগে। হাসপাতালে চিকিৎসার পর আলিপুরদুয়ার থানায় লিখিত জানালেও তা গ্রহণ করা হয়নি।

আলিপুরদুয়ার থানায় বিক্ষোভ।

ডাকাত-গ্রামে ডাক্তারি

প্রথম পাতার পর

উত্তরণকে কীভাবে দেখছেন বলে প্রশ্ন করায় প্রৌঢ় আবেগতাড়িত, ‘ছোটবেলায় বাবা মারা যান। মা বহু কষ্টে মানুষ করেছেন। সংসার চালাতে জমিজমা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। ক্লাস ফাইভের বেশি পড়াশোনা করতে পারিনি। আমার বিয়ে দিয়ে মা’ও মারা যান। বহু কষ্টে সংসার চালিয়েছি। এমনও হয়েছে যে টানা দু’দিন না খেয়ে থেকেছি।’

এই পরিস্থিতিতে সারফারাজই সংসারের হাল ধরার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। গর্বিত বাবা জানালেন, সারফারাজ ছোট থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। ডাঙ্গাপাড়া শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনা। পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের মিশন স্কুলে নিখরচায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনার সুযোগ। সেখান থেকে মাধ্যমিক পাশ। উচ্চমাধ্যমিকের হাওড়ার আলআমিন মিশন স্কুলে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় সেখানেও ন্যূনতম বেতনে পড়াশোনার সুযোগ মেলে। তারপর ভালোভাবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ভালো ছাত্র হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষই সারফারাজের নিটের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে। ২০২২ সালে সারফারাজ নিটে উত্তীর্ণ হন। সেই বছরই রায়গঞ্জে মেডিকেল কলেজে ভর্তি। তরতাজা এক স্বপ্নের বড়সড়ো এক পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ার শুরু।

দাদাকে নিয়ে বোন রাহেনুর বেগম গর্বিত। ভবিষ্যতে তিনি নার্সিং কিংবা ওকালতি নিয়ে পড়াশোনা করতে চান। নিজের সাফল্যের সুবাদে সারফারাজ এলাকার রোলমডেল হয়ে উঠেছেন বলে জানিয়ে প্রতিবেশী চেনবানু খাতুন, মহম্মদ মংলু বদির, সেহেরা খাতুন, রশিদুল আলমের মতো অনেকেই দারুণ খুশি। আগডিমটিখন্তি অঞ্চলের প্রধান তথা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হুসেন বললেন, ‘যে গ্রামের এখনও ৮০ শতাংশ বাসিন্দাই নিরক্ষর সেই এলাকাকে সারফারাজই এক নতুন স্বপ্ন দেখতে শেখাচ্ছেন।’ সব শুনে সারফারাজ যেন লজ্জায় পড়ে যান। নিজের সাফল্যের জন্য মাসিকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন।

ফোনে কোনওমতে বললেন, ‘আগামীতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছে আছে। বর্তমানে গ্রামে গেলে সকলকে পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করার কাজ করি। আমাদের গ্রাম শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে। ডাকাতির তকমাও রয়েছে। আশা করি পরিস্থিতির বদল একদিন ঘটবেই ঘটবে।’

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন
উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

রংদার রোববার
13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২০ এপ্রিল ২০২৫ তেরো

১৪ ছোটগল্প সেবন্তী ঘোষ
১৫ ছোটগল্প ছন্দা বিশ্বাস
আয় মন বেড়াতে যাবি গ্রন্থন সেনগুপ্ত
১৬ কবিতাগুচ্ছ : বিজয় দে
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত

শিক্ষক

এখন প্রচারমাধ্যমে চোখ রাখলেই বেশি পাওয়া যায় শিক্ষকদের খবর। নানা কারণে তাঁরাই খবর। কেউ হতভাগ্য। কেউ সৌভাগ্যবান। কখনও ছাত্রদের কাছে নায়ক, কখনও খলনায়ক। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক সমাজের বদলের পর্যালোচনার চেষ্টা হলে তা অজান্তে হয়ে দাঁড়াবে ছাত্রদের পরিবর্তনের রূপান্তরও। এবারের প্রচ্ছদে শিক্ষক।

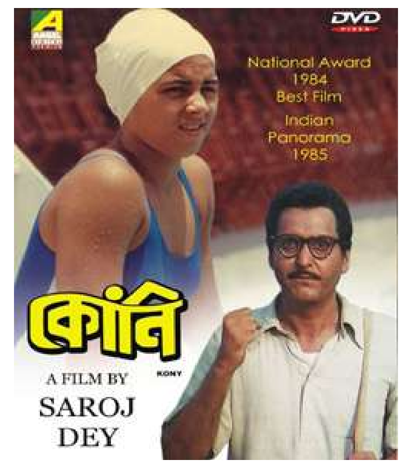

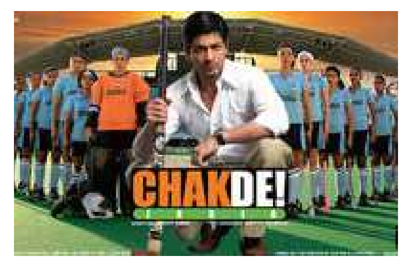

শিক্ষকরা বহু যুগ ধরেই আলোচনায়। শিল্পকলায়, ইতিহাসে এবং আধুনিক ছবিতেও। প্রচ্ছদে বাঁদিকের ছবিতে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে পড়াচ্ছেন অ্যারিস্টটল। ডানদিকে কিছু স্মরণীয় বাংলা ও হিন্দি ছবির পোস্টার। যেখানে শিক্ষকরাই নায়ক। কোনি, তারে জমিন পর, চক দে ইন্ডিয়া ও ব্ল্যাক।

আন্তর্জালিয়াতির কৃষ্ণগহ্বরের গ্রাসই চিন্তার

কৌশিক জোয়ারদার

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন। বাঁধভাঙা জল আটকাতে আলের উপর শুয়ে পড়ে ঋষি ধৌম্যের জমির ফসল বাঁচিয়ে সে লাভ করেছিল গুরুর আশীর্বাদ ও জ্ঞান। সপ্রশ্ন ও সতর্ক বিদ্যাচর্চার একটি ইতিহাস সঙ্গে নিয়েই মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী আনুগত্যের গুরু-শিষ্য পরম্পরা মধ্যযুগ পেরিয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে নগরে চতুষ্পাঠী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে কিছুটা টিকিয়ে রেখছিল। আদুল গায়ে উপবীতধারী পণ্ডিতমশাই প্রখর গ্রীষ্মে হাতপাখা ফটাস ফটাস করে নাড়িয়ে ব্যাকরণ কল্প পুরাণের পাঠ দিচ্ছেন— আবছা জলছবির মতো শৈশবের এই স্মৃতি মনের ভিতরে এখনও উঁকি দেয়। অবশ্য আমি যা দেখেছি, প্রকৃতপক্ষে তা মৃত এক ব্যবস্থার অন্ত্যেষ্টি। ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে টুলো পণ্ডিতেরা অন্তর্হিত হলেন। ব্রিটিশরা আসার আগেই অবশ্য আরবি ও ফারসি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দর্শনের পাঠ নেবার সুযোগ এই ভারতেই ছিল। রামমোহন রায় গ্রিক দার্শনিকদের চেনেন ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার অন্দরমহলে প্রবেশ করেই। ভারতেরই অন্যতম সেই পরম্পরার কী গতি হল, এই পরিসরে তা আর আলোচনা করছি না। যাই হোক, শাস্ত্র যদি ক্ষেত্র, আর জ্ঞান যদি ফসল, তাহলে তার অধিকার আর ব্রাহ্মণের একার থাকল না। পুরুষেরও নয়। শিষ্যের দান-নির্ভরতার বাইরে সরকারের বেতনভোগী, জাতি ও লিঙ্গ নিরপেক্ষ শিক্ষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল। তথাপি ভারতবর্ষে গুরুর প্রতি শিষ্যের চিরাচরিত ভক্তির পরম্পরা ম্লান হতে আরও কিছুটা সময় নেবে। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

অতঃপর বাঁধ ভেঙে জলে ভেসে গেছে ইতিহাসের অনেক ভালো ও মন্দ। মালদার গঙ্গাভাঙনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ঘরবাড়ি, ইস্কুল। শুকিয়ে গেছে মহানন্দার জল। উত্তরবাংলায় কালজানি নদীর তীরে একটি মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বৃত্তি নিয়ে যোগ দিলাম আমি। দশক যদি ব্যক্তি-পরিচয়ের চিহ্ন হয়, আমি তাহলে নব্বুইয়ের সৃষ্টি। আমার লিখনযাত্রা শুরু হয়েছে যদিও ঢের আগে, এই দশকই সংকেত দেয়— লেখার হাত থেকে আমার নিস্তার নেই। তেমনই, শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ নিতে নিতে এই দশকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আমি শিক্ষক হব। এই প্রথম শিক্ষকদের বন্ধু হিসেবে পেলাম। পাঠদানের উঁচু ডায়াস থেকে নেমে এসে চায়ের দোকান পর্যন্ত পিঠে হাত দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা আমাকে শিক্ষা দিলেন গুরু-শিষ্যের নতুন পরম্পরার, চিরাচরিত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা না-ঘটিয়েই। চাকরির অনিশ্চয়তা তখনও কিঞ্চিৎ ছিল। বিকল্পের খোঁজ করতে করতে কিছুটা বিলম্ব হলেও স্বচ্ছতর নিয়োগ-ব্যবস্থার প্রবর্তনে কাঙ্ক্ষিত ব্রত পালনের সুযোগ পাওয়া গেল অবশেষে। গত শতাব্দীর শেষ বিকেলে বন্ধুরা বললে— ভয় পাস নে, মেরে তো ফেলবে না।

বন্ধুরা রহস্যময়, উহাদের আশ্বাসেই লুকিয়ে থাকে বিপদ-সংকেত। বিপুলা সে কলেজের কতটুকুই বা জানতুম। ভর্তি না-নিলে যাবে কোথায়— এই নীতির ধারাবাহিক প্রয়োগে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের নিদারুণ অসামঞ্জস্যের অসহায় দর্শক হিসেবে একটি বৃহৎ সভাকক্ষের তুমুল কলরোলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন নবীন অধ্যাপক। করিডরের জানলা সমূহে দাঁড়িয়ে যারা ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারছে, শুনলাম এই ক্লাসেরই ছাত্র তারা, ঘরে জায়গা না-হওয়ায় বাইরে উপচে পড়েছে। নাহ, ভয় পাব না। মেরে তো ফেলবে না— এই মন্ত্র জপতে জপতে কী করে মিনিট চল্লিশ সেদিন কাটিয়েছিলাম, আজ আর মনে নেই। কাজে যোগ দেবার প্রথম দিন আমাকে ছাত্র মনে করে ইউনিয়নের নেতা ঘরে দেখা করতে বলেছিল। দ্বিতীয়দিন পাঠদানকালে একদল দামাল খোকা দড়াম করে দরজা ঠেলে কক্ষে ঢুকে পড়ায় আমার মৃদু প্রতিবাদে অপমানিত হয়ে তাহারা আবার ডেকে পাঠিয়েছিল হুমকির সুরে। যাইনি অবশ্য, অগ্রজ সহকর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই শীতের পাহাড়ি নদীর মতো সেই বিপুল জনস্রোত শুকিয়ে গেল। শুনলাম, পাস কোর্সের ক্লাসে এমনই হয়। একদা দুষ্টু ছেলেরা ভারী ও ভঙ্গুর বস্তুসমূহ নিয়ে ছোড়াছুড়ি খেলতে গিয়ে শিক্ষকদের বসবার ঘরের দেওয়াল ঘড়িটি ভেঙে ফেলে। সবক'টি রাজনৈতিক দলেরই ছাত্র সংগঠন শক্তিশালী হওয়ায় এই ঘরে নাকি প্রায়ই একটু-আধটু ঝড়জল হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রাণভয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় যেদিন শিক্ষকদের মাঝে আত্মগোপন করেন। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

কড়ি দিয়ে কিনলাম

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার দিদিমার দিদিমা, তহুরন বিবি সেই যে গত শতকের গোড়ার দিকে আমাদের বাড়িতেই একটি স্কুল খুলেছিলেন, তারপর ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের পরিবারের মহিলারা শিক্ষার সঙ্গেই যুক্ত। সেই অর্থে দেখতে গেলে আমি পঞ্চম প্রজন্ম, যে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নিয়েছি। তাহলে এই ১০০ বছরের মধ্যে শেষ ২৫ বছরে কতটা পরিবর্তন ঘটল এই শিক্ষাজগতে? সেটা কি শুধুই সোশ্যাল মিডিয়ার ঝাঁকুনি? অর্থাৎ, ফেসবুক থেকে টুইটার হয়ে ইনস্টাগ্রাম রিল বানানোর 'ট্রেন্ড' কতটা বদলে দিল শিক্ষার পরিবেশকে?

ছোটবেলায় মাকে যখন স্কুলে যেতে দেখতাম, তখন আমার ব্যাংক অফিসারের সহধর্মিণী মা যে পাটভাঙা শাড়ি পরে সরকারি স্কুলের দিকে হেঁটে যেতেন, আমি কি আজ, সেইভাবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারি? কেন আমি নিজে আর মা-দিদিমার মতো পাটভাঙা শাড়ি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই না, সেই আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে খেয়াল করলাম সিকি শতাব্দীর একটু আগে যখন আমি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছিলাম, তখন যত অনায়াসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপ বাগ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গোপালদার ফুচকার দোকানে দাঁড়িয়ে 'ফাউ' চাইতে পারতাম, আজকাল আর সেভাবে পারি না কেন? সোশ্যাল মিডিয়া নাকি বয়স, কোনটা আমাকে 'বল দেখে খেলতে' শেখাল?

এটা সত্যি, মনমোহন সিং ভারতের অর্থনীতিকে 'উদারনীতি'র এক্সপ্রেসওয়েতে তুলে দেওয়ার পরও, গত শতকের শেষ দশকে আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছি, তখনও সামনে যাঁরা 'রোল মডেল', সেই 'আইকনিক' শিক্ষকরা, অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, রজতকান্ত রায় কিংবা প্রশান্ত রায়— এমন 'কপিবুক' স্টাইলে চলতেন, যে আমাদের মস্তিষ্কে তো বটেই, হৃদয়েও ওই ছবিটাই আটকে আছে। পরবর্তীকালে যখন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়তে গেলাম এবং জানতে পারলাম সন্ধেবেলায় শিক্ষকের বাড়িতে গেলে আড্ডার সঙ্গে 'অনেক কিছু' জমে, তখন সত্যি কথা বলতে গেলে কি, একটু ধাক্কাই লেগেছিল। কিন্তু এখন জানি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরনের 'সান্ধ্য আসর' আর ব্যতিক্রম নয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শিক্ষাঙ্গন বলো, ভালো আছ তো?

> একজন শিক্ষক কখনোই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন না, যতক্ষণ না তিনি শিখছেন। শিক্ষকদের প্রথমে একজন ভালো শিক্ষার্থী হওয়া উচিত।
> - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিরদীপা বিশ্বাস

'আমাদের সময় হলে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেওয়া হত'... দুই মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক পাড়ার মোড়ে জটলায় ব্যস্ত একদল যুবকের মুখের সুবচনকে ইঙ্গিত করে কথাগুলো বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। গন্তব্য একই হওয়ার কারণে অগত্যা ওদের পেছনে হাঁটতে থাকলাম ভিড় ফুটপাথ দিয়ে।

'বাবানটার টিউশন নিয়ে হয়েছে ঝামেলা। দু'দিন হোমওয়ার্ক করে যায়নি বলে ওই ক্লাস ফাইভের ছেলের ওপর এত রাগারাগি করেছেন টিউশন মিস, যে বেচারার জ্বর চলে এসেছে কাঁদতে কাঁদতে। ছাড়িয়ে দেব ওটা।' সমর্থন এল 'ইস, বাচ্চা মানুষ, এভাবে বকলে হয়!' ঠিক ঠাওরাতে পারলাম না যে, এই একই লোক দুটো প্রথম মন্তব্য করেছিলেন কিনা।

শুধু পুঁথিগত বাঁধাধরা বিদ্যা নয়, একটা ছাত্রের মাটির তাল থেকে সঠিক মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে যে চারিত্রিক শিক্ষা দরকার তাও শিক্ষকদের থেকেই মেলে। রাগে গজগজ করা কোনও শিক্ষক যখন বলেন 'তোর দ্বারা কিস্যু হবে না রে গাধা' তখন এর পেছনে লুকিয়ে থাকে, একটাই নিশ্চুপ চাওয়া 'তোরা মানুষের মতো মানুষ হ'।

আজও মনে পড়ে সেই এক সন্ধের কথা, যেদিন আমি বুঝেছিলাম হাই-পাওয়ারওয়ালা চশমার ওপারে থাকা রাগী রাগী দুটো চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল শুধু আমার ব্যর্থতার দুঃখে। কিছু নম্বরের জন্য ক্লাস থ্রি'র অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম সেরা স্কুলটাতে ভর্তি হতে পারিনি সেদিন। আমার বয়সটা তখন আমাকে দুঃখ অনুভব করার সুযোগ সেভাবে দেয়নি। কিন্তু ওই দিদিমণি যাঁর কাছে অ্যাডমিশন টেস্টের তৈরি করেছিলাম এক বছর ধরে, তাঁর চোখ সেদিন অনেক কিছু বলে দিয়েছিল। তবুও জল মুছে, হাসিমুখে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন 'মাধ্যমিকটা জমিয়ে দিস, তারপর ঠিক পারবি'। সেই আশীর্বাদ কাজে লেগেছিল, পেরেছিলাম আমি।

হাতে ধরে ক, খ শেখানো থেকে কোন রান্নায় কী মশলা যায়, সাইকেলের ব্যালেন্স করার ট্রেনিং থেকে জীবনের গাড়ির স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরার বল অনবরত যাঁরা দিয়ে চলেছেন, সেই মা-বাবা, অভিভাবকেরা সবাই আমাদের শিক্ষক। তবে দুর্ভাগ্যজনক লাগে, যখন এই মানুষগুলোকে শুনতে হয় 'ও তোমরা বুঝবে না'- তাও তাদের মুখ থেকে, যারা কথা বলাটাই শিখতে পারত না, যদি না ওঁরা বট গাছ হয়ে থাকতেন।

'অমুক স্যর কান ধরে দাঁড় করিয়েছেন জানো...ওরাও তো বড় হচ্ছে বলো, মান-সম্মান তো ওদেরও আছে'- বড্ড জানতে ইচ্ছে করে- সারাটা জীবন মান-সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবে তো, যদি এখন সঠিক শাসন না পায়! এরাই তারপর হেডমাস্টার, প্রিন্সিপালের ঘর ঘেরাও করার স্পর্ধা দেখায়, অভব্য ব্যবহারকে নিজেদের বিপ্লবের অধিকার বলে গর্জন করে। মুক্তির স্বাদাস্বাদনে মত্ত হয়ে বোর্ড পরীক্ষার শেষে পাঠ্যবই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রাস্তা ভরায়। ভাবলে রীতিমতো গা শিউরে ওঠে, যে এদেরই কেউ কেউ হয়তো অদূরভবিষ্যতে দেশের আইনকানুনের রক্ষাকর্তা হবে।

সেই কারণে, সবার প্রথমে নিজের মনের মধ্যেকার দ্বৈতসত্তাটিকে হটিয়ে ফেললে মুশকিল। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে দু'পাতা লিখে ফেলব, প্রাইমারি স্কুলের উঠে যাওয়া আমাদের চোখে জল আনবে, নস্টালজিক হব, অথচ পরক্ষণেই 'আমার মেয়েটার সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন কী করে আপনি!' উপসংহার খাড়া করলে চলবে! আপনি ঘরে শাসন করবেন না, ঘরের বাইরে যাঁরা শাসন করতে যাবে, তাঁদের রীতিমতো শূলে চড়ানোর দশা করবেন আর আশা রাখবেন ভবিষ্যৎ সমাজ 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' শিখবে!

গুটিকয়েক ব্যতিক্রম সরিয়ে রাখলে শিক্ষকমহলেও এসব কারণে আজকাল এক ছাড়া ছাড়া ভাব দেখা যায়। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

ছোটগল্প

আমি, তুমি ও চিন্তামণি

সেবন্তী ঘোষ

আঁকা : অভি

চিন্তামণি কু ডাকল। তরুণ নিম গাছ থেকে কোকিল উত্তর দিল কু উ উ উ। চিন্তামণি উত্তর ফেরাল। সরল কোকিল চিন্তামণির নচ্ছার ঠকানি বোঝেনি, ফলে সে আরও কয়েকবার ডেকে গেল। অট্টালিকা আর গঙ্গার মাঝে কেবল নীচে গড়িয়ে যাওয়া ঢালু মাটি। ছাদে মেলা কাপড়গুলোর ভেতর দিয়ে হঠাৎ করে প্রবল বেগে হাওয়া বইতে শুরু করল। জোয়ার এসেছে গঙ্গায়। কোকিলের মনে বিধুর বিরহ এঁকে দিয়ে মোটা ঘুঙুর দুটো একদিকে ছুড়ে দিল চিন্তা। কামনা কাতর কোকিল ডাকতেই থাকল। ভ্রূক্ষেপহীন চিন্তা উঠে গেল চিলেকোঠার ঘরে। এখন সে দোয়াত কলম নিয়ে বসবে। তারপর সেই তুলোট কাগজগুলো ভারী যত্ন করে লাল সুতোয় বেঁধে বেনারসির ভেতর গুটিয়ে রাখবে। বিয়ের কাপড় পরা হবে না কখনও, তাই সে বেনারসি বড় ভালোবাসে।

ছেঁড়া, পিঁজে যাওয়া বেনারসির ভেতর চিন্তামণির লেখাগুলো পেলাম। লাল রংয়ের ফিতেটা ভারী এঁটে বসেছে। কাগজের মধ্যে ঝুরঝুরে ফুল বেল পাতা। তবে যে জানতে পারছি চিন্তা ছিল ভারী গোলমেলে, গৃহস্থ সমাজের বাইরের? বুবলাই বলে, সমাজ থেকে যারা ঠিকরে যায়, সমাজকে আঁকড়ে ধরতে চায় তারাই বেশি, তাই পুজো আচ্চা তারাই বেশি করে। তবে চিন্তার লেখায় ভক্তির লেশমাত্র নেই। গোল গোল মোটা অক্ষরে ফাজলামি আর আবোলতাবোল।

২

চিন্তামণি এই পুরোনো বাড়িটার শেষ দিকের বারান্দার পিছনে যে নিম গাছটার কথা লিখেছে, সেটা তখন বালিকা মাত্র। যেদিন ওই গাছের সরু অথচ দৃঢ় ডালে কোকিল দেখল, লিখল, 'সে আসিয়াছে বক্ষ জুড়ে। কৃষ্ণ রঙে যেন ময়ূরকণ্ঠী রোদ ঝলসে উঠেছে। ওই পাখির অমন রঙ যেন ঠিকরোয়। ছাদে কাপড় শুকোতে আসা মদনার মা হাকুর পাড়ল, কোন মিনসে চোকে আলো ফেলতিছে, দেক তো মনা!'

ফোন বেজে ওঠায় চিঠি পড়া থামায় তরু। আবার বুবলাই! জেন-এক্সদের এই এক বিপদ! লঘুগুরু জ্ঞান নেই। একটা ম্যাও লিখে বিল্লির ইমোজি পাঠিয়েছে তাকে। তরু, আদুরে ম্যাওকে একটা খেকুরে কুকুরের ইমোজি পাঠিয়ে দেয়। এখন চিন্তামণি তাকে ডাকছে। চিঠিগুলো যেন আচারের মতো। একটু একটু তারিয়ে তারিয়ে পড়বে। ওই তো এক গোছা মাত্র। ওটিটিতে সে বারো ঘণ্টাও সিরিজ দেখেছে। পারলে এক সিটিং-এ শেষ করে দিতে পারে। প্রথমে ভেবেছিল তাই, কিন্তু গত চার-পাঁচদিন সে এক প্যারাগ্রাফ করে পড়েছে আর বাদবাকি ছেড়ে রেখে গেছে। পোকা খাওয়া জায়গাগুলোর উপর রেখে পড়বে বলে আতশকাচ কিনে এনেছে। এই পুরোনো বাড়িটার পুরো গল্প একমাত্র চিন্তাই তাকে বলতে পারবে।

৩

মুক্তিপ্রসাদ আরাম কেদারায় বসেছিল। তার চোখ সুদূরে ছড়ানো গঙ্গার ওপারে। পাটের ব্যবসায় বড় লগ্নি করা হয়ে গেল। ফাটকা খেলার মতোই জীবন তার মতো চার প্রজন্মের ব্যবসায়ীদের। এইসব কাজে পরিশ্রমের দাম আছে, সততার নেই। হ্যামিলটনকে উৎকোচ দিয়ে একচ্ছত্র রপ্তানির ব্যবস্থা করছে। আর সেই কাজের রফা সামগ্রী? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুক্তিপ্রসাদ। কী মরতে সে পাইকপাড়ার বাগানবাড়িতে হ্যামিলটন আর ম্যাক সাহেবকে ডেকেছিল! কোকিল ডেকে চলে তীব্র স্বরে। এমন অলস সময়ে ঝিম ধরে আসে। কোকিলের স্বরে বেদম রাগ হল তার। উত্তর প্রত্যুত্তর সহ কোকিল ডাকল এবং ডাকতেই থাকল। পাকপাড়ার চিড়িয়াঘরে সে হরেক বিদেশি পাখি এনেছে। হরবোলার মতো এক পাখি নচ্ছার চিন্তামণির পাল্লায় পড়ে সাহেবকে গালি দিয়ে ফেলেছিল। নচ্ছারই বটে, মুক্তি তাকে বারোভাতারির জীবন থেকে মুক্তি দিল, তাকেই কি না অপদস্থ করা! ছটফট করে মুক্তিপ্রসাদ। চৌখুপি কাটা মেঝে পেরিয়ে শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী কোঁকড়া এলো চুলের চিন্তাকে আসতে দেখে তার খানিক পূর্বের রাগ গলে জল হয়ে যায়। চিন্তার হাতে ঘরে তৈরি ঘিয়ে ভাজা ছাতুর পরোটা। সঙ্গে আলু বেগুন চোখা। ঠিক যেমনটি তার দ্বারভাঙ্গায় থাকা পরিবার এনে দেয়। চিন্তার পিছনে দাসীর হাতে খাঁচা খাঁটি সোনায় তৈরি মুক্তি তাকে দিয়েছে। তার ভিতর সেই শয়তান হরবোলা পাখিটা।

> ফোন বেজে ওঠায় চিঠি পড়া থামায় তরু। আবার বুবলাই! জেন-এক্সদের এই এক বিপদ! লঘুগুরু জ্ঞান নেই। একটা ম্যাও লিখে বিল্লির ইমোজি পাঠিয়েছে তাকে। তরু, আদুরে ম্যাওকে একটা খেকুরে কুকুরের ইমোজি পাঠিয়ে দেয়। এখন চিন্তামণি তাকে ডাকছে। চিঠিগুলো যেন আচারের মতো।

মুক্তি ভ্রূ কোঁচকায়, বলে, তুই বাগানবাড়ি থেকে এটাকে কখন আনলি? আমাকে না বলে গেছিলি? চিন্তার দীর্ঘ আঁখিপল্লব বিষয়ে বিস্ফারিত হয়। ও মা সে কী? আপনি তো ম্যাক সাহেবের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন আমাকে। আপনি দিলেন সোনার খাঁচা। মেকুর এনে দিল পাখি। চম্পক অঙ্গুলি দু'পাশের দীর্ঘ দুটি হাত ডানার মতো ছড়িয়ে দেয় চিন্তা। বলে, এই, এই হুই, উড়ে যাব আমার পাখির সঙ্গে।

মুক্তি খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে। হিসহিস করে, বলে, ভুলে যাস না এখনও তোর মালিক আমি। সবিতাকে ছেড়ে তোর কাছে পড়ে থাকি বলে নিজেকে নবাবজাদি ভাবিস তুই?

আলগোছে মুক্তির বাহুতে হাত রেখে ঝটকা দিয়ে চুল ছাড়ায় চিন্তা। ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ এক হাসি খেলা করে। পায়ের কাছ থেকে উঠে বাহারি দোলনায় গিয়ে বসে। দাসী মুক্তির সামনে খাবার সাজিয়ে দেয়। কোলের উপর পানের বাটা খুলে পান সাজতে থাকে চিন্তা। খাঁচা থেকে পাখি চ্যাঁচায়, 'মাগির বড় দেমাক, মুখ পুড়ি মর মর!'

৪

বুবলাই যে এমন প্রস্তাব দেবে ভাবতেই পারছে না তরু। বলে কিনা প্রেমের সম্পর্কের নতুন নাম এখন এখন 'প্যান!', সবকিছু চলে সেখানে! প্রেমের আবার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় লিঙ্গ বলে কী আছে? যে কেউ যে কারও প্রেমে পড়তে পারে।

তরু বলে, তোদের যে কী সাহস! একসময় তোকে আমি পড়িয়েছি সেটা ভুলে গেলি! তাও ছেলে হলে বুঝতাম। না, আমার তেমন কোনও ট্যাবু নেই। কিন্তু তুই কিছুদিন আগে মাধবের সঙ্গে ঘুরছিলি।

বুবলাই বলে, ট্রু। ওটাও অ্যাফেয়ার ছিল কিন্তু শেষ এখন। মাঝে তুমি এসে গেলে।

তরু চোখ পাকায়, আমি এসে গেলাম মানে?

বুবলাই তার কোঁকড়া চুলে ঘেরা শ্যামলবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, চিন্তামণির কথাগুলো তুমি তো আমাকেই বলছ। সেই প্রথম দিন থেকে। নিজেকে জিজ্ঞেস করো।

তরু ঘাড় ঝেড়ে বলে, সম্পর্ক মানেই প্রেম নয়, বুবলাই তিতাস সান্যাল! সবকিছুর উপর একটা করে সংজ্ঞা বসাস না। দেখ চিন্তা শয়তান কেমন ময়না কোকিলের ডাক অব্দি নকল করে! ওই নাকি মুক্তি বাবুকে বিরক্ত করার জন্যে মাঝে মাঝে ডাক নকল করত!

বুবলাই বলে, তুমি প্লিজ ওকে শয়তান বোলো না।

এক তাড়া ঝুরঝুরে পাতা সামনে নিয়ে বসে আছে তরু। গঙ্গা আগের মতোই বারান্দা থেকে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। মাঝে নোংরা ধুলো পড়া ঝোপড়া, চায়ের দোকান। আর নীচের তলার সামনের অংশ দখল হয়ে গেছে। দোতলাটি হাতে পাওয়ার পর বসবাসযোগ্য করে তুলছে তরু। বন্ধ ঘর থেকে ভাঙাচোরা পুরোনো আসবাবপত্রের মধ্যেই এই তোরঙ্গ পেয়ে গেল। দোতলার ছাদ বারান্দায় একটা শেড ছাড়া কিছুই বদলায়নি সে। সেই বারান্দায় একটা পুরোনো আরামকেদারা সারিয়ে সুরিয়ে পেতেছে। চৌখুপি মেঝে একটু পালিশ করতেই ম্যাট ফিনিশে ঝলমলিয়ে উঠেছে। তরুর পায়ের কাছে থেবড়ে বসেছে বুবলাই। প্রথম দিন থেকেই তোরঙ্গ অভিযানে তরুর সঙ্গী সে। সেখানে বসেই দেখা যায় লম্বা করিডরের শেষ প্রান্ত ঢেকে আছে এক ঝাঁকড়া নিম গাছে। তার কালচে ছেড়ে ছেড়ে যাওয়া বাকলে বয়সের ছাপ। বারান্দায় নিম ফুল পড়ে থাকে অজস্র। তার ওপরেও মৌমাছি ভনভন করে। চিঠি পড়তে থাকে তরু।

৫

আমার বদলে মুক্তিবাবু পেল দেওয়ানি। মেকুর সাহেব কেন যে আমারে কিনে নিল তখনও বুঝিনি মাইরি। আমার পাখি গালি দিল আর ওর নজর পড়ল আমার দিকে। তবে সে পুরুষের নজর ছিল না। ও মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায়। তা দেখবে কী করে? সারাক্ষণ হ্যামিল সাহেব এঁটুলির মতো গায়ে লেগে থাকে। দুজনে ঘুমোতে যায় এক ঘরে। মেকুর সাহেব বলে, মুক্তিবাবু আমাকে মানুষ মনে করেনি। কী যে বলে ওই গোরা সাহেবরা! মেয়েরা কবে থেকে মানুষ হল! তাদের তো শুধু আস্ত একটা শরীর। বিছানার কাজ, খাটার জন্য দুটো হাত, বনবন করে হাঁটার জন্য দুটো পা। মেকুর নাকি আমাকে মানুষের জীবন দেবে। বদলে ওর সঙ্গে ইস্তিরি সেজে থাকতে হবে। যা মজার কথা বলে! সবার সামনে ওর ঘরে ঢুকে দোর দিতে হবে, তারপর পাশের দরজা দিয়ে ছোট ঘরে গিয়ে ঘুমোতে হবে। ওই ঘরে থাকবে ম্যাক আর হ্যামিল সাহেব। মাগো গো মা! দুই পুরুষের যা রঙঢঙ! আমার মা রাইমনি থেটার করত। বেপাড়া থেকে তার বাঁধা বাবু গেরস্ত ঘরে তুলেছিল। কানাঘুষো বলে ওই দুর্গামোহন রায় চৌধুরী। আমার বাপ। মায়ের গলায় পান্নার লকেটে সাহেবপাড়া থেকে লিখে নিয়ে এসেছিল নামটা। লোকটা মরল কোন একটা রোগে। ফলে আমাকে নামতে হল পেশায়।

হাত থেকে কাগজ খসে গেল তরুর।

> এক তাড়া ঝুরঝুরে পাতা সামনে নিয়ে বসে আছে তরু। গঙ্গা আগের মতোই বারান্দা থেকে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। মাঝে নোংরা ধুলো পড়া ঝোপড়া, চায়ের দোকান। আর নীচের তলার সামনের অংশ দখল হয়ে গেছে। দোতলাটি হাতে পাওয়ার পর বসবাসযোগ্য করে তুলছে তরু।

বুবলাই নিজের হাতের কাগজে রেখে সাগ্রহে খসে যাওয়া কাগজ তুলে নেয়। একটা হাত আশ্বাসের ভঙ্গিতে রাখে তরুর কোলে। রুদ্ধশ্বাসে সেই পৃষ্ঠা পড়ে। মাথা তুলে বলে, দুর্গামোহনকে চেনো তুমি?

তরু বলে, এবারে পরিষ্কার হল। এই বাড়ি কেন তরঙ্গলতা ম্যাকেঞ্জি আমাদের পরিবারে দিয়ে গেছিল। দুর্গামোহন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা। থাকতেন বর্ধমানে। পরিবারে এই বাড়ির কথা সবাই জানত কিন্তু কেউ থাকতে আসেনি। বাড়ির সবাই এই বাড়ি নিয়ে কথা তুললে আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে যেত। ওদের আরও অনেক সম্পত্তি আছে। ফলে গঙ্গার ঘাটের ধারে এমন ঘিঞ্জি এলাকায় ভেঙে পড়া, আধা দখল হওয়া একটা বাড়ি নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যথা হল না।

বুবলাই তখন তোরঙ্গে রাখা ছেঁড়া বেনারসি টুকরোর ভিতর কাগজপত্র ঘাঁটছে। উত্তেজিত রক্তবর্ণ মুখ তার। সিপিয়া টোনের একগাদা ঝাপসা ছবির মধ্যে থেকে একটা অস্পষ্ট প্রায় ছবি তুলে আনে। ঘনিষ্ঠভাবে উপবিষ্ট দুটি পুরুষের ছবির নীচে লেখা আর্থার হ্যামিলটন, জন ম্যাকেঞ্জি। হালকা হয়ে আসা ছবিতে এক পুরুষের নরম মেয়েলি চেহারা, কামানো গাল। অন্যজনের জাঁকালো গোঁফ, শক্ত চৌকো মুখ।

বুবলাই উত্তেজিত স্বরে বলে, ভেবে দেখো,ওই, ওই সময়টা রক্ষণশীল ইংল্যান্ডে জানাজানি হয়ে গেলে এরা খুন হয়ে যেতে পারত। অস্কার ওয়াইল্ডের ঠিক এই কারণে যে ট্রায়াল হয়েছিল, সেটা ভাবো তুমি। তবে, এখনই বা কোথায় এগোলাম আমরা, বিশ্ব উদার আমেরিকার নতুন নীতি দেখছ না? সমপ্রেমের বিয়ের আইনি অধিকার থাকছে না?

তরু বলে, তাই চিন্তার মতো মেয়েকে নির্বাচন করা হয়েছিল। বিয়ের মোড়কে তাকে রক্ষিতার অবস্থান থেকে উদ্ধার করা হল। আবার অন্যদিকে হ্যামিলটন আর ম্যাকেঞ্জির নিজেদের সম্পর্ক বজায় থাকল। অন্য মেমসাহেব এসব সহ্য করত না। চিন্তা তো প্রতিবাদ করার জায়গায় ছিল না। হয়তো শরীর নামে নরকের দ্বারে তার ঘেন্নাও ধরে গেছিল। মানসম্মান পেয়ে বেঁচে গেছিল সে। আর দেখ, উত্তরাধিকার যে ছিল না তা স্পষ্ট। না হলে চিন্তামণি ওরফে তরঙ্গলতা ম্যাকেঞ্জির প্রাসাদ দুর্গামোহন রায়চৌধুরীর পরিবারে এল কীভাবে?

কাগজপত্র বেনারসির ঢিপি সরিয়ে বুবলাই হাত ঝাড়ে। ঝুরঝুরে কাগজ থেকে অক্ষর গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে। সে বলে, এত কিছু কিউব মেলাতে যেও না। বেশি খুঁজলে ঠিক দেখবে এ বাড়ির কোনও কোনা খামচি থেকে চিন্তামণি দাসীর অয়েল পেইন্টিং বেরোবে, আর সেটি তোমার আদি কোঁকড়া চুল আর থুতনির তলার ভাঁজের সঙ্গে অবিকল মিলে যাবে! ফ্রেম টু ফ্রেম।

এতক্ষণে তরু বা তরঙ্গলতা রায়চৌধুরী হেসে ওঠে। বলে, ঠাকুরদা এই নামটা না দিলে আমি কিন্তু চিন্তামণির খোঁজখবরই করতাম না। এই বাড়ির গেটে এখনও লেখা আছে তরঙ্গলতা ম্যাকেঞ্জি। ওটা বেশ স্পষ্ট করে আবার লিখতে হবে নেমপ্লেটে।

গ্রীষ্ম দুপুরের গঙ্গার দমকা বাতাসে তখন ঘূর্ণিঝড়ে নিম ফুল আর পাতা উড়তে থাকে। ঝাঁকড়া গাছ থেকে কোকিল তখনো কু ডাকে, কু কু উউউ, কুউউ।

আন্তর্জালিয়াতির

তেরোর পাতার পর

তাছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই 'টিউশন' নামক সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়ে যেত। এইসব নানান কারণে, কিছুদিন পর থেকেই অনার্স-ক্লাসের গুটিকয় ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কেউ বেড়াতে আসত না। ব্যতিক্রম ছিল ছাত্র সংসদের নির্বাচন ও পরীক্ষার দিনগুলি। মজা করে বলা হত, মহাবিদ্যালয় আসলে কতকগুলি 'শন'-এর সমষ্টি। এডমিশন, ইলেকশন ও এগজামিনেশন। ব্র্যাকেটে টিউশন। বঙ্গের অনেক কলেজেরই এই চিত্র আজ কতটা বদলেছে বলতে পারব না। কয়েক বছর পর, আমার শিক্ষকদেরই সহকর্মী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে যোগ দিলাম।

সেই ছাত্রেরাই এখানে সন্ধে অবধি ক্লাস করছে, নোট লিখে এনে ঘরের বাইরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায়। দেখি তারাই গ্রন্থাগারে যাবার পথে শিক্ষকদের দেখে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াচ্ছে, শ্রদ্ধা ও বিনয়ে অবনত। কী রহস্য এই পালটে যাওয়া চিত্রপটের— স্থানমাহাত্ম্য নাকি উত্তরপত্রের মূল্যায়নকারীকে চোখের সামনে দেখা। পাঠ দিয়েছেন যিনি, খাতা দেখবেন তিনি। না, কেবলই তা নয়। সম্পর্ক শুধু দুটো মানুষই গড়ে তোলেন না, পরিকাঠামোর ঘটকালি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ছাত্র-শিক্ষকের কাম্য অনুপাত, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, সুশৃঙ্খল পরীক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিদ্যাচর্চার গুণগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি সুস্থ গুরু-শিষ্য সম্পর্কও গড়ে তোলে। প্রাথমিক থেকে উচ্চতম, সকল বিদ্যায়তনের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এমন পরিবেশেই শিক্ষককে প্রশ্নে ও তর্কে যাচিয়ে নিতে দায়বদ্ধ হয় ছাত্র, জাগ্রত থাকে শিক্ষকেরও ছাত্রসত্তা। ভারতবর্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অসাম্য অতুলনীয়। এমন দেশে একটিই সূচকে নগর শহর ও গ্রামের শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করার প্রকল্পটি বাস্তবসম্মত নয়। এমনকি একই চশমায় সমগ্র রাজ্যের শিক্ষার ছবিটাও ধরা যাবে না। তাই দক্ষিণে যখন মধ্যমেধার মহাযজ্ঞ নিয়ে হাহাকার করছেন বিদ্যাজীবীরা, উত্তরের উচ্চতম বিদ্যায়তনে আমরা দেখছি প্রথম প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা অমসৃণ পাথর হয়ে ঢুকে উজ্জ্বল রত্ন হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মহাবিদ্যালয়ের মহাপ্রলয়ের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উঠে এসে প্রাচীন দুয়েকজন কৃতী ছাত্রছাত্রী প্রকাশ করে যায় মুগ্ধতা ও কৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের অকিঞ্চিৎকর শিক্ষকজীবন আরও একটু সার্থকতা লাভ করার আগেই আশঙ্কায় ধূসর হয়ে উঠছে চারিপাশ। সম্পর্কের মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস। গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কতদিনই বা বাঁচানো যাবে গাছটিকে। অমঙ্গলের যে চিহ্নগুলি দৃশ্যমান, তাতে আশঙ্কা হয় সারা দেশেই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা না লাটে ওঠে। স্ব-অর্থায়িত শিক্ষাব্যবস্থাতেও, ছাত্র ও শিক্ষকের শারীরিক উপস্থিতিতে সম্পর্কগুলো তবু মূর্ত। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ইউটিউব-শিক্ষক ও টেক স্যাভি ছাত্রের নব্যভুবনে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের কী গতি হবে— তা আমি অনুমান করতে ভয় পাই। মূর্ত প্রকৃতি থেকে তো বটেই, প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষকে তার নিজের থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক হতে হতে যত দ্রুততায় আন্তর্জালিয়াতির কৃষ্ণগহ্বর আমাদের গ্রাস করছে, তা শুধু শিক্ষার নয়, সমগ্র সভ্যতারই সংকট।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

তেরোর পাতার পর

আমাকে যদি কেউ রক্ষণশীল ভাবেন, তাহলে খুব বিনয়ের সঙ্গে আমি স্বীকার করে নেব, আমি একটু 'সেকেলে'-ই বটে। শরৎচন্দ্রের 'নভেল'-এ আটকে না থাকলেও, সাদা ধুতি পাঞ্জাবিতে সৌম্যকান্তি অধ্যাপক কিংবা সাদা তাঁতের শাড়িতে অধ্যাপিকা হেঁটে আসছেন, দেখতে পেলেই প্রেমে ব্যস্ত শিক্ষার্থী যুগল আড়ালে সরে যাচ্ছে কিংবা শশব্যস্ত কেউ সিগারেট লুকোচ্ছে, এটা দেখতেই স্বচ্ছন্দ ছিলাম। সময়ের ব্যবধানে ছাত্র কিংবা ছাত্রী অধ্যাপকের কাঁধে হাত রেখে গল্প করছে কিংবা শিক্ষিকার হাতে-পিঠে ট্যাটু বা নেইল আর্ট পড়ুয়াকেও উদ্বুদ্ধ করছে সেইভাবেই শরীরকে রাঙাতে, ভাবলে পরে বুঝি সত্যিই এলন মাস্কের সময়ে ঢুকে পড়েছি। কিছুদিন বাদে তো চাঁদে আবাসিক কলোনি হবে আর মঙ্গলে বছরের শেষে ছুটি কাটাতে যাওয়াটাই 'ট্রেন্ড' হবে!

আসলে শরৎচন্দ্র থেকে বাংলা সিনেমায় উত্তমকুমার পর্যন্ত দেখতে অভ্যস্ত বাঙালির কাছে শিক্ষকের একটা 'মডেল' ছিল। ঠিক যেমন, আমি এবং আমার মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে ওঠা সন্তানেরা জানত বাড়ির দেওয়ালে যে ছবিটা ঝুলবে, বিয়ের পর বাবা-মায়ের আগ্রা কিংবা নৈনিতাল গিয়ে তোলা ভীরু ভীরু চেহারার 'ফ্রেম'। আমার শিক্ষিকা মা ছোটবেলায় দুই কন্যাকে নৈনিতালে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ার আগে যে সালোয়ার কামিজ পরেছিলেন, তা নিয়েই কত মনোজগতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। আজকে অনায়াসে ফ্লোরিডা কিংবা পাটায়ার সমুদ্রসৈকত থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আপলোড' করতে দেখি, তাতে নিশ্চিত হয়ে যাই কোনও রাজ কাপুরের আর ঋষি কাপুর এবং তাঁর শিক্ষিকা সিমি গারেওয়ালকে নিয়ে 'মেরা নাম জোকার'-এর মতো সিনেমা বানানোর দরকারই পড়বে না। সময় এতটাই বদলে গিয়েছে, যে শরীরের ট্যাটু বা আরও অনেক কিছু দেখিয়ে 'পুকার'-এ অমিতাভ বচ্চন আর জিনাত আমানের সমুদ্রের জল মাখানো গান দিয়ে রিল বানাতেও কোনও কুণ্ঠা বোধ নেই!

তাহলে আমিও কি 'সনাতনী'? চারপাশে সব কিছু ভেঙে পড়ছে বলে হা-হুতাশ করছি? আমি জানি কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে দল বেঁধে জেরক্স করিয়ে বাঁধিয়ে রাখার দিন চলে গিয়েছে। এখন হোয়াটসঅ্যাপের পৃথিবীতে সবাই 'গ্রুপ'-এ নোট চালাচালি করে। কিন্তু তাতে কি শিক্ষার মান বাড়ল? দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং এই দেশেরও বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে ঘোরার জন্যই বুঝতে পারি, শুধু তো আমাদের জীবনচর্চায় পরিবর্তন আসেনি, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণও চূড়ান্ত এবং সেটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বা স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে ওঠার কারণেই হয়েছে। অর্থাৎ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পড়ুয়া ভর্তি হয়, সে তার 'সিমেস্টার'-এর খরচ জানে বলে প্রতিটি 'লেকচার' বা ক্লাসের শেষে হিসেব কষে নেয়, যে তার ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিক খরচ উঠল তো! নাকি, যে ক্লাসটা করলাম, সেটা 'ফালতু' বা নেহাতই সময়ের অপচয়? আবার উলটোদিকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পড়ুয়া আসছে, তার যেহেতু চাকরি বা পেশাগত জীবনে প্রবেশের জন্য আরও কিছু জায়গায় 'ফ্যালো কড়ি, মাখো তেল'-এর নীতিতে চলতে হয়, সে-ও ভাবে এই যে, প্রায় বিনা খরচে সরকারি সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যা পাচ্ছি, তার কি আদৌ কোনও 'দাম' আছে? শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ দুই প্রান্তে এমন সংশয় এবং ধোঁয়াশা তৈরি করেছে, যে আর কেউ শিক্ষা-'দান' শব্দটি ব্যবহার করে না। বরং সবাই জানে আর অনেক কিছুর মতো এটাও একটা 'সার্ভিস' বা 'পরিষেবা', যার গায়ে ট্যাগ লাগানো আছে, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'।

আমাদের পরিবারের ১০০ বছরের একটু বেশি শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার ইতিহাসে যেমন আমরা জেনেছি মানচিত্র বদলে যায়, রাজনীতির অভিঘাতে সামাজিক সম্পর্কে সংশয় তৈরি হয়, তেমনই বুঝি মূল্যবোধও বদলায়। সিকি শতাব্দী আগে যে আমি ছিলাম 'আধুনিক', আজ সেই আমিই কি একটু 'সেকেলে', 'রক্ষণশীল'?

হলিউডের ছবিতে কিছু বিখ্যাত 'শিক্ষক'

টু স্যর, উইথ লাভ (১৯৬৭)

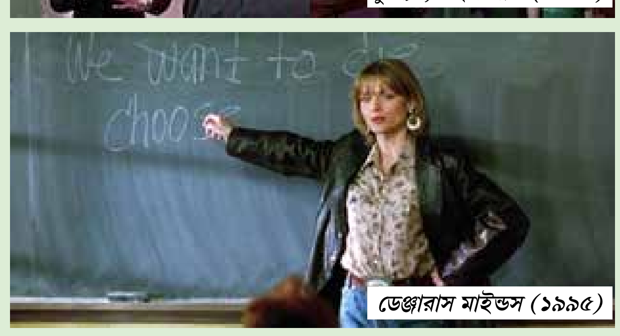

ডেঞ্জারাস মাইন্ডস (১৯৯৫)

স্কুল অফ রকস (২০০৩)

শিক্ষাঙ্গন

তেরোর পাতার পর

ক্লাসরুমের গণ্ডিতেই যে পড়ুয়া শিক্ষকের শাসন মানতে নারাজ, কোন হিসেবে পাড়ার মোড়ে 'মস্তানি' করতে দেখলে তাকে এগিয়ে গিয়ে কড়া সুরে ধমক দেবেন তাঁরা!

আমাদের প্রজন্ম বুড়িয়ে তো যায়নি, অথচ বছর পনেরো পেছনে ফিরলে পরিষ্কার দেখতে পাই, বাড়ির ভেতরে অভিভাবকেরা ঠিক যতটা কড়া বাঁধনে, নিয়মে রেখেছিলেন বাইরেও সেই একই রীতি আমরা মেনে চলতে বাধ্য হতাম। যদি কোনও দিদিমণি ইস্কুল গণ্ডির বাইরেও দুষ্টুমি করতে দেখে ফেলেন, তাহলে আর রক্ষে নেই। কই, মা তো এতে দোষ দেখতেন না। শিক্ষকেরা তখন রীতিমতো ত্রাস। কানমলা কক্ষনো কাউকে দিতেন না, কিন্তু সেই ভয়ে পড়া করে যাওয়া চাইই চাই, পড়া না পারলে রীতিমতো বাড়ি বয়ে গিয়ে নালিশ, তারপর উত্তমমধ্যম।

আজও রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় কোনও শিক্ষকের দেখা পেলে একইভাবে থমকে যাই মিনিট দুই সেই ছোট্টবেলার মতো। তবে ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। বর্তমানে এসব কেমন যেন যান্ত্রিক আর কর্পোরেট স্টাইলে বেড়ে উঠছে। দিদিমণি থুড়ি মিসরা তাদেরই একটু সুনজরে রাখেন, যাঁরা 'থ্রি ডেজ ইন আ উইক' স্পেশাল রগরানিতে থাকতে ইচ্ছুক। হাইস্কুলেও এসব চল দেখা যাচ্ছে বৈকি। এই নিউ ট্রেন্ড মানতে বাধ্য হচ্ছি আমরাও।

কী আর করার, সরস্বতীর পাশাপাশি লক্ষ্মীদেবীর কথাটাও তো ভাবতে হবে।

গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গুরুদক্ষিণা বলেও একটা বিষয় তো থাকেই। তবে, আগে তা ছিল 'তুই ভালো মানুষ হ রে ছোঁড়া, আর কিচ্ছুটি লাগবে না'। আর হালফিলে তা বদলে হয়েছে 'তিন তারিখ হয়ে গেল মাসের, একটু দেখবেন'। অন্যদিকে বাবানরাও দিব্যি শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা ভুলে মুখ উঁচিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শিক্ষকের সামনে দিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। জানেই তো, এ মাস্টারমশাই কিচ্ছুটি দেখবেন না।

গফুর

ছন্দা বিশ্বাস

আঁকা : অভি

বদরতলা কোর্ট চত্বরে আজ মাছি থিকথিকে ভিড়। বিচারক সরিৎশেখর ব্যানার্জীর এজলাসের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রমজান, আজান, রফিকুল, বসিরেরা মিলে অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশ জন মউলি। নীচে আরও ত্রিশ-চল্লিশজন অপেক্ষা করছে। ভোরবেলা রওনা দিয়েছে। কত নদী গাঙ হাওড়- বাওড় পেরিয়ে প্রথমে হিঙ্গলগঞ্জ, সেখান থেকে বাস ধরে তবে বদরতলা আদালতে আসতে হয়েছে।

গফুরচাচার শুনানি আছে। আজই বিচারক রায় দেবেন। সকলেই উন্মুখ হয়ে আছে এই রায় শোনার জন্যে। বিচারে গফুরচাচার কী সাজা হবে সকলের ভিতরে দারুণ উদ্বেগ। নিজেদের ভিতরে জোর জল্পনাকল্পনা চলছে।

বড্ড ভালো মানুষ এই গফুরচাচা। বিশ-পঁচিশ বছর ধরে তাদের দলটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পেশায় তারা মউলি। সুন্দরবনকে বলে 'বাদাবন'। সেই বাদাবনে মধু সংগ্রহ করতে যায় গফুরচাচার সঙ্গে। গফুরচাচা হল দলের মাথা। দিব্যি শান্ত মাথার মানুষটা সেদিন কেন যে অমন খেপে গেল কে জানে। গফুরচাচার এই জাতীয় আচরণ তারা বিশ্বাস করতে পারছে না।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অপরাধী।

নাম : গফুর আলি

বয়স : পঞ্চাশ

ঠিকানা : কালীতলা গ্রাম, কুলতলি ব্লক, হিঙ্গলগঞ্জ থানা

পেশা : মউলি।

নদীর ধারে গফুরের ঘর। নদী পেরোলোই সুন্দরবন। খুব ছোট বয়েস থেকে গফুর সুন্দরবন থেকে মধু, মোম সংগ্রহ করে। অসময়ে নদী থেকে মাছ, কাঁকড়া ধরে। এই বন গফুরের হাতের তালুর মতো চেনা। জঙ্গলের কোন অংশে সবচেয়ে বেশি মৌমাছিরা চাক বাঁধে, কোথায় সুন্দরী-গরান গেঁওয়া-খলসে গাছ বেশি জন্মায়, কোন নদীতে কী কী মাছ পাওয়া যায় তার মতো আর কেউ জানে না। জঙ্গলের কোন দিকে লুকিয়ে থাকে হিংস্র রয়েল বেঙ্গল টাইগার, কোন অঞ্চলে বাঘের থেকেও ভয়ংকর জলদস্যুদের আস্তানা -সব তার নখদর্পণে। গাছের পাতার আওয়াজ শুনলে বুঝতে পারে গফুর 'সে' অর্থাৎ 'দক্ষিণরায়' আসছে। জঙ্গলের ভিতরে শিসের ধ্বনি কানে এলে গফুরের চোখ বিস্ফারিত হয় জলদস্যুদের কথা ভেবে। এই শিস ওর চেনা!

সঙ্গে সঙ্গে দলের সকলকে সতর্ক করে দেয়। কত দিন কত বিপদ থেকে গফুর দলের ছেলেদের বাঁচিয়ে এনেছে। বাঘ, জলদস্যু কিংবা ভয়ংকর শঙ্খচূড়ের ছোবল থেকে।

গফুরচাচা তাই সকলের বল, ভরসার স্থল।

বনে প্রবেশ করে গফুর থাকে সকলের সামনে। তার সঙ্গে থাকে সেই ব্যক্তি জঙ্গলের লতাপাতা, কাঁটা ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। গফুরের চোখ থাকে উপরের দিকে। সে খুঁজে বেড়ায় মধুর চাক। পিছনের একজন থাকে 'কারু' হাতে। হেঁতাল গাছের লাঠির আগায় কাঁচা গোলপাতা বেঁধে বানাতে হয় এই কারু। চাক দেখলে কারুতে আগুন দেয়। সঙ্গে থাকে ধুনো। ধোঁয়ায় মৌমাছি উড়ে পালায়। ধুনোর গন্ধ পেলে বাঘ চুপি চুপি হানা দেয়। বুঝতে পারে মানুষ ঢুকেছে বনে। গফুর তাই চারিদিকে কড়া নজর রাখে। চাক কাটার সময়ে গফুর নির্দেশ দেয় কীভাবে চাকের পিছনের অংশের বেশ কিছুটা রেখে সামনের অংশ কাটতে হবে। যাতে পরেরবার সেই চাক পুনর্গঠন করতে পারে মৌমাছিরা।

বন দপ্তরের সকলেই গফুরচাচাকে চেনে, জানে। খুব খাতির করে সকলে, রেঞ্জারসাহেব পর্যন্ত গফুর আলিকে 'চাচা' সম্বোধন করেন। এটাই গফুরের গর্ব।

সেদিন হাওড়া থেকে বলাই, নিমু, বিন্দু, অর্থিতরা গিয়েছিল সুন্দরবন ভ্রমণে। একটা নৌকা ভাড়া করেছিল ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত মধু সংগ্রহের সময়। বাকি সময়টা মউলিরা মাছ ধরে নয়তো অন্যান্য কাজ করে। পেটের টান বলে কথা। নোনা মাটিতে ভালো ফসল জন্মে না। জীবিকার জন্যে তাই হরেক রকমের কাজের সন্ধান করতে হয়। কেউ ট্যুরিস্টদের নৌকায় করে নদী জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখায়।

জলে কুমির, জঙ্গলে বাঘের ভয়। তার থেকেও বড় ভয় মহাজনদের দেনা। ঋণ শোধ হয় না কিছুতেই। তার উপরে জলদস্যুরা জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় করত কিছুদিন আগে পর্যন্ত।

গফুরচাচা নৌকায় সেদিন চারজন উৎসাহী পর্যটককে নদী-জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখাবেন ঠিক হয়।

বলাই, নিমু, বিন্দু, অর্থিতরা চার বন্ধু বন দপ্তরের অফিস থেকে পাস নিয়েই গফুরের সঙ্গে এগিয়ে গেল।

নিমু দুই হাজার টাকায় গফুরকে রাজি করাল। আজ সারাটা দিন গফুর নদী-জঙ্গল-খাঁড়ি ইত্যাদি ঘুরিয়ে দেখাবে।

নৌকায় পা দিতেই জোর ধমক খেল নিমু।

গফুর শুরুতেই সকলকে দেখিয়ে বলল এই, এই দিক থেকে ওঠো বাপুরা।

নিমু সেদিকে কান না দিয়ে অন্য জায়গা দিয়ে উঠতে গিয়েই ধমকটা খেল।

একজন অশিক্ষিত গরিব মাঝির কাছে ধমকটা ঠিক হজম করতে পারছিল না। আবার কিছু বলতেও পারছে না। নৌকা ভাড়া করা হয়ে গেছে।

ধমক খেয়ে সেও পালটা কিছু কথা বলল। বিন্দু ওকে থামাল, 'এই থাম না, যা বলছে শোন।'

গজ গজ করতে করতে নিমু নৌকোর একপ্রান্তে গিয়ে বসল।

শান্ত নদীবক্ষে ভেসে চলেছে নৌকা। দুইধারে সুন্দরী-গরানের জঙ্গল। গফুর দাঁড় টানছে আর গল্প করছে। বলাই গফুরের মুখ থেকে জেনে নিচ্ছে কোনটা সুন্দরী, কোনটা গেঁওয়া, পশুর আর হরিণআড়ু গাছ। নীচে বেশ কতকগুলো চিতল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেঁওয়া, পশুর আর হেন্তাল গাছের পাতা খাচ্ছে। শীতের শুরু তাই বনতল বেশ ফাঁকা। হরিণগুলোর ভীতসন্ত্রস্ত চাহনি। নদীর দুই পাশে ঘন বন, অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিমুর মনের ভিতরে অন্য এক আঁধার জমাট বাঁধছে।

গদাই ফোটো তোলায় ব্যস্ত। সামনেই নদীটা বাঁক নিয়েছে। গফুরের ভাষায়, 'হুলো'। কিছুটা চলার পরে অন্য একটা নদীতে গিয়ে পড়ল। এদিকের বন আরও ঘন। জমাটবদ্ধ অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। গফুরচাচা দাঁড়টা সজোরে টেনে বলেন, বাবারা এট্টু সাবধানে থাকপেন। জায়গাটা বিশেষ সুবিধের না।

সকলে দেখল এদিকের বনের চেহারা আলাদা। শীতের শুরু, প্রচুর পাখি আসতে শুরু করেছে। হর্নবিল, খোন্তা বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, ধনেশ পাখিরা গাছের ডালে বসে আছে। গদাই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা গ্রিনবিল্ড মালকোয়া পাখিকে ফ্রেমবন্দি করল। গফুর দেখাল কোনটা বামুনি মাছরাঙা, কালো টুপি মাছরাঙা, সাদা ঘাড় মাছরাঙা এবং লাল মাছরাঙা। আর দেখাল সিন্দুরে মৌটুসিকে। চলতে চলতে কত মাছের নাম শোনাল। নামানুসারে জায়গার নাম হয়েছে দাঁতনে খালি, পারশে খালি ইত্যাদি। শোনাল এক ধরনের উড়ন্ত মাছের কথা। বাঙ্গশ মাছ শীতকালে বাদা থেকে উড়ে গিয়ে চাষিদের গোলা থেকে ধান খেয়ে আবার উড়ে চলে আসে।

গদাই-বলাই-বিন্দুরা হাঁ হয়ে গেছে গফুরচাচার গল্প শুনে।

পাঙ্গাশ মাছের আকার দেখে গফুর বুঝতে পারে বনে মধুর চাক কেমন হয়েছে।

বলাই বলল, 'কীরকম?'

গফুরের মাথায় বটের ঝুরির মতো চুল, ঝুলকালো দাড়ি, উলুখাগড়া গোঁফের ভিতরে পান-দোক্তায় রাঙানো দাঁত বের করে হেসে বলে, 'কেওড়া আর বাইন গাছের ফল নদীতে ঝরি পড়লি পরে সেই ফল খাতি আসে পাঙ্গাশ মাছ। সেই ফল খেয়ে তারা বেশ নাদুসনুদুস হয়। তহন বুঝতি পারি ফল যখন হয়ছে তখন ধরে নিতি হবে অনেক ফুল ফুটিছে এবং পরাগায়ন ভালোই হয়ছে।'

গদাই ছবি তোলা বন্ধ রেখে বলল, 'চাচা, তুমি তো ভারী জ্ঞানী আর মজার মানুষ দেখছি।'

ওরা যখন বাদাবন নিয়ে চর্চা করছে সেই সময়ে নিমু ঢোলা প্যান্টের ভিতরের চোরাই পকেট থেকে চুপি চুপি এক পাইট বের করে দুই ঢোক খেয়ে নিল।

গদাই চোখ বড় করল। গফুর শুরুতেই বলে দিয়েছিল মদ নিয়ে নৌকোয় ওঠা নিষেধ আছে।

ওরা তখন কেউ স্বীকার করেনি।

গফুর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। বিপক্ষের উকিল কথার প্যাঁচে আটকে ফেলেছে গফুরকে। সরলমনা নিরক্ষর মানুষটা বড্ড অসহায় বোধ করছে।

বিচারক জানতে চেলেন, 'আপনি নিমুর গায়ে ওভাবে হাত তুললেন কেন বলুন তো?'

গফুর বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'হুজুর, ছাওলডা আমার আম্মারে অপমান করিছেল, তাই,'-

'আম্মা?'

দুঁদে উকিল হোহো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'স্যর শোনেন ওর কথা। এখানে আম্মা আসে কোত্থেকে, শুনি?'

বিচারক অবাক চোখে দেখছেন গফুরকে। বোঝার চেষ্টা করছেন, নদীতে নৌকোয় ভ্রমণ করতে গেছে। সেখানে আম্মা আসবে কোত্থেকে যে মায়ের অপমানের জন্যে গফুর ছেলেটাকে পালটা আঘাত করল?

উকিল ধমকে বললেন, 'কী বলছ? পরিষ্কার করে জবাব দাও? আবোল-তাবোল বলে পার পাবে না, বলে দিচ্ছি।'

গফুর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে গফুরের পক্ষের উকিল বিচারকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কিছু বলতে পারি স্যর?'

ছোটগল্প

শীতের শুরু, প্রচুর পাখি আসতে শুরু করেছে। হর্নবিল, খোন্তা বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, ধনেশ পাখিরা গাছের ডালে বসে আছে। গদাই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা গ্রিনবিল্ড মালকোয়া পাখিকে ফ্রেমবন্দি করল।

'বলুন?'

'স্যর, বাদাবনের মাঝিরা তাদের নৌকাকে মাতৃজ্ঞান করে। মায়ের মতো সম্মান করে এই নৌকাকে। বাদাবনের নৌকায় দুটি পবিত্র দিক আছে। একটি হল নৌকার সামনের দিক আর অন্যটি হল নৌকার মাঝের অংশ। মাঝিরা এই অংশটিকে নৌকোর নাভিদেশ কল্পনা করে। তাই ওঠবার সময়ে এই দুই অংশে পা দিতে বারণ করেন।'

সামান্য দম নিয়ে বলেন, 'হুজুর, দারুশিল্পীরা যখন নৌকা বানায় তখন নৌকার মাঝখানের যে লম্বা মজবুত তক্তা, যাকে ওরা মানুষের শিরদাঁড়া কল্পনা করে সেখানে তুলসী, সোনা, রুপো, তামা ইত্যাদি দিয়ে পুজো করে।

সুন্দরবনে জালের মতো বিছিয়ে আছে অসংখ্য নদী। নদীই ওদের জীবিকা, জীবন। বাদাবনের মানুষ এই নৌকাগুলোকে মায়ের গর্ভ হিসাবে দেখে। নৌকার মাঝের নাভি নীচের অংশকে মায়ের যোনি কল্পনা করে। তাই যখন বাইরের কেউ নৌকায় ওঠে তখন তাকে বলে দেয় এই দুই জায়গায় যেন সে পা না দেয়।

আর নৌকার উপরে কখনও কেউ উপুড় হয়ে না শোয়।

গফুর নিমুকে কয়েকবার সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু নিমু সেটা তোয়াক্কাই করেনি। ও মদ খেয়ে জামা খুলে এক সময়ে সেই জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল।

সেই দৃশ্য দেখে গফুরের মাথা গরম হয়ে যায়। গফুর রেগে গিয়ে নিমুকে ধমকে দিলে তখনি গফুরের সঙ্গে ওর তর্কাতর্কি শুরু হয়।

নিমুই প্রথমে ওর হাতের পাইট দিয়ে গফুরের মাথায় সজোরে আঘাত করে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়।

হাঁটুর বয়সি ছেলেটার ঔদ্ধত্য আর অসভ্যতা দেখে গফুর বইঠা দিয়ে নিমুকে পালটা আঘাত করে।

সেদিন উপস্থিত বন্ধুরা স্বীকার করেছে কী ঘটেছিল। তাছাড়া সেসময়ে নদীতে আরও কয়েকটা নৌকা ছিল। মাঝিরা সকলে একজোট হয়ে নিমুর উপরে চড়াও হয়। এত বড় স্পর্দ্ধা? গফুরচাচার গায়ে হাত তুলেছে!

পরিস্থিতি ঘোরালো হচ্ছে দেখে গদাই-বিন্দুরা সেদিন কোনওরকমে হাতে-পায়ে ধরে ওখান থেকে পালিয়ে আসে।

নিমু এই অপমান ভুলতে পারল না।

বদরহাটে এসে নিমু বাবাকে ফোন করল। নিমুর বাবা প্রভাবশালী মানুষ। তিনি গফুরের নামে এফআইআর করলে পুলিশ গফুরকে অ্যারেস্ট করে।

বাদাবনের মাঝিরা এটাকে ঘোর অন্যায় বলে মনে করল। ওরা বনধ ডাকল। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। গফুরের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে সুন্দরবন ভ্রমণ। শুধু তাই-ই নয়, সরকার থেকে যদি ওদের প্রোটেকশন না দেয় ওরা জঙ্গলে মধু আনতেও যাবে না।

সকলেই এই সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয় এই বন থেকে। তাই জেলে-মউলিদের চটালে বিপদ আছে মনে করে ওদের সঙ্গে একটা রফা করে।

এদিকে জেলে-মউলি ইউনিয়নের লিডার সামসুদ্দিন ব্যাপারটা দেখছে।

নিমুর পক্ষে একজন দুঁদে উকিল লড়ছেন। সুন্দরভাবে তিনি যুক্তির ঘুঁটি সাজিয়েছেন। কী করবে গরিব হতভাগা গফুর মিয়াঁ? কী ক্ষমতা আছে ওর?

সকলেই চুপ করে অপেক্ষা করছে। থমথম করছে এজলাস। বিচারক মন দিয়ে দুই পক্ষের কথা শুনলেন।

আপাতত এটুকুই।

দ্বিতীয়ার্ধে রায় ঘোষণা করা হবে।

সকলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছে।

বিচারক সমস্ত কিছু শুনে রায় ঘোষণা করলেন। সব কিছু শোনার পরে গফুরের তিন বছর জেল এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হল। বিচারক চেয়ার ছাড়লেন।

নিমুর উকিল সন্তুষ্ট নন। নিদেনপক্ষে ছয় বছর হাজতবাস দেওয়া উচিত ছিল।

গফুর নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল বিচারকের চেয়ারের দিকে।

গফুরের পাংশুটে মুখের দিকে তাকিয়ে সামসুদ্দিন বলল, এই তিনটে বছর আমি তোমার পরিবারকে দেখে রাখব, চাচা। আমরা উচ্চতর আদালতে যাব। বাদাবনের মাঝিদের বিশ্বাসবোধকে আঘাত করেছে নিমু। তারও যোগ্য সাজা হওয়া দরকার।

নিমুর আঘাত তেমন কিছুই নয় সকলেই জানে। কিন্তু ক্ষমতার কাছে হার মানতে হয়।

বাইরে বেরিয়ে নিমুর উকিল গফুরের উকিলকে চোখ মেরে বললেন, অল্পেতেই রক্ষে পেলে, এমন কেস দিতাম গফুরকে দশ বছর জেলের ঘানি টানতে হত। কেউ বাঁচাতে পারত না।

হতবাক গফুর ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে প্রিজন ভ্যানের দিকে। তার পিছনে আসছে দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা জেলে, মউলি, বাউলির দল।

গারদে ঢোকার মুহূর্তে গফুর ভাবছিল সুন্দরবনের বাঘকেও কোনও কোনও সময় হার মানতে হয় মানুষের বন্যতার কাছে।

আয় মন বেড়াতে যাবি

রোদের সোনালি রং প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চিকচিক

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

ছোটবেলায় স্কুলে পড়াকালীন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ক্রিকেটের সূত্রে। কিন্তু কোনওদিন কল্পনাও করতে পারিনি যে, সেই দেশে আমার যাওয়ার সুযোগ হবে। সুবিশাল ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট যখন রাত ৮টার সময় সিডনি শহরে ল্যান্ড করছে, তখন প্লেনের কাচে কুয়াশা এবং বাইরে বৃষ্টি। আমার চোখ জলের আর্দ্রতায় ঝাপসা হয়ে এসেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল সেই স্কুলের কথা। সাদা-কালো ইউনিফর্ম পরা, বাংলা সাইকেল চালানো ছোটবেলার কথা। অবশেষে এসে পৌঁছোলাম বিয়ার, ক্যাঙারু, ক্রিকেট ও রাগবির দেশ, অস্ট্রেলিয়ায়।

আমি এবং আমার বন্ধু অভিনেতা ঋতব্রত মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে সিডনির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম গত ৬ মার্চ। কলকাতা বিমানবন্দরের ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালে দাঁড়িয়ে আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমাদের ফ্লাইট ছিল কলকাতা থেকে সিডনি। মধ্যিখানে কুয়ালা লামপুরে লেওভার। রাত ১১টা ৩০-এ কলকাতা ছেড়ে ভোর সাড়ে ৪টায় কুয়ালা লামপুরে পৌঁছোলাম। চারপাশ থেকে বাংলা ও হিন্দি হরফ উবে গিয়েছে। ইংরেজির সঙ্গে সাইনবোর্ডগুলোয় জায়গা নিয়েছে নতুন এক ভাষা। সকালে খুব খিদে পেয়েছিল। এদিকে, পকেটে যে ভারতীয় টাকা পড়ে রয়েছে তা তো এখন শুধুমাত্র কাগজের টুকরো। কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করে ব্রেকফাস্ট সারলাম। এরপর আর দেরি না করে সোজা সিডনির ফ্লাইটে। রাত সাড়ে ৮টায় সিডনি পৌঁছোলাম। ইমিগ্রেশন পার করে কাস্টমসের গণ্ডি পেরিয়ে অবশেষে পা দিলাম ক্যাঙারুর দেশ অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে।

আমরা যার আমন্ত্রণে নাটক করতে সিডনি গিয়েছিলাম সেদিন রাতে তাঁর বাড়িতেই উঠলাম আমরা। জল তেষ্টা পেয়েছিল খুব। জল চাইতেই দেখি রান্নাঘরের সিঙ্ক থেকে কল খুলে গ্লাসে ভরে সেটা আমায় দিয়েছে। ভাবুন, আপনি নতুন কারও বাড়িতে গিয়েছেন, সেখানে যদি কল খুলে আপনাকে জল ভরে এনে দেয় কী যাচ্ছেতাই না আপনার লাগবে। কিন্তু এখানে এটাই স্বাভাবিক। আমি হলিউডের ছবিতে এটা দেখেছিলাম। এবার এটা আমার সঙ্গে হচ্ছে। হলিউডের ডিরেক্টর ডেভিড ফিনচারের খুব ভক্ত। আমার প্রথম দিন থেকেই সিডনি শহরে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন আমি আস্ত একটা ডেভিড ফিনচারের সিনেমার সেটে এসে পড়েছি। ফাঁকা ফাঁকা জায়গা, বাংলো মতন বাড়ি, বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান, ব্যাকইয়ার্ড, বেশ কিছু বাড়িতে বোট বা নৌকো রাখা। সিডনি গিয়ে জানতে পারলাম,

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বহু পরিচিত অপেরা হাউস ও হারবার ব্রিজ।

অজিদের উইকএন্ডের অন্যতম আকর্ষণ হল হাতে বিয়ার নিয়ে এই বোটিং এবং ফিশিং। পরদিন সকালে উঠে বাইরে এসে দেখছি রোদ পড়েছে সামনের বাগানে। আমি জানি এ আমাদের জলপাইগুড়ির চড়া রোদ নয়। এ বিদেশি রোদ। রোদে দাঁড়াতেই দেখি হাত-পা জ্বলে যাচ্ছে। এত তাপ সেই রোদের। আমাদের কাছে সাদা চামড়ার দেশ মানেই ঠান্ডার জায়গা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে সামারে প্রচণ্ড গরম পড়ে। দিনের বেলায় তাপমাত্রা ৩৫ ছাড়িয়ে গিয়েছে কোনও কোনওদিন। আবার রাত হলেই তাপমাত্রা নেমে আসছে ১৬ কিংবা ১৫-তে। এই গরমের বিষয়টাতেই ওয়েস্টার্ন সিনেমার সঙ্গে ব্যাপারটা মিলল না। আর আমার কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যাওয়া কালো লং কোটটাও একগাদা জায়গা নিয়ে ট্রলির একটা ধারে মন খারাপ করে পড়ে রইল।

ওখানে আমরা সকালে কাজ থাকলে কাজে বের হতাম অথবা ঘুরতাম। আর রাতে রিহার্সাল করতাম প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে। একদিন রাতে রিহার্সাল শেষে আমাদের একজন ঘুরতে নিয়ে গিয়েছে। সেদিন ছিল আমাদের প্রথমবার সিডনি শহরে যাওয়া। আমার ছিলাম কান্ট্রি সাইডে, মূল শহর থেকে বেশ দূরে। এদিন রাতে আমরা প্রথম পৌঁছোলাম সিডনি শহরে। চারদিকে উঁচু উঁচু বিল্ডিং উঠে গিয়েছে। শনিবারের রাত, রাস্তায় ছেলেমেয়েরা আনন্দ করছে। গান গাইছে, গল্প করছে, বিয়ার খাচ্ছে। কেউ কাউকে বিরক্ত করছে না। কেউ এসে বলছে না যে তুমি এরকম পোশাক কেন পরেছ আথবা অমুকের পাশে কেন বসেছ? আসলে মরাল পুলিশিংয়ের কোনও জায়গাই নেই এখানে। আমাদের গাড়ি এসে থামল একটা পার্কের কাছে। হাতে একটা আইসক্রিমের বাটি ছিল। সেটা একটা ডাস্টবিন দেখে ফেলতে গিয়ে যখন মুখ তুলেছি, সোজা দেখতে পাচ্ছি প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর জল, তার ওপরে সিডনি হারবার ব্রিজ আর পাশে সিডনি অপেরা হাউস! এ দৃশ্য আসলে ছবি তোলার নয়, লিখে ব্যক্ত করার নয়, শুধুমাত্র প্রাণভরে দেখার। তারপর সময় করে আরও বেশ কয়েকবার গিয়েছি সিডনি অপেরার সামনে। নাটক দেখেছি দুটো। নাটকের ছাত্র হিসেবে অপেরা হাউসে বসে নাটক দেখছি, ভাবতেও অদ্ভুত লাগছিল। সব স্বপ্ন কি এভাবেই সত্যি হয়?

সিডনি অপেরার সামনেই ফেরিঘাট। সুন্দর সমস্ত ফেরিগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টিকিটের একটাই ব্যবস্থা। ওপাল কার্ড। অনেকটা আমাদের মেট্রো কার্ডের মতো। আমাদের গন্তব্য সিডনির বিখ্যাত ম্যানলি বিচ। সিডনি আসলে যতটাই বিখ্যাত এর অপেরা হাউসের জন্য, ঠিক ততটাই বিখ্যাত এর ছবির মতন সুন্দর বিচের জন্য। আমরা যখন ফেরি করে ম্যানলি পৌঁছোলাম তখন রোদের সোনালি রং প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পড়ে চিকচিক করছে। ফেরি থেকে নেমেই সোজা বিচে গিয়ে জলে ঝাঁপালাম। শরীরে যখন বরফের মতো ঠান্ডা কনকনে প্রশান্ত মহাসাগরের জল এসে লাগছে তখন মনে হচ্ছে এ স্বপ্ন না বাস্তব! পৃথিবীর মানচিত্রের অন্যদিকটা জুড়ে যেই বিশাল জলভাগ, তারই জলে আমরা দুজনে গা ভাসিয়েছি। আমি যদি ডুব সাঁতার জানতাম তাহলে হয়তো এই আনন্দের ঢেউয়ে ডুবে যেতাম।

ওরা ঘরে ফেরে বছরে একবার কিংবা দু'বছরে একবার। সেই বাংলা সাইকেল, পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান, ঘষে যাওয়া পাড়ার রোয়াক ওদের কাছে এলে সিডনি অপেরার থেকেও অনেক অনেক প্রিয়।

এভাবে সময়ের নিয়মে একটা একটা করে দিন কাটতে লাগল। অবশেষে শেষদিন দেখা মিলল ক্যাঙারুর। লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে এদিক থেকে ওদিক। এদিকে আমাদের নাটকের অনুষ্ঠানও লোকের মন কাড়ল। ২৫ মার্চ আমাদের ফেরার দিন। আমরা ছিলাম কিছু বাঙালি পরিবারের পরম আতিথেয়তায়। যখন আমরা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে দুঃখ করছি যে ট্রিপটা চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল, তখন দেখি ওদের চোখও ছলছল। ওরা জানে আমরা দেশে ফিরছি, বাড়ি ফিরছি। ওরা ঘরে ফেরে বছরে একবার কিংবা দু'বছরে একবার। সেই বাংলা সাইকেল, পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান, ঘষে যাওয়া পাড়ার রোয়াক ওদের কাছে এলে সিডনি অপেরার থেকেও অনেক অনেক প্রিয়। আমার কাছে সিডনি ভ্রমণ আসলে কখনোই ভোলার নয়। ফ্রেম করে রাখার মতো। কিন্তু দিনের শেষে আমাদের বন্ধু লাগে, বাড়ির ডাল-ভাত লাগে, পাড়ার আড্ডা লাগে, ঝুল পড়া নিজের ঘরটা লাগে। আসলে বিদেশ হয়তো সামাদর করতে জানে, কিন্তু মায়ের বুকভরা আদর শুধুমাত্র এবং একমাত্র এই দেশের মাটিতেই সম্ভব।

সপ্তাহের সেরা ছবি

আয় আয় আসমানি কবুতর! তুরস্কের ইস্তানবুলে বিশ্ববিখ্যাত পায়রা বাজারের ছবি।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

পুষ্করিণীর জল তখন মধু হয়ে গেল

পূর্বা সেনগুপ্ত

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারকে নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল পূর্ববর্তী পর্বে। গৃহে তিনটি শ্রীমন্দির, তিন দেবতা। প্রথমে ছিলেন একা গোপীনাথ। তারপর বংশলতিকা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। উত্তরদিকে নরহরি সরকারের অন্দরমহল। এটি উত্তরের বাড়ি। এখানে রাধা- মদনগোপাল বিগ্রহ সেবিত হয়ে আসছেন। এটি রঘুনন্দনের বংশধরেরা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইনি চিনিপ্রিয়। চুরি করে চিনি খেয়ে ভক্তকে অপ্রস্তুতে ফেলেন বলে প্রচলিত। এরপরে রয়েছে বাড়ির মধ্য অংশ বা মাঝের বাড়ি। এই মাঝের বাড়ির শ্রীমন্দিরে রাধা-মদনমোহন রূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানেই বিখ্যাত নরহরি সরকারের ভজনকুটির আছে। কুটিরের সামনে লেখা 'আরতি করে নরহরি–গোরাচাঁদের বদন হেরি।' শোনা যায়, নরহরি নাকি এই ভজনকুটিরের বাইরের দেওয়ালে মিলিয়ে যান। তাঁর মৃতদেহ কখনও পাওয়া যায়নি। যেমন শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের দেহ জগন্নাথের দেহলগ্ন হয়ে যান, ঠিক নরহরি সরকারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। মাঝের বাড়ির দক্ষিণ দিকে দক্ষিণবাড়ি। এখানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন গৌড়–গোপীনাথ আর সঙ্গে রয়েছেন নাটুয়া গৌড় এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

সমস্ত ভারতে হাতে গোনা কয়েকটি মন্দিরেই বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইচাঁদের সঙ্গে পূজিত হন। এই মন্দির তার মধ্যে একটি। উত্তরবাড়িতে গৌড় গোপীনাথ দশদিন বাস করেন, মাঝের বাড়িতে পাঁচদিন, আর দক্ষিণ বাড়িতে পনোরোদিন পুজো গ্রহণ করেন দেবতা। এইভাবে বংশধরদের গৃহে ভ্রাম্যমাণ তাঁরা।

শ্রীপাট শ্রীখণ্ড সম্বন্ধে বলতে হলে নরহরি সরকারের শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভক্তির কথা বলতেই হবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

'দক্ষিণেতে নরহরি বামে গদাধর
শ্রীবাস অঙ্গনে নাচে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাম–বিনোদিয়া
গৌর দেহে শ্যাম-তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন
মধুমতী নরহরি হৈলা সেইকালে
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে। (২/১৫)

নরহরি সরকারের স্বরূপ উন্মোচন করতে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় তিনি জল চাইলে সামনের পুষ্করিণী থেকে জল তুলে এনে দিলেন নরহরি। সেই জল তখন মধুতে পরিণত হয়েছে। নিত্যানন্দ সেই পুষ্করিণীর নাম দিলেন 'মধু–পুষ্করিণী'। সেই পুষ্করিণী আজও আছে । তার ঘাটের পাশে লেখা আছে,

'কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেই জল ভোজনে ভরিয়া।...
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে
পুন পুন খাইতে আবদ্ধ।' (লেখাটি অস্পষ্ট)

এই মধু-পুষ্করিণীর পাশেই একটি কদম ফুলের গাছ আছে। যে গাছে বারোমাস ফুল ধরে। এই গৌড় লীলায় পরিপূর্ণ রয়েছে শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। এখানে বড়ডাঙা নামে একটি অঞ্চল আছে, যেখানে অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গে রঘুনন্দনের দেখা হয়েছিল। নিত্যানন্দ যেমন নরহরির স্বরূপ উন্মোচনের জন্য শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন, ঠিক তেমনই রঘুনন্দনের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য অভিরাম গোস্বামী শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন। অভিরাম এত তেজস্বী ছিলেন যে তিনি যাঁকে প্রণাম করতেন, তিনি হয় বিকলাঙ্গ হতেন বা কখনও মারা যেতেন। ব্রজলীলায় নাকি তিনি কৃষ্ণ সখা শ্রীদাম ছিলেন। তাঁর নাকি জন্ম হয়নি, তিনি বৃন্দাবন থেকে সরাসরি গৌড়লীলায় আসেন। তিনি বিগ্রহকে প্রণাম করলে সেই সময়ের অনেক নকল বিগ্রহ ধ্বংস হয়ে যায়। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মধ্যে সত্যবস্তুর দেখা পান অভিরাম। বিষ্ণুপুর তাই গুপ্ত বৃন্দাবন। অভিরাম যখন শ্রীখণ্ডে এসে রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা করতে চান, তখন রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দদাস তাঁর সঙ্গে রঘুনন্দনের দেখা করতে দেননি।

পর্ব - ৪২

নরহরি সরকারের স্বরূপ উন্মোচন করতে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সময় তিনি জল চাইলে সামনের পুষ্করিণী থেকে জল তুলে এনে দিলেন নরহরি। সেই জল তখন মধুতে পরিণত হয়েছে। নিত্যানন্দ সেই পুষ্করিণীর নাম দিলেন 'মধু–পুষ্করিণী'। সেই পুষ্করিণী আজও আছে । তার ঘাটের পাশে লেখা আছে,
'কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেই জল ভোজনে ভরিয়া।...
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে
পুন পুন খাইতে আবদ্ধ।'

অভিরাম ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'রঘু বাড়িতে নেই।' একথা শুনে অভিরামের চোখে জল। রঘু তখন লুকিয়ে এই বড়ডাঙায় এসে অভিরাম ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। এই বড়ডাঙা অঞ্চলটিতে আছে নরহরি বিলাস কুঞ্জ। রাসপূর্ণিমার পরের একাদশীতে গৌড়-গোপীনাথ এখানে আসেন এবং চারদিন থাকেন। তখন এখানে বিরাট মেলা হয়।

লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন এই বড়ডাঙায় হাজার বছরের পুরাতন বটবৃক্ষের নীচে। সেখানে লোচনদাসের কুঠিয়া আজও রয়েছে। যে বটবৃক্ষের তলায় লোচনদাস গ্রন্থ রচনা করেন সেই বৃক্ষের তলা ও বড়ডাঙাকে গুপ্ত বৃন্দাবন বলা হয়।

বাংলায় কিছু কিছু স্থান আছে, যেখানে গৌড় লীলা ও বৃন্দাবন লীলা একাকার। যেগুলির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অসীম। শ্রীখণ্ড এরমধ্যে একটি। আগেই তুলেছিলাম আমার নিজের গৃহদেবতার উৎস দিয়ে। আমরা শ্রীখণ্ডবাসী ছিলাম, তার প্রমাণ দেয় এই অঞ্চলে বৈদ্যদের প্রাধান্যের ক্ষেত্র। কিন্তু যিনি শ্রীখণ্ড ত্যাগ করে অধুনা বাংলেদেশের ফরিদপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কালিকাপ্রসাদ সেনগুপ্তের চার ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন ভগবান সেনগুপ্ত। তিনি বিবাহ করেননি, বড় সাধক ছিলেন। তাঁর জীবনেই আমরা তন্ত্রসাধনার ধারাটিকে মূর্ত হতে দেখি।

সেই থেকে আমরা শাক্ত, কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা কৃষ্ণভক্ত। প্রথমেই আমি আমার এক কাকা পবিত্র সেনগুপ্তের কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর বাবা সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন তন্ত্রসাধক। কামাখ্যায় গিয়ে সাধন করেছিলেন বহুদিন। তাঁর রচিত The Mother মূলত শাক্তসাধন বিষয়ে এক বিখ্যাত গ্রন্থ। আমার সেই ঠাকুমাও ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী। স্বামীর শিষ্যগণ ও নিজের সংসারকে নিয়ে এক বিরল ভক্ত ভগবানের সংসার গড়ে তুলেছিলেন। জীবনযাপন করেছেন পরম কৃচ্ছ্র সঙ্গে।

আমি শুনেছি, তিনি একদিন দুপুরে স্বপ্ন দেখছেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর গৃহের উপর দিয়ে আকাশমার্গী হয়েছেন অর্থাৎ উড়ে যাচ্ছেন। তিনি প্রণাম করতেই মহাপ্রভু মৃদু হেসে তাঁর গায়ে নিষ্ঠীবন বা থুতু ত্যাগ করলেন। সেই থুতুর স্পর্শে ঠাকুমার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? – ঠাকুমা স্বপ্নের কথা জানাতেই ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'ওটা থুতু নয়, তিনি তোমাকে কৃপা করলেন।'

বৌদ্ধ তন্ত্র ও শাক্ত তন্ত্র মিশে যাওয়ার কাল হল বারো থেকে তেরো শতাব্দী। ঠিক এমন ভাবেই বৈষ্ণব তন্ত্র ও শাক্ত তন্ত্র মিশে যাওয়ারও একটি কাল ছিল। আর সেই সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল বারোশো নেড়া–তেরোশো নেড়ির দল।

এঁদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্রের সংযোগের কাহিনী আছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল বৈষ্ণব কুঠিয়া, তান্ত্রিক আখড়া। ধর্মভাবনার সংযোগের ফলে বৈষ্ণব স্রোত থেকে শাক্ত স্রোত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বহু পরিবারের ধর্মভাবনা। কখনও বা বিপরীতে প্রবাহিত! কখনও দুটি ধারাকেই অঙ্গে ধারণ করে পারিবারিক ধর্মভাবনা সমৃদ্ধ। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে একই মন্দির প্রাঙ্গণে কালী মন্দির, রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা ও দ্বাদশ শিব মন্দির। সমাজ মন তৈরি করে, মন সৃষ্টি করে দেবালয়। সামাজিক প্রবাহ থেকে গৃহদেবতাকে তাই পৃথক করা সম্ভব হয় না।

কবিতাগুচ্ছ

আলাস্কা মাদাগাস্কার সলসলাবাড়ি

বিজয় দে

আমি আলাস্কার লোক

আলাস্কায় আর থাকা যাচ্ছে না; ফেরার কথা ভাবছি। কিন্তু কথা হচ্ছে,
তাহলে সব কিছু গুটিয়ে এখন আমরা কোথায় যাব? এদিকে মুড়ির মোয়া
তৈরির ব্যবসা এখন খুবই অনিশ্চিত, পড়তির দিকে। তাহলে অনেকদিনের
এই ব্যবসা ছেড়ে এই পৃথিবীতে এখন আমরা কী করব?

সারাদিন দুয়ে দুয়ে মাত্র এই কয়েক লাইন; অন্য কিছু
আর মাথায় আসছে না

আলাস্কায় আনন্দে পাতা আমাদের সাধের ঘর–সংসার; এইটুকু
বাদ দিলে তাহলে আমার আর কি কোনও লেখা নেই?

আলাস্কার প্রতি আমার প্রশ্ন, ফুল ফুল নীলকান্ত মুড়ির মোয়া কি
আলাস্কার জনগণ আর খাবে না?

স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্নকে গুণ করি প্রবল; আলাস্কার জয় হোক
থাকি বা না-থাকি, আমি কিন্তু শেষপর্যন্ত আলাস্কারই লোক

যার যার মাদাগাস্কার

আলাস্কায় যদি না থাকতে পারি, তাহলে মাদাগাস্কারে যাব
আমার নিজের দেশ কোথায়?

সলসলাবাড়ির বন্ধুদের বলেছি, 'একটু খোঁজখবর নাও
কী ব্যবসা করা যায়, তোমরা মাদাগাস্কারে গিয়ে কি
চাঁদ-পোড়া খাও?'

আমিও ঠিক করেছি, আসন্ন আশ্বিনের শারদপ্রাতে
মাদাগাস্কারে পৌঁছেই বলব
'যতক্ষণ প্রাণ, বেঁচে থাকব শুধু দুধে আর ভাতে'

যে জানে সে জানে, মাদাগাস্কারে নিশ্চিত একদিন
আমাদের একটি নিজস্ব বাড়ি হবে
আর আজ সেই বাড়িটির নাম দিলাম দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার

অলিগলি শহরতলি

সলসলাবাড়ির কথা যখন উঠল, তখন নিশ্চিন্তে বলি
'আমার লেখা যেন পুরোনো পৃথিবীর নিঝুম শহরতলি'

ঘুম-চোখে যত দূর দেখা যায় সেটাই আমার পাড়া
বয়স-জব্দ শরীর তবু মনের দু'পা ছুপা লক্ষ্মীছাড়া

বনবাদাড়ে হুহু করে হৃদয়; যত পদ্য এক জীবনে শেখা
পথ পেরোলে আলাস্কা; কাঁটাঝোপে মাদাগাস্কার লেখা

চাঁপাফুলের স্বপ্ন

আমার একটি স্বপ্ন হলুদ বরফের দুর্গা প্রতিমা
স্থাপন স্থাপন আপন আপন
হরফ গলে গলে ঝর্ণা মহামায়া

আমার একটি স্বপ্ন জীবনচন্দ্র যাপন
গোপন গোপন বপন বপন
বন্দে মাতরমে আজও লিখি কাঁঠালচাঁপার ছায়া

কাঁঠালচাঁপার গন্ধে কোনও সন্দেহ নেই
এই গাছ যেন ছদ্মবেশী স্বদেশি
সব মন্ত্র স্বাধীনতা চাঁপাফুলের মাংসপেশি

শেষ প্রণয়

আলাস্কায় বার্ষিকী কবিতা পাঠের আসর
যেমন হয়; মাদাগাস্কারে প্রচুর হাততালি

সলসলাবাড়িতে অপেক্ষায় তিনজন
একজন কবির নাম ছিল সালভাদোর দালি

মানচিত্র ঘুরে ঘুরে আমি দেখি দ্রাঘিমারেখা
বিষুবরেখার এপার-ওপার রক্তজবা কতটা হৃদয়

রক্তপাতে কতটা জন্মভূমি; আমিই কি তবে শেষ
কবিতার যতটুকু প্রণয়

লাবণ্য, প্রিয় লাবণ্য

লাবণ্যর জন্মদিনে আমরা সবাই সেবার একসাথে ছিলাম
দেশে ও বিদেশে জনে জনে হাতচিঠি
শুভেচ্ছা জানাও শুভেচ্ছা পাঠাও

লাবণ্যর জন্মদিন মানে আমরা একটি গভীর শুক্রবার
হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেলাম

শ্রাবণ মাসে আকাশে যদি মেঘ থাকে তবে পত্র লেখো
'লাবণ্য আমি এখন আলাস্কায় লাবণ্য আমি এখন মাদাগাস্কারে
শুনেছ কি সলসলাবাড়িতে তোমার জন্মদিন পালিত হয়েছে

লাবণ্য, প্রিয় লাবণ্য, এবার জ্বলে ওঠো অন্য অহংকারে'

হে ঈশ্বর

আমি শব্দমুগ্ধ মানুষ; দুগ্ধবৎ পান করি অজর অক্ষর
হৃদয় ফুলে ওঠে; তারপর শরীরে নির্ধারিত জ্বর

সামান্য কথায় বাড়ি ফিরে আসি; আমি কি
আর কোনওদিন বাড়ির বাইরে যেতে পারব?

এক জ্বর থেকে সেরে উঠে আরেক জ্বরের দিকে
যেতে যেতে ভাবি 'আর নয়, এবার আমার কবিতা
লিখে দিও তুমি, হে বেপাড়ার ঈশ্বর'

সামর্থ্য-ধারণক্ষমতা-সহনশীলতা
ঝুঁকি নেওয়ার ৩ ধাপ

প্রবীণ আগরওয়াল
(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

ঝুঁকি এবং বিনিয়োগ সাইকেলের দুটি চাকার মতো। আর বিনিয়োগকারী হলেন সেই সাইকেলের আরোহী। চাকাগুলি তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে। ঝুঁকি না নিলে একজন বিনিয়োগকারীর পক্ষে চড়া রিটার্ন পাওয়া সম্ভব নয়। লগ্নিকারী হিসাবে আপনার এমন প্রকল্পের প্রয়োজন যা সাধারণ ক্ষেত্রগুলির চেয়ে বেশি রিটার্ন দিতে পারে। প্রশ্ন হল, এজন্য কতটা ঝুঁকি আপনি নিতে পারেন। এখানে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতাকে ৩ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে...

- সামর্থ্য
- ধারণক্ষমতা
- সহনশীলতা

সামর্থ্য

ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য বলতে একজন লগ্নিকারীর মানসিকতাকে বোঝায়। এটি তাঁর বিনিয়োগ ও জীবনের প্রতি মনোভাবের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। একজন বিনিয়োগকারী ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক বা ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে স্বচ্ছন্দ, যে কোনও গোত্রের হতে পারেন। ঝুঁকি গ্রহণকারীকে আবার আগ্রাসী বিনিয়োগকারী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এমন একজন যিনি উচ্চতর রিটার্নের আশায় বেশি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক। এর পরের শ্রেণিতে রয়েছেন মাঝারি ঝুঁকি গ্রহণকারীরা। তাঁরা ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তৃতীয় শ্রেণিতে থাকেন রক্ষণশীল বা ঝুঁকি-বিমুখ বিনিয়োগকারীরা। এই শ্রেণিটি খুব কম ঝুঁকি নিতে বা ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগে স্বচ্ছন্দবোধ করেন।

ধারণক্ষমতা

ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিনিয়োগকারীর আর্থিক সামর্থ্য ও স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে। বিনিয়োগকারীর আয়, সম্পদ, দায়-দায়িত্ব এবং আর্থিক লক্ষ্যের মাধ্যমে ঝুঁকির ধারণক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। কারও ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা থাকতেই পারে। কিন্তু তাঁর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে এমনটা নয়। অন্যদিকে, আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ ঝুঁকি নাও নিতে পারেন।

সহনশীলতা

সহনশীলতা হল ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার পরিমাণগত রূপ। এটি ঝুঁকির সেই সীমারেখাকে নির্দেশ করে যা একজন বিনিয়োগকারী নিতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিনিয়োগকারী যদি এক হাজার টাকায় কোনও স্টক কেনেন এই আশায় যে এর দাম বাড়বে। কিন্তু দর নামতে শুরু করলে তিনি ৯০০ টাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। স্টকের দাম এই ৯০০ টাকার সীমা টপকে আরও নেমে গেলে লগ্নিকারী তা বিক্রি করে দেন। অর্থাৎ, তাঁর ঝুঁকি সহনশীলতার স্তর হল ১০০ টাকা বা লগ্নির ১০ শতাংশ।

কতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত তা বুঝবেন কীভাবে?

ঝুঁকির সীমা বিশ্লেষণ করতে হলে আপনাকে নীচের বিষয়গুলি অনুধাবন করতে হবে :

- **পারিবারিক কাঠামো :** পরিবারে কতজন সদস্য রয়েছেন যাঁরা দরকারে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারবেন? আপাতভাবে এটি গুরুত্বহীন প্রশ্ন বলে মনে হলেও যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। পরিবারে সচ্ছল সদস্যের সংখ্যা বেশি হলে লগ্নিকারীর ঝুঁকি নেওয়ার খিদে এবং ধারণক্ষমতা দুই বেশি থাকে। আবার কোনও পরিবারে নির্ভরশীল সদস্য বেশি থাকলে ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা ও ইচ্ছা কমে যায়। সাধারণত, অল্প বয়সিদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। আর বয়স্কদের পছন্দ নিরাপদ বিনিয়োগ এবং স্থিতিশীল রিটার্ন।
- **পেশা :** বিনিয়োগকারীর পেশার ওপরেও ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। বিনিয়োগকারীর জীবিকা স্থায়ী ও সুরক্ষিত হলে ঝুঁকির ইচ্ছা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- **সম্পদ ও দায় :** ঝুঁকির ধারণক্ষমতা বুঝতে লগ্নিকারীর সম্পদের পরিমাণ এবং দায় মূল্যায়ন করতে হবে। দায় বেশি হলে লগ্নিকারীর উচ্চতর ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা কমে যায়।
- **বিনিয়োগের মেয়াদ :** ঝুঁকির স্তর বিবেচনা করতে হলে আর্থিক লক্ষ্যের সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি লগ্নির জন্য বিনিয়োগকারী উচ্চতর ঝুঁকির প্রকল্পগুলিতে টাকা ঢালতে পারেন। কারণ, বাজারের স্বল্পমেয়াদি অস্থিরতা দীর্ঘমেয়াদে পূরণ হয়ে যায়। তবে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্যের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ আপনাকে আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

বিনিয়োগের আগে ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বিনিয়োগের আগে ঝুঁকি বিশ্লেষণের কারণটিকে পুরোনো প্রবাদ 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না' দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। আপনার সার্বিক ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর ঝুঁকি প্রোফাইলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

উদাহরণ দিলে বিষয়টা বোঝা আরও সহজ হবে। দু'বছরের মধ্যে একটি গাড়ি কিনতে চাইছেন, যার জন্য আপনি সঞ্চয় তথা বিনিয়োগ করতে চান। যদি আপনি আকর্ষণীয় অতীত রিটার্ন দেখে মোহিত হয়ে স্মল ক্যাপ ইকুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি লগ্নির মূলধনটুকুও হারাতে পারেন। অথবা প্রয়োজনের সময় আশানুরূপ রিটার্ন না পাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। স্বল্পমেয়াদি স্মল ক্যাপ ফান্ডগুলি খুব উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলি সংগতি সম্পন্ন লগ্নিকারীদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের পক্ষে উপযুক্ত।

সুতরাং, বিনিয়োগের আগে সব সময় নিজের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিশ্লেষণ করুন এবং দেখুন এটি আপনার বিনিয়োগের ঝুঁকি প্রোফাইলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি না।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে চলতি বছরের পতনের ধাক্কা সামলে নিল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। চলতি সপ্তাহে দু-দিন ছুটি থাকায় মাত্র তিনদিন লেনদেন হয়েছে শেয়ার বাজারে। তিনদিনে সেনসেক্স ও নিফটির উত্থান হয়েছে যথাক্রমে ৩৩৯৫.৯৪ এবং ১০২৩.১০ পয়েন্ট। তার আগের শুক্রবার ধরলে চারদিনে দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ৪৭০০ এবং ১৪৬০ পয়েন্ট। দুই সূচকের এই উত্থান ফের মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে নয়া ঘোষণা। ভারত সহ ৭৫টি দেশের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ৯ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন ট্রাম্প। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর পাশাপাশি শুল্ক নিয়ে জাপান-আমেরিকার ইতিবাচক আলোচনা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিবাচক পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলেছে। ট্রাম্পের শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তে ধাক্কা খেয়ে যত পয়েন্ট হারিয়েছিল সেনসেক্স ও নিফটি, নয়া সিদ্ধান্তে তা পুনরুদ্ধার করেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

এই উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নিও। গত বছরের অক্টোবরের থেকে টানা শেয়ার বিক্রি করে আসলেও বিগত কয়েকদিন টানা ক্রেতার ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যা শেয়ার বাজারকে ফের এই উচ্চতায় তুলে নিয়ে এসেছে। এছাড়াও শেয়ার বাজারের এই প্রত্যাবর্তনে বড় ভূমিকা নিয়েছে জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়া, ডলারের মূল্য হ্রাস, ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংকিং সেক্টরের বড় উত্থান ইত্যাদি বিষয়গুলিও। চলতি বছরে প্রায় স্বাভাবিক বর্ষার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এই বিষয়টিও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এখনই বুল রান শুরু হবে তা বলার সময় আসেনি। আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ওঠানামায় সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলবে বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ফল। প্রথম সারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে এই উত্থানের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। নতুবা ফের ধাক্কা খাবে শেয়ার বাজার। লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে। গুণগত মানের ভালো শেয়ারে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্যদিকে ফের সর্বকালীন দামের রেকর্ড গড়েছে সোনা। দাম বাড়লেও আগামী দিনে সোনার দামে সংশোধন হতে পারে। তাই প্রয়োজন ছাড়া এখন সোনা না কেনাই শ্রেয়। একই কথা প্রযোজ্য আরেক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার :** বর্তমান মূল্য-৮৫.৩৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০/৭১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৭৮-৮৩, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৮৮, টার্গেট-১২০।
- **মিশ্র ধাতু নিগম :** বর্তমান মূল্য-২৮৫.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪১/২২৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৬০-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৩৪৯, টার্গেট-৩৮০।
- **টাটা কনজিউমার :** বর্তমান মূল্য-১১২০.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৬৩/৮৮৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১০৫০-১১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১০৮৪৩, টার্গেট-১৩৭৫।
- **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৫৭৫.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩৩/৪৭৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৫৪৫-৫৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৭৪৭৭, টার্গেট-৬৮০।
- **এনসিসি :** বর্তমান মূল্য-২১৭.১৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৬৪/১৭০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-২০৫-২১৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৬৭৩, টার্গেট-২৮৫।
- **জেবিএম অটো :** বর্তমান মূল্য-৭০০.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৬৯/৪৯০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৬৫০-৬৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৫৬৯, টার্গেট-৮৭৫।
- **এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-৩৭৫.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬২০/৩২৮, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৯০০, টার্গেট-৪৯০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : সিডিএসএল

● **সেক্টর :** ফিন্যান্স ইনভেস্টমেন্ট ● **বর্তমান মূল্য :** ১২৪২ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৯১৮/১৯৯০ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৫৯৫৫ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ৭৩.১৬ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ১.৭৭ ● **ইপিএস :** ২৬.৫৮ ● **পিই :** ৪৬.৭২ ● **পিবি :** ১৬.৯৮ ● **আরওসিই :** ৪০.২ ● **আরওই :** ৩১.৩ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৫৫০

CDSL

একনজরে

- ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত পরিষেবা দেয় সিডিএসএল। দেশে এই সংক্রান্ত আর একটি মাত্র সংস্থা রয়েছে, তা হল এনএসডিএল।
- ৩১ মার্চের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিডিএসএলের মোট ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ১৫.২৯ কোটি। ২০১৫-১৬-এ এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১.০৮ কোটি এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ছিল ১০.৫ কোটি।
- ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৫৮০টি রেজিস্টার্ড ডিপি রয়েছে এই সংস্থার।
- সংস্থাটির মোট আয়ের ৭৯ শতাংশ আসে ডিপোজিটরি থেকে। ২০ শতাংশ আয় ডেটা এন্ট্রি এবং স্টোরেজ থেকে। ১ শতাংশ আয় হয় রিপোজটরি থেকে।
- সিডিএসএলের শাখা সংস্থা সিডিএসএল ভেঞ্চার দেশের বৃহত্তম কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন এজেন্সি।
- ওএনডিসি-তে বড় অঙ্কের লগ্নি রয়েছে এই সংস্থার।
- সিডিএসএলের ঋণের অঙ্ক উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
- বিগত পাঁচ বছরে ২৯.৯ শতাংশ সিএজিআর হারে মুনাফা বাড়িয়েছে এই সংস্থা।
- সিডিএসএলে প্রোমোটারের হাতে রয়েছে মাত্র ১৫ শতাংশ শেয়ার, যা নেতিবাচক। বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৩২ শতাংশ এবং ১৫.৪৩ শতাংশ শেয়ার।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

২০২৫-এ পজিটিভ রিটার্ন নিফটি ও সেনসেক্সের

বোধিসত্ত্ব খান

ট্রাম্প ট্যারিফের দৌলতে যখন বিশ্বের বহু শেয়ার বাজার বড় সংশোধন দেখে চলেছে, ভারতীয় শেয়ার বাজার সেই সময়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহে নিফটি উত্থান দেখেছে ৬.৪৮ শতাংশ এবং সেনসেক্স ৬.৩৭ শতাংশ। ২০২৫-এ এখনও অবধি সেনসেক্স ০.৫৩ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এবং নিফটি ০.৮৭ শতাংশ। তবে নিফটি আইটি বড় দুর্দশার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই বছরে এই ইনডাইসে পতন এসেছে -২২.৯৯ শতাংশ। দারুণ ভালো করছে নিফটি ব্যাংক। এই বছরে এখনও অবধি রিটার্ন দিয়েছে ৬.৭৪ শতাংশ। তবে বিএসই স্মল ক্যাপ এবং মিড ক্যাপে যে পতন এসেছিল, তা উশুল করতে পারেনি এখনও। এখন অবধি বিএসই স্মল ক্যাপ -১৩.১১ শতাংশ এবং বিএসই মিড ক্যাপ -৯.৬১ শতাংশ পতন দেখেছে। ক্যাপিটাল গুডস, হেল্থকেয়ারও সব ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারেনি।

কী কারণে ভারতীয় শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়াল? এক্ষেত্রে বলতে হয় একটি নয় একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, ভারত আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত নতুন চুক্তি করতে পারে এমন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। চিনের ওপর ২৪৫ শতাংশ ট্যারিফ বসানোর পর স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার পণ্য আমেরিকাতে কেনা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় যদি সত্যিই তা কয়েক মাসের জন্য বজায় থাকে তাহলে অন্যান্য দেশগুলি আমেরিকাতে তাদের পণ্য পাঠানোর চেষ্টা করবে। এবং তার মধ্যে যে ভারতের নামটা থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে অনেকটাই। ব্রেন্ট ক্রুড ট্রেড করছে ৬৭.৯৬ ডলার প্রতি ব্যারেল। এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ওপর চাপ কমবে অনেকটাই বিশেষত যখন ভারতের প্রয়োজনের মোট ৮৬ শতাংশ জ্বালানি তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। এর ফলে তেলের খরচ কমলে বিদেশে অর্থ খরচ হবে কম। তৃতীয়ত, যে ডলার ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল টাকার সাপেক্ষে তা অবশেষে বেশ খানিকটা ঠান্ডা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৮৫.৩৯ টাকায়। চতুর্থ কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে, ভারতে মূল্যবৃদ্ধি ক্রমাগত কমতে থাকা। এই সময়ে ডব্লিউপিআই (হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স ইনফ্লেশন) গত সাড়ে পাঁচ বছরে সর্বাধিক কমে দাঁড়িয়েছে ২.০৫ শতাংশে। অন্যদিকে, সিপিআই ইনফ্লেশন মার্চ মাসে কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৩৪ শতাংশে। যা আরবিআইয়ের জন্য দারুণ স্বস্তিদায়ক।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার?

পঞ্চম কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের আশা যে, গোটা বছর ধরে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক থাকবে এবং এল নিনোর কোনও প্রভাব থাকবে না। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। বিগত কয়েক মাসে আরবিআই ৫০ বেসিস পয়েন্ট ইন্টারেস্ট রেট কমিয়েছে ঋণের ওপর। অর্থাৎ রেপো রেট কমিয়েছে। এর ফলে ইএমআই কমতে পারে গৃহঋণ, অটো ঋণ, পার্সোনাল লোন প্রভৃতিতে। ফলে অনেক বেশি মানুষ এই ধরনের ঋণ নিতে আগ্রহ দেখালে সুবিধা পেতে পারে বিভিন্ন রেট সেনসিটিভ সেক্টরগুলি। যেমন ফিন্যান্সিয়ালস, রিয়েল এস্টেট, অটো প্রভৃতি। অনেকটা ট্যাক্স রিবেট দেওয়ার ফলে ভারতে কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কনজিউমার স্টেপলস এবং ডিসকেশানারি দুটোই উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরন্তু যেভাবে বিগত কয়েকমাস ধরে এফআইআইরা ভারতীয় শেয়ার বাজারে নাগাড়ে বিক্রি করে চলে যাচ্ছিল, তাতে নিঃসন্দেহে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বিনিয়োগকারীদের মনে। বিগত তিনটি ট্রেডিং সেশন ধরে কিন্তু এফআইআইরা নেট পারচেসার। এটা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। এপ্রিল মাস থেকে বিভিন্ন কোম্পানির কোয়ার্টারলি ফলাফল প্রকাশ হচ্ছে। উইপ্রো, অ্যাঞ্জেল ওয়ান, টিসিএস, ইনফোসিস, টাটা এলক্সি ও আইসিআইসিআই লোমবার্ড আশানুরূপ ফলাফল করে উঠতে পারেনি। ভালো ফল করেছে আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল, আইআরইডিএ, আনন্দ রাঠি প্রভৃতি। বিগত বৃহস্পতিবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা লাভ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল বাজাজ ফিনসার্ভ, ভারতী এয়ারটেল, ভারতী হেক্সাকম, চম্বল ফার্টিলাইজার, আইসার মোটরস, এইচডিএফসি ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এসবিআই কার্ডস, ওয়ারি রিনিউয়েবল প্রভৃতি। টেসলা পুনরায় ভারতে আসার তোড়জোড় শুরু করেছে। তেমন হলে অটো স্টকগুলি কেমন পারফর্ম করে তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন সবাই।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

বিরাটদের লজ্জা ঢাকার ম্যাচ মুল্লানপুরে

মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ম্যাচে রবিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়ক রজত পাতিদারের ভরসা হতে চলেছেন বিরাট কোহলি।

মুল্লানপুর, ১৯ এপ্রিল : বেঙ্গালুরু টু মুল্লানপুর।

মাঝে ঠিক একদিনের ব্যবধান। শুক্রবার রাতের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল পাঞ্জাব কিংস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে রবিবার দুপুরে ফের কিংস-রয়্যাল দ্বৈরথ! মঞ্চটাই শুধু বদলে গিয়েছে।

বিরাট কোহলিদের সামনে ঘরের মাঠে লজ্জার হারের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার তাগিদ। শ্রেয়স আইয়ারের কিংসরা সেখানে ফের আরসিবি বধে বদ্ধপরিকর। কয়েক দিন আগে মুল্লানপুরেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ইতিহাস গড়ে প্রীতি জিন্টার দল। ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে হারায় শাহরুখ খান ব্রিগেডকে। 'বীরজারা' শোয়ে বাজিমাতের পর পর গার্ডেন সিটিতেও বিজয়ধ্বজা।

পাঞ্জাব বোলিংয়ের সামনে ঘরের মাঠে জঘন্য ব্যাটিংয়ে সমালোচনার মুখে আরসিবি। রেহাই পাচ্ছেন না কোহলিও। বেহিসেবি শটে যেভাবে উইকেট ছুড়ে দিয়েছেন শুক্রবারের দ্বৈরথে, প্রশ্ন উঠছে বিরাটের ফোকাস নিয়ে। চিন্তা বাড়াচ্ছে ভালো শুরুর পর হঠাৎ ছন্দপতনে।

শুক্রবার চিন্নাস্বামীর দ্বৈরথের পারফরমেন্স আরসিবি থিংকট্যাংকের কপালে ভাঁজ ফেলছে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ১৪ ওভারের ম্যাচে একশোর গণ্ডী পর্যন্ত টপকাতে পারেনি আরসিবি (৯৫/৯)। সাত নম্বরে নেমে টিম ডেভিড ২৬ বলে অপরাজিত ৫০ রানের ইনিংস না খেললে হাল কী হত, তা পরিষ্কার।

এছাড়া শুধু অধিনায়ক পাতিদার (২৩) দুই অঙ্কের স্কোরে পা রাখতে সক্ষম হয়। অর্শদীপ সিং (২৩/২), মার্কো জানসেন (১০/২), যুযবেন্দ্র চাহালদের (১১/২) সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বিরাট (১), ফিল সল্টরা (৪)। লিয়াম লিভিংস্টোন (৪), জিতেশ শর্মা (২), ক্রুণাল পান্ডিয়ার (১) হালও তথৈবচ। জবাবে জোশ হ্যাজেলউড (১৪/৩), ভুবনেশ্বর কুমাররা (২৬/২) চেষ্টা চালালেও আটকানো যায়নি পাঞ্জাবকে।

মুল্লানপুরের রবিবাসরীয় যুদ্ধে চেষ্টা থাকবে বদলার। যেখানে আবারও অর্শদীপ, চাহালদের চ্যালেঞ্জ। শুক্রবার ম্যাচ শেষে বিজয়ী পাঞ্জাবের অধিনায়ক শ্রেয়স তো বলেও দিয়েছেন, এই ধরনের ম্যাচ দলের মানসিক শক্তি, দৃঢ়তার পরিচয় রাখে। আশাবাদী, যা বজায় থাকবে বাকি লিগেও।

> এই ধরনের ম্যাচ দলের মানসিক শক্তি, দৃঢ়তার পরিচয় রাখে। আশাবাদী, যা বজায় থাকবে বাকি লিগেও।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**
> শুক্রবার আরসিবি-র বিরুদ্ধে জয় প্রসঙ্গে

সাত ম্যাচের পাঁচটিতে জিতে ১০ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করে নিয়েছে প্রীতি জিন্টার দল। আরসিবি সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ৮ পয়েন্টে আটকে। রবিবার বদলার ম্যাচে পাঞ্জাব-বধে দশে পা রাখার প্রয়াস থাকবে রজত পাতিদারের দলের।

মুল্লানপুরের কিছুটা মন্থর পিচ ব্যাটারদের ফের পরীক্ষার মুখে ফেলবে। ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ। যার জন্য আবারও বিরাট-সল্ট ওপেনিং জুটিই ভরসা। ডেভিডের আগ্রাসী ক্যামিও ইনিংসগুলি চালু থাকুক, সেই প্রার্থনাও থাকবে। হারা ম্যাচে সেরার পুরস্কার পাওয়া ডেভিডের মতে, পিচ মোটেই সহজ ছিল না। দ্রুত মানিয়ে নেওয়া দরকার ছিল। সেটাই করেছেন। রান পেয়ে ভালো লাগছে।

আরসিবি অধিনায়ক পাতিদারের মতে, ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বিশ্বাস, দ্রুত ফাঁকফোকরগুলি শুধরে নিতে সক্ষম হবেন তাঁরা। বদলার ম্যাচে আগামীকাল তারই অ্যাসিড টেস্ট আরসিবি-র।

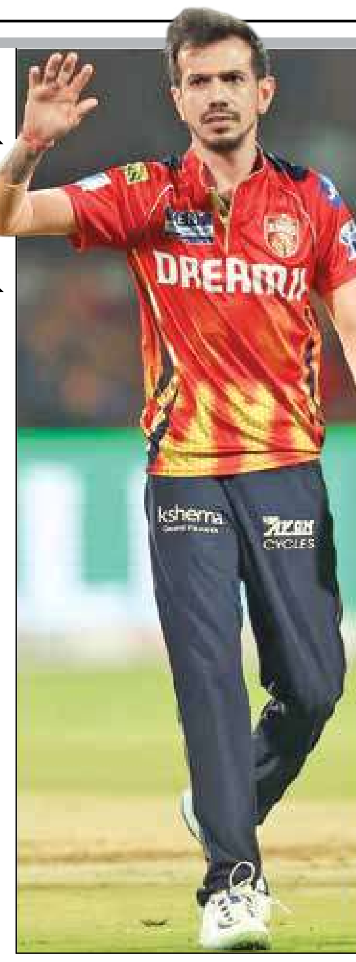

শেষ দুই ম্যাচে দুরন্ত ছন্দে থাকা যুযবেন্দ্র চাহাল আগামীকাল কাঁটা হতে চলেছেন।

সঞ্জুর সঙ্গে ঝামেলার দাবি ওড়ালেন দ্রাবিড়

জয়পুর, ১৯ এপ্রিল : অধিনায়ক পদ থেকে সঞ্জু স্যামসনের বিদায় কি আসন্ন? আইপিএল শুরুর আগেই যে গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস শিবিরে। বিতর্ক সামনে না এলেও ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। সম্প্রতি দলের একাধিক পদক্ষেপে হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়, অধিনায়ক সঞ্জুর মতপার্থক্যে তা সামনে চলে এসেছে।

মাঠে নামতে না পারলেও দলের পাশে থাকতে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে সঞ্জু স্যামসন।

সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে কোচ ও অধিনায়ক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। সম্পর্কের ফাটল আগেই ধরেছিল। তা ক্রমশ বাড়ছে। যদিও লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের আগে অভিযোগকে সোজা গ্যালারিতে পাঠালেন রাজস্থান রয়্যালসের কোচ দ্রাবিড়। জানিয়ে দিলেন, সঞ্জুর সঙ্গে কোনও সমস্যা নেই তাঁর। সবই নাকি গুজব।

গত কয়েক মরশুমে ট্রফি না এলেও ঝলমলে দেখিয়েছিল গোলাপি ব্রিগেডকে। কিন্তু চলতি লিগে রাজস্থান শুরু থেকেই খোড়াচ্ছে। দলগত অনৈক্য যার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও রাহুল দ্রাবিড় এদিন সাফ জানান, বাইরে যে সব কথাবার্তা হচ্ছে, তাকে তিনি পাত্তা দিতে রাজি নন। এসব গুজবমাত্র। এই ধরনের আলোচনার কোনও ভিত্তি নেই।

প্রাক লখনউ ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে দ্রাবিড় বলেন, 'বুঝতে পারছি না এই ধরনের কথাবার্তা কোথা থেকে আসছে। সঞ্জু এবং আমার মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। দুইজনের মধ্যে বোঝাপড়া বেশ ভালো। ও দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। দলের প্রতিটি সিদ্ধান্তে যোগদান থাকে সঞ্জুর। প্রতিটি আলোচনায় অংশগ্রহণও করে।'

দ্রাবিড়ের যুক্তি, দল হারছে বলেই এই ধরনের নেতিবাচক কথাবার্তা বেশি হচ্ছে। বাস্তব হল, রাজস্থানের সাজঘরের কোচ-অধিনায়কের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যা দাবি করা হচ্ছে, পরিস্থিতি একেবারে উলটো। রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেলদের হেডস্যরের আরও দাবি, 'ম্যাচ হারতে থাকলে এবং সবকিছু ঠিকঠাক না চললে সমালোচনা হবে। হচ্ছেও। দল যে রকম পারফরমেন্স করছে, তাতে সমালোচনা মেনে নিতেই হবে। আর এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি নিয়ে আমাদের কিছু করারও নেই।'

দ্য ওয়ালের মতে, দলের প্রত্যেকেই অসম্ভব পরিশ্রম করছে। কোচ হিসেবে তিনি খেলোয়াড়দের যে মানসিকতায় খুশি। বিশ্বাস, ভাগ্যের চাকা ঠিক ঘুরবে। ব্যর্থ হলে সবচেয়ে দুঃখ পান স্বয়ং খেলোয়াড়রা। সমর্থকদের তা বুঝতে হবে। আস্থা রাখতে হবে দলের ওপর।

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

পাঞ্জাব কিংস
বনাম
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : বিকাল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : মুল্লানপুর

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
বনাম
চেন্নাই সুপার কিংস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

এল ক্লাসিকো ঘিরে মুম্বইয়ে ক্রিকেটজ্বর

মুম্বই, ১৯ এপ্রিল : চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় এল ক্লাসিকো।

মেগা দ্বৈরথের আগে শেষবেলার প্রস্তুতি। প্যাড-গ্লাভস পরে নেটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তখনই নিজেদের নেট ছেড়ে মাহির কাছে হাজির জসপ্রীত বুমরাহ। প্রথম এল ক্লাসিকোয় বুমরাহ ছিলেন না। রিহ্যাবে বেঙ্গালুরুস্থিত এনসিএ-তে ছিলেন।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দেখা করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। সিনিয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা। মাহিও বুকে টেনে নিলেন বুমরাহকে।

মাহি-আবেগে সম্প্রীতির বার্তা বুমরাহ-হার্দিকের

ধোনির ব্যাট নিয়ে ঘোরাতেও দেখা গেল বুমরাহকে। এক ফ্রেমে হার্দিক পান্ডিয়া-মাহিও। আইডল, বন্ধু, দাদা, মেন্টর— ধোনির সঙ্গে হার্দিকের সম্পর্কে একাধিক রূপ। ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়েতে তারই প্রতিফলন।

কে বলবে, রবিবার এই মাঠেই রাত নামলেই মুখোমুখি মেগা আসরের সবচেয়ে সফলতম দুই দল। যাদের সামনে কার্যত টিকে থাকার লড়াই। ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সাতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শেষ দুই ম্যাচ জিতে ঘুরে দাঁড়ানোর আশ্বাস। আগামীকাল জয়ের হ্যাটট্রিকই পাখির চোখ।

মাহিরা সেখানে লাস্ট বয় (৭ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়)। এখান থেকে প্লে-অফের টিকিট পেতে বাকি প্রায় সব ম্যাচ জেতার চ্যালেঞ্জ। নেতৃত্বে মাহি ফিরলেও ভাগ্যের চাকা বদলায়নি। লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অবশ্য 'ফিনিশার' ধোনির প্রত্যাবর্তন ভরসা জোগাচ্ছে। প্রথম সাক্ষাৎকারে চিপকে জিতেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। টিকে থাকার নয়া 'অভিযানে' যার পুনরাবৃত্তিতে মাহির মগজাস্ত্রের সঙ্গে ফিনিশার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

চাপে থাকা চেন্নাই শিবিরে কিছুটা ফুরফুরে মেজাজ বার্থডে বয় দীপক হুডাকে ঘিরে। টিম হোটেলে কেক কাটা, খাওয়া, কেক-মাখামাখি সবই চলল। যার স্বাদ নিলেন ধোনির সংসারে নতুন অতিথি দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ তুর্কি ডিওয়াল্ড ব্রেভিসও।

প্রস্তুতির ফাঁকে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখতেই আড্ডা দিতে চলে এলেন জসপ্রীত বুমরাহ।

মুখোমুখি

ম্যাচ ৩৮
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ২০
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১৮

চেন্নাই সুপার কিংসের নতুন সদস্য আয়ুষ মাত্রের সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সূর্যকুমার যাদব। শনিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

১২ নম্বর হলুদ জার্সি তুলে দেওয়া হয়েছে 'বেবি এবি' ব্রেভিসের হাতে। আগামীকাল হয়তো চেন্নাই-জার্সিতে অভিষেকও ঘটে যেতে পারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তন সদস্যের। টানা ব্যর্থ রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়ে, রাহুল ত্রিপাঠীদের নিয়ে গড়া টপ অর্ডার। হাল ফেরাতে ব্রেভিসে আস্থা।

বোলিংয়ে বৈচিত্র্য থাকলেও ব্যাটিং স্টিফেন ফ্লেমিংদের মাথাব্যথার কারণ। যার সুযোগ নিতে চাইবেন বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্টরা। দুজনের ওপেনিং স্পেলে ম্যাচের গতিপথ ঠিক করে দিতে পারে। মাঝে শিবম দুবে বড় অস্ত্র ধোনির। গত ম্যাচে রান পেয়েছেন। আগামীকালও শিবমের ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা ভরসার জায়গা।

এদিন প্র্যাকটিসের মাঝে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে দেখা গেল শিবমের সঙ্গে। ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা। চোটের জন্য ছিটকে গেলেও সমর্থন জোগাতে দলের সঙ্গেই আছেন 'অধিনায়ক'।

মাহিকে ঘিরে আবেগ, সম্প্রীতির ছবি দেখা গেলেও রয়েছে 'আমচি মুম্বই'-এর ক্রিকেটীয় জাত্যাভিমান। আর এল ক্লাসিকো মানে মর্যাদার টক্কর। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে উইল জ্যাকসের অলরাউন্ড শো দলে ভারসাম্যে টাটকা বাতাস এনেছে মুম্বই শিবিরে। রোহিত শর্মাও রানে ফেরার ইঙ্গিত রেখেছেন।

প্রত্যাশিত সাফল্য না পেলেও সূর্যকুমার যাদব বিন্দাস মুডেই। মাঠ ছাড়ার আগে এদিন খুদে সমর্থকদের অটোগ্রাফ, সেলফির আবদার মেটালেন। আগামীকাল রানের আবদার কি মিটবে? মাহি, হিটম্যান, সূর্য, হার্দিক, বুমরাহ— তারকাখচিত ম্যাচে শেষ হাসি কে বা কারা হাসে সেটাই দেখার।

রিয়ালের মাদ্রিদের কোচ হওয়ার দৌড়ে অলন্সো

মাদ্রিদ, ১৯ এপ্রিল : আগামী মরশুমে কি আর রিয়াল মাদ্রিদের ডাগআউটে থাকবেন কার্লো আন্সেলোত্তি? চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর প্রশ্নটা আরও জোরালো হয়েছে। সঙ্গে আরও একটা জল্পনা, রিয়াল কোচের হটসিটে বসবেন কে?

বেয়ার লেভারকুসেনকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাওয়া জাভি অলন্সো মাদ্রিদ জায়েন্টদের কোচ হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এই মুহূর্তে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও আলোচনা চাইছেন না অলন্সো। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার সঠিক সময় এটা নয়। মরশুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রয়েছি আমরা। কোনও জল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। আমার কাছে বর্তমানে কী হচ্ছে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' গত মরশুমে অলন্সোর প্রশিক্ষণে দুর্দান্ত খেলেছে লেভারকুসেন। সেই থেকেই বড় ক্লাবগুলির নজরে রয়েছেন স্প্যানিশ কোচ।

পাশাপাশি রিয়ালের ভবিষ্যৎ কোচ হিসাবে লিভারপুলের প্রাক্তন জুরগেন ক্লপের নামও শোনা যাচ্ছে। যদিও তাঁর প্রতিনিধি সেই জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি রেড বুলের 'হেড অফ গ্লোবাল ফুটবল' হিসাবে কাজ করছেন। সেখানে খুশি আছেন। ক্লপের এই মুহূর্তে কোচিংয়ে ফেরার কোনও পরিকল্পনা নেই।

বিশ্বকাপে খেলতে চান মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ১৯ এপ্রিল : লিওনেল মেসি কি আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন? এই নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের জল্পনার শেষ নেই। সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, 'আশা করছি মেসি বিশ্বকাপে খেলবে।'

এবার বিশ্বকাপ জল্পনা নিয়ে মুখ খুলেছেন স্বয়ং এলএম টেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বিশ্বকাপে খেলার কথা আমি ভাবছি। তবে তার আগে শারীরিক ও মানসিকভাবে কেমন থাকি সেটা দেখতে হবে। তাই আগামী এক বছর আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

এদিকে মেসি জানিয়েছেন, প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়ার পর বার্সেলোনায় ফেরার ইচ্ছা তাঁর ছিল। আর্জেন্টাইন মহাতারকা বলেছেন, 'আমি বার্সায় ফিরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। মেজর সকার লিগে খেলতে আসার সিদ্ধান্তটা পারিবারিক। তবে আমি বার্সা ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনও দলে যোগ দেওয়ার কথা ভাবিনি।'

দলে বোঝাপড়ায় নজর বাস্তবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : সুপার কাপে নামার আগে বাড়তি সময় পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইছেন কোচ বাস্তব রায়। খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছেন তিনি। শনিবার অনুশীলনে পারস্পরিক বোঝাপড়ার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের বিভিন্ন পজিশনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেন বাগান কোচ। এদিকে সুপার কাপে দলের অধিনায়ক কে হবেন ঠিক হয়নি। তবে দীপক টাংরি, সাহাল আব্দুল সামাদ এবং আশিক কুরুনিয়ানের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

২৫ জুন শুরু কলকাতা লিগ

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : আগামী মরশুমের কলকাতা লিগ শুরু হবে ২৫ জুন থেকে। এমনটাই জানিয়েছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তবে কলকাতা লিগের গ্রুপ বিন্যাস কবে হবে, সেটা নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

দিদির পথ ধরে ফুটবলে ভাই সোনাম

মহিলা ফুটবলে উদাহরণ তৈরি করতে চান সুস্মিতা

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : দাদা সুব্রত মুর্মুকে দেখে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মৌসুমি মুর্মু।

দাদাকে দেখে বোন ফুটবলে এসেছেন এমন উদাহরণ রয়েছে। তবে দিদিকে দেখে ভাইয়ের ফুটবল মাঠে আসার উদাহরণ ভারতীয় ফুটবলে বিরল। তবে নেই যে তা নয়। যেমন ইস্টবেঙ্গলের ভারতসেরা দলের ফুটবলার সুস্মিতা লেপচার পথ ধরে ফুটবল মাঠে পা রেখেছেন ভাই সোনাম।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, মিজোরামকে বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলারদের আঁতুড় বললেও বোধহয় খুব ভুল বলা হবে না। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিকে টেক্কা দিয়েছে পড়শি রাজ্য সিকিমও। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং থেকে মোহনবাগান রিজার্ভ দলে খেলছেন পাসাং দোরজি তামাং, ব্রিজেশ গিরিরা। মহিলাদের ফুটবলে আলিপুরদুয়ার বীরপাড়ার অঞ্জু তামাং জাতীয় দলে খেলছেন দীর্ঘদিন। তবে কালিম্পং থেকে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা ফুটবলার খুঁজতে গেলে সুদূর অতীতে এক জেরি বাসি ছিলেন আর সাম্প্রতিক সময়ে নাদং ভুটিয়ার নামটাই বারবার উঠে আসে। এর বাইরে আর কই। থাকলেও তা প্রচারের আলো থেকে অনেক দূরে। সেখানে মহিলাদের ফুটবল যে আরও পিছিয়ে থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মধ্যে থেকেও উঠে এসেছেন লাল-হলুদের চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য সুস্মিতা।

ভাই সোনামের সঙ্গে সুস্মিতা।

কালিম্পংয়ের মূল শহর থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি গ্রাম পেডং। সেখান থেকেই সুস্মিতার বেড়ে ওঠা। ফুটবল শুরুও সেখানেই। স্থানীয় অপেশাদার এক ক্লাব থেকে এখন ইস্টবেঙ্গলে। মাঝের পথটা সহজ ছিল না। লড়তে হয়েছে হাজারও প্রতিকূলতার সঙ্গে। ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সুস্মিতা বলছিলেন, 'আমাদের এখানে মহিলাদের ফুটবলে সুযোগ এমনিতেই অনেক কম। আর কালিম্পংয়ের যে গ্রাম থেকে আমি উঠে এসেছি সেখানে ফুটবল খেলতে অনেক প্রতিবন্ধকতা সামনে এসেছে। তাই আমি এমন উদাহরণ তৈরি করতে চাই যা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনুপ্রাণিত হয়, যাতে কালিম্পংয়ের আরও মেয়েরা ফুটবলে আসে। তার জন্য আরও পরিশ্রম করতেও তৈরি।'

ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগে এর আগেও কিকস্টার্ট এফসি-র হয়ে খেলেছেন সুস্মিতা। তবে লাল-হলুদে প্রথম মরশুমেই চ্যাম্পিয়ন। তাই আইডব্লিউএলের এই শিরোপাও তাঁর কাছে 'স্পেশাল'। বলেছেন, 'জাতীয় পর্যায়ে এই প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপের স্বাদ পেলাম। নিজের রাজ্যের ক্লাবের হয়ে। এটা কেরিয়ারে বিশেষ প্রাপ্তি।' এবার কন্যাশ্রী কাপে খেলার জন্যও মুখিয়ে আছেন। বয়স ত্রিশের গোড়ায় হলেও এখনও জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখেন সুস্মিতা।

কিবুর হাত ধরে প্রত্যাবর্তন পিন্টুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : আগেই আই লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবার চানমারি এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে আই লিগ টু-তে চ্যাম্পিয়ন হল কিবু ভিকুনার দল। তাও এক ম্যাচ বাকি থাকতে। জয়সূচক গোলটি রবিলাল মান্ডির। ডায়মন্ড হারবারের এই আনন্দের মাঝে মূলস্রোতে ফেরার লড়াই শুরু করলেন পিন্টু মাহাতো।

চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার

করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ময়দানে উঠতি প্রতিভা হিসেবে খুব আশা জাগিয়েছিলেন পিন্টু। দুই প্রধানে দাপিয়ে খেলেছিলেন। ডার্বিতে গোল পেয়েছিলেন পিন্টু। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে খেলার সময় চোট এবং পরে নেভিতে চাকরি পাওয়ায় ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোত থেকে ছিটকে যান তিনি। এবার ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে ফেরার লড়াই শুরু করলেন ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু ভিকুনার হাত ধরে। ঘটনাচক্রে দুইজনেই প্রাক্তন মোহনবাগানি।

আগামী মরশুমে আই লিগে খেলবেন পিন্টু। সেই নিয়ে উচ্ছ্বসিত একদা ময়দান কাঁপানো উইঙ্গার। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'ডায়মন্ড হারবার আমার ফিরে আসার মঞ্চ। কোচ আমার ওপর ভরসা রেখেছিলেন। দলের পারফরমেন্স ও নিজের পারফরমেন্স দুটোই খুব ভালো হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি নেভির কোচকে ধন্যবাদ জানাব। ওঁর পরামর্শে ডায়মন্ড হারবারে সই করেছিলাম।'

পিন্টুর সমসাময়িক ফুটবলাররা এখন অনেকেই আইএসএলে খেলছেন। সেটা ভেবে কিছুটা আফসোস হয় ডায়মন্ডের এই তারকার। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কিছুটা আফসোস হয়। তবে ওইসময় চাকরিটা আমার দরকার ছিল।' আগামী মরশুমে আই লিগে নিজেকে প্রমাণ করতে চান তিনি।

আই লিগ টু-এর ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস ডায়মন্ড হারবার এফসি-র।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ ভিকুনা। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হয়ে খুব ভালো লাগছে। আগেই আমরা আই লিগের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিলাম। ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে আই লিগ থ্রি এবং আই লিগ টু চ্যাম্পিয়ন হয়ে আই লিগে খেলার সুযোগ পেয়েছি।' তবে চ্যাম্পিয়ন হলেও একটা ম্যাচ বাকি রয়েছে ডায়মন্ডের। কিবুর লক্ষ্য সেই ম্যাচ জিতে অপরাজিতভাবে লিগটা শেষ করা।

চ্যাম্পিয়ন চার্চিলই, ঘোষণা ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : প্রায় সপ্তাহদুয়েক টালবাহানার পর আপিল কমিটির নির্দেশে চার্চিল ব্রাদার্সকেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ফলে সব ঠিক থাকলে আগামী মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলতে দেখা যাবে গোয়ার ক্লাবটিকে।

লিগে শেষ ম্যাচের পর ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই ছিল চার্চিল। নামধারী ম্যাচ নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকায় দৌড়ে টিকে ছিল ইন্টার কাশীও। তাদের পয়েন্ট ৩৯। ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি প্রথমে নামধারী ম্যাচের পুরো পয়েন্ট তাদের দিলেও আপিল কমিটির নির্দেশে তা ফিরিয়েও নেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত সেই পয়েন্ট পেল না আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। ফলে ৪০ পয়েন্ট নিয়েই চ্যাম্পিয়ন হল চার্চিল। এটি তাদের তৃতীয় আই লিগ খেতাব।

ফেডারেশনের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে সুপার কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে চার্চিল। কাজেই আপিল কমিটির নির্দেশ কয়েকটা দিন আগে এলে হয়তো সুপার কাপ থেকে সরে দাঁড়াত না গোয়ার ক্লাবটি। এদিকে ফেডারেশনের ঘোষণার পর ইন্টার কাশীও বেজায় ক্ষুব্ধ। জানিয়েছে, বিশ্ব ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) দ্বারস্থ হবে তারা।

জিতে ডার্বি খেলতে বদ্ধপরিকর ইস্টবেঙ্গল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : আইএসএলে বা এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যাই হোক না কেন, লাল-হলুদ সমর্থকরা সুপার কাপে ফের একবার চ্যাম্পিয়নশিপের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন।

রবিবার থেকে ভুবনেশ্বরে শুরু হচ্ছে এবারের সুপার কাপ। যার শুরুতেই কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। আসলে এই টুর্নামেন্টের ফরম্যাট এমনই যে, মাত্র চার ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব। একইসঙ্গে এটাও ঠিক, সুপার কাপ জয়ীরা যেহেতু এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগ ২-এ প্রাথমিকভাবে প্লে-অফ খেলার সুযোগ পাবে, তাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়া কোনও দলই এবার এই সুযোগ ছাড়তে রাজি হবে না। বিশেষ করে এফসি গোয়া, বেঙ্গালুরু এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, জামশেদপুর এফসি কী মুম্বই সিটি এফসি-র মতো দলগুলি। যাদের লক্ষ্য ছিল, আইএসএল শিল্ড বা কাপ জয়। প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ

সুপার কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স

স্থান : ভুবনেশ্বর, **সময় :** রাত ৮টা

সম্প্রচার : জিওহটস্টার

আমরা সুপার কাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হলেও আইএসএলে সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করতে পারিনি। তাই এবারও আমাদের এখানে ভাল করাটা খুব জরুরি। এতে এশিয় স্তরে খেলার দরজাও খুলে যাবে। সপ্তাহ দুয়েক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি এখানে। ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে আাছে।

অস্কার ব্রুজোঁ

যে খুব সহজ তাও নয়। এমনকি এই ম্যাচ জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনালে অস্কার ব্রুজোঁর দল মুখোমুখি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের। সবথেকে বড় কথা, লম্বা সময় পরে খেলতে নামার আগে খুব স্বস্তিতেও নেই ইস্টবেঙ্গল। অনুশীলনে নামতে না নামতেই ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে কোচের ঝামেলা এবং ব্রাজিলীয়র বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই চোট সাউল ক্রেসপোর। তাঁর চোট তেমন গুরুতর নয়, এমনটাই জানাচ্ছেন অস্কার, 'ওর কাফ মাসলে লেগেছে। যাবতীয় পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে খুব গুরুতর নয়। ম্যাচের দিন সকালেই আমরা ঠিক করব যে ও প্রথম একাদশে থাকবে কিনা।' কেরালা অবশ্য আসছে পুরো দল নিয়েই। অ্যাড্রিয়ান লুনা-নোয়া সাদিউরা যে নিজেদের প্রমাণ করার একটা শেষ চেষ্টা করবেন, তা বলাই বাহুল্য। সেটা স্বীকার করছেন লাল-হলুদ কোচ নিজেও।

তবে রাফায়েল মেসি বাউলি ও রিচার্ড সেলিস আসার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগের ঝাঁঝ যে বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। যদিও দিমিত্রিয়োস দিয়ামান্তাকোসের অফ ফর্ম না কাটলে সমস্যা থেকেই যাবে। তাঁর এখন গোল পাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে শিবির। তবেই ফিরবে হারানো আত্মবিশ্বাস। সবকিছু বুঝেই অস্কার বলছেন, 'আমরা সুপার কাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হলেও আইএসএলে সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করতে পারিনি। তাই এবারও আমাদের এখানে ভালো করাটা খুব জরুরি। এতে এশীয় স্তরে খেলার দরজাও খুলে যাবে। সপ্তাহ দুয়েক প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি এখানে। ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে আাছে।' দল নিয়ে তিনি যে আত্মবিশ্বাসী সেটা বোঝা যায় যখন তিনি বলেছেন, 'যদি জিততে পারি তাহলে এরপরেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এই মরশুমের সবথেকে ধারাবাহিক দল মোহনবাগান। আর তার জন্য আমাদের রবিবার জেতাটা খুব দরকার।' সম্ভবত মরশুমে অন্তত একবার ডার্বি জয়ই তাঁর এখন প্রাথমিক লক্ষ্য। তবে তার জন্য দলের গোল পাওয়া যেমন জরুরি তেমনি গোল খাওয়াও বন্ধ করতে হবে ডিফেন্সের। লালচুঙ্গানুঙ্গা-নীশুকুমার-মহম্মদ রাকিপরা বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে লাল কার্ড দেখে দলকে ডুবিয়েছেন। মাঝমাঠে নাওরেম মহেশ সিংও ফ্যাক্টর হতে পারেন। চোটের জন্য ছিটকে গেছেন মাহের হিজাজি। তাই ভুবনেশ্বরের প্রবল গরমে হেক্টর ইউস্তের উপর অনেককিছু নির্ভর করছে।

তবু নক-আউট ম্যাচে যে কোনও কিছু হতে পারে বলেই আশা হারানোর কোনও কারণ দেখছে না লাল-হলুদ শিবির। আর এই আশা নিয়েই সুপার কাপের শুরুটা ভাল করতে বদ্ধপরিকর অস্কার-বাহিনী।

সুপার কাপের আগে শেষ প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের জিকসন সিং।

অনুশীলনের মাঝে আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে অভিষেক নায়ার।

'৯৫ আতঙ্ক' কাটাতে কাজ শুরু অভিষেকের

আট মাসেই ছাঁটাই গম্ভীরের সহকারী অভিষেক

টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফে রদবদল

ফিরতে পারেন কেকেআরে

দুইদিন আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ প্রকাশিত খবরে শিলমোহর পড়ল শনিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : জল্পনা ছিলই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি জল্পনা বাস্তব হবে, ভাবা যায়নি!

দিন দুয়েক আগেই টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচের চাকরি হারিয়েছেন। গৌতম গম্ভীরের সহকারীর চাকরি থেকে 'ছাঁটাই'য়ের রেশ কাটার আগেই আজ অভিষেক নায়ার ঢুকে পড়লেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেট সংসারে। এমন সম্ভাবনার কথা আগেই প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। আজ সেটাই বাস্তব রূপ পেল।

দুপুরের দিকে মুম্বই থেকে কলকাতা পৌঁছানোর পরই ইডেন গার্ডেন্সে সন্ধ্যার কেকেআর অনুশীলনে হাজির হয়ে গেলেন অভিষেক। ২০২৪ সালে কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই তিনি টিম ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে ছাঁটাইয়ের পর আজ নাইটদের সংসারে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েই কাজ শুরু করে দিলেন তিনি। দলকে আগামীর দিশা দেওয়ার পাশে বেহাল ব্যাটিংয়ের হাল ফেরানোর জন্য অভিষেকের উপস্থিতি রীতিমতো তাৎপর্যের ঘটনা। নাইট সংসারে অভিষেকের প্রত্যাবর্তনের পর প্রশ্ন উঠেছে কোচদের কুলিং অফ নিয়ে। যদিও এই ব্যাপারে কারোর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে যখন কেকেআরের টিম বাস হাজি হল, তখনও বোঝা যায়নি কতটা চমক অপেক্ষা করে রয়েছে পরের কয়েক ঘণ্টার জন্য। টিম বাস থেকে অভিষেক নামতেই জল্পনা শুরু নাইট সংসারে তাঁর ভূমিকা নিয়ে। রাতের দিকে কেকেআরের তরফে অভিষেককে দলের 'সহকারী' কোচ হিসেবে তকমা দেওয়া হয়েছে। যদিও তার আগে সন্ধ্যা থেকে রাতের পথে এগিয়ে যাওয়া ইডেনে নাইটদের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুশীলন দেখে অভিষেককে মনে হয়েছে দলের নয়া ব্যাটিং পরামর্শদাতা। কেকেআরের একটি সূত্রের দাবি, আপাতত অভিষেককে দলের সহকারী কোচ করা হলেও তিনি মূলত দলের ব্যাটিংয়ের দিকটাই দেখবেন।

সেই ব্যাটিং, কয়েকদিন আগে মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসদের বিরুদ্ধে যারা ৯৫ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল। সেই '৯৫ আতঙ্ক' কাটাতেই আজ কাজ শুরু করে দিলেন নাইটদের নয়া সাপোর্ট স্টাফ। সুনীল নারায়ণ, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, রামনদীপ সিং, আজিঙ্কা রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের নিয়ে দীর্ঘসময় নেটে পড়েছিলেন অভিষেক। কেকেআরের প্রায় সব ব্যাটারকেই তাঁদের 'ভুল' শুধরে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন অভিষেক। তাঁর প্রত্যাবর্তন সোমবারের ইডেনে শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে কতটা ভরসা দেবে রাহানেদের, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অভিষেকের প্রত্যাবর্তন কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের উপর চাপ বাড়াল বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনতিই দলের ধারাবাহিকতার অভাবের পাশে পাঞ্জাব ম্যাচে ১১২ রান তাড়া করতে গিয়ে ৯৫ রানে অল আউট কোচ হিসেবে কেকেআরের অন্দরে চান্দু স্যারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

ফিরতে পারেন গুরবাজ

এমন অবস্থায় সোমবারের গুজরাট ম্যাচ নাইটদের জন্য অনেকটাই অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। গুজরাট ম্যাচে নাইটদের প্রথম একাদশেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্তত আজ সন্ধ্যার ইডেনে নাইটদের অনুশীলন তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। রহমানুল্লাহ গুরবাজকে আজ দীর্ঘসময় উইকেটকিপিংয়ের পাশে নেটে ব্যাটিংও করানো হয়েছে। নাইটদের অন্দরমহলের খবর, সোমবারের গুজরাট ম্যাচে কুইন্টন ডি ককের বদলে গুরবাজ খেলতে পারেন। তাছাড়া আহমেদাবাদে আজ দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জস বাটলারের তাণ্ডবও নাইট সংসারে টেনশনের পারদ বাড়িয়ে দিয়েছে। অনুশীলনের শেষ দিকে নিজের বলে আন্দ্রে রাসেলের স্ট্রেট ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে বাঁ হাতের আঙুলে লাগে বৈভব অরোরার। এরপর হাতে আইসপ্যাক লাগিয়ে তিনি মাঠ থেকে বেরিয়ে যান।

এমন অবস্থায় নয়া সহকারী কোচ নাইট সংসারে সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

প্রস্তুতি শুরুর আগে একাই নকিংয়ে রহমানুল্লাহ গুরবাজ। কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

পিচে ঘাস, অস্বস্তিতে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল : ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স খুব একটা স্বস্তিতে নেই। উপরি হিসেবে শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে অল আউটের ধাক্কাও রয়েছে।

এমন অবস্থায় আজিঙ্কা রাহানেদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিতে হাজির ক্রিকেটের নন্দনকাননের বাইশ গজ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর থেকেই কেকেআর অধিনায়ক রাহানে স্পিন সহায়ক পিচের আবদার করে আসছেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তর বিতর্কও হয়েছে। কিন্তু তারপরও ইডেন গার্ডেন্সের পিচের চরিত্র বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। জানা গিয়েছে, সোমবারের গুজরাট টাইটান্স বনাম কেকেআর ম্যাচ হবে ৩ এপ্রিলের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের বাইশ গজে। যেখানে এখনও ঘাস রয়েছে।

আজ সন্ধ্যার ইডেনে পিচের ঘাস নাইট টিম ম্যানেজমেন্টেরও নজর এড়ায়নি। পিচের ধারেই কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, বোলিং কোচ ভরত অরুণ, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভোরা দীর্ঘসময় আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ইডেনের পিচ। রাতের দিকে ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি পিচ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যদিও সিএবি সূত্রের খবর, ইডেনের পিচের চরিত্র বদল হচ্ছে না। ফলে শুভমান গিল, মহম্মদ সিরাজ, জস বাটলারদের বিরুদ্ধে সোমবার নিশ্চিতভাবেই বড় চ্যালেঞ্জের সামনে কেকেআর।

সেমিফাইনালে দাগাপুর, কালিম্পং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের গণেশচন্দ্র সেন ও পলানচন্দ্র পোদ্দার ট্রফি ১২ দলীয় প্রবীণদের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠেছে দাগাপুর মর্নিং ক্লাব ও প্রধাননগর ভেটেরান্স। শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে দাগাপুর মর্নিং ৩-০ গোলে হারিয়েছে কালিম্পং ইউনাইটেডকে। এর আগে দাগাপুর মর্নিং একই ব্যবধানে রয়্যাল এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রধাননগর অবশ্য সিকিম ইউনাইটেড ব্রাদার্স না আসায় ওয়াকওভার পেয়েছে বলে আয়োজকদের তরফে সমীর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন। কালিম্পং ইউনাইটেড টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে জিতেছে ব্রাদার্স ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে জলপাইগুড়ি ভেটেরান্স ও ডুয়ার্স রাইনো। পরে সকাল সাড়ে ১১টায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দাগাপুর মর্নিং মুখোমুখি হবে প্রধাননগরের। বিকেল পৌনে ৪টা থেকে রয়েছে ফাইনাল।

নজির গড়ে ইসি-তে পপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল : শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার পদাধিকারী নির্বাচন রয়েছে রবিবার। চিনু ভবনে সন্ধে সাড়ে ৬টা থেকে আয়োজিত সভায় আগামী ২ বছরের জন্য শীর্ষ কর্তাদের বেছে নেওয়া হবে। তার একটি নজির গড়ে ফেলেছে সংস্থা। প্রথমবার তাদের কার্যনির্বাহী কমিটিতে (ইসি) মহিলা হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন পপি দালাল। শিলিগুড়ি ময়দানের এই মহিলা ক্রিকেটার আম্পায়ারকে ইসি-তে স্থান দেওয়া প্রসঙ্গে বিদায়ি সচিব রানা দে সরকার বলেছেন, 'সংস্থার মহিলা সদস্যের সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তাই মহিলাদের মধ্যে থেকে প্রথমবার একজনকে ইসি-তে নেওয়া হল। তাঁকে ছাড়াও কো-অপ্ট করা হয়েছে ফুটবল রেফারি রমেশ বর্মন ও ক্রিকেট আম্পায়ার কৌশিক ঘোষকে। এছাড়াও ফুটবল রেফারি দেবানীক চৌধুরীকে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ইসি-তে নেওয়া হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত।'

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নেট রান রেট	পয়েন্ট
গুজরাট টাইটান্স	৭	৫	২	০.৯৮৪	১০
দিল্লি ক্যাপিটালস	৭	৫	২	০.৫৮৯	১০
পাঞ্জাব কিংস	৭	৫	২	০.৩০৮	১০
লখনউ সুপার জায়েন্টস	৮	৫	৩	০.০৮৮	১০
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	৭	৪	৩	০.৪৪৬	৮
কলকাতা নাইট রাইডার্স	৭	৩	৪	০.৫৪৭	৬
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	৭	৩	৪	০.২৩৯	৬
রাজস্থান রয়্যালস	৮	২	৬	-০.৬৩৩	৪
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	৭	২	৫	-১.২১৭	৪
চেন্নাই সুপার কিংস	৭	২	৫	-১.২৭৬	৪

স্যামসনের অনুপস্থিতিতে অভিষেক কনিষ্ঠতম বৈভবের

ফের জেতা ম্যাচে হার রাজস্থানের

লখনউ সুপার জায়েন্ট-১৮০/৫
রাজস্থান রয়্যালস-১৭৮/৫

জয়পুর, ১৯ এপ্রিল : ঠিক যেন দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের অ্যাকশন রিপ্লে। সেদিনের মতোই শনিবারও লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৯ রান। ২০তম ওভারের শুরুতে সেদিনের মতোই ক্রিজে শিমরন হেটমায়ার ও ধ্রুব জুরেল। তিনদিন আগে মিচেল স্টার্কের বিরুদ্ধে তবু ম্যাচ সুপার ওভারে নিয়ে গিয়েছিল রাজস্থান, এদিন নির্ধারিত ওভারেই তারা ২ রানে হেরে ফিরল।

অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের অনুপস্থিতিতে রানতাড়া করতে নেমে শুরুটা দাপটের সঙ্গে করে রাজস্থান। নেপথ্যে যশস্বী জয়সওয়াল (৫২ বলে ৭৪)। ১৪ বছর ২৩ দিনে কনিষ্ঠতম হিসেবে আইপিএল অভিষেক ঘটানো বৈভব সূর্যবংশীর (২০ বলে ৩৪) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে প্রথমে ৮৫ রান ও পরে দ্বিতীয় উইকেটে স্টপ গ্যাপ অধিনায়ক রিয়ান পরাগের (২৬ বলে ৩৯) সঙ্গে যশস্বীর ৬২ রানের জুটি রাজস্থানকে জয়ের পথে রেখেছিল। কিন্তু স্নায়ুর চাপ ও শেষ ওভারে আবেশ খানের দক্ষতায় (৩৭/৩) বাকি কাজটুকু তারা করে উঠতে পারেনি। লখনউ আটকে যায় ১৭৮/৫ স্কোরে।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে আইডেন মার্করাম।

বল হাতে লখনউকে চাপে রেখে ছিলেন জোফ্রা আর্চার-ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভারা। ম্যাচের তৃতীয় ওভারেই মিচেল মার্শ (৪) ফিরে যান আর্চারের (৩২/১) বলে। ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে বেশ খানিকটা দৌড়ে অসাধারণ ক্যাচ ধরেন হেটমায়ার। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই লেগ বিফোর নিকোলাস পুরান (১১)। যদিও আগের ওভারেই জীবনদান পেয়েছিলেন পুরান। আর্চারের বলে সহজ ক্যাচ ফসকান শুভম দুবে। শুরুতেই দুই উইকেট খুইয়ে প্রথম ৬ ওভারে মাত্র ৪৬ রান তোলে গোলাপি-ব্রিগেড। দলকে ভরসা দিতে পারেননি অধিনায়ক ঋষভ পন্থও (৩)। চলতি আইপিএলের ৭ ইনিংসে মাত্র ১০৬ রান এসেছে পন্থের ব্যাট থেকে। তাঁর খারাপ ফর্ম নিঃসন্দেহে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবে। তবে খেলা ধরে নেন আইডেন মার্করাম (৬৬) ও আয়ুষ বাদোনি (৫০)। চতুর্থ উইকেটে তাঁরা ৪৯ বলে ৭৬ রান যোগ করেন। মার্করামকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন হাসারাঙ্গা (৩১/২)। তবে স্লগ ওভারে আব্দুল সামাদের (১০ বলে অপরাজিত ৩০) ঝোড়ো ইনিংস লখনউকে পৌঁছে দেয় ৫ উইকেটে ১৮০ রানে।

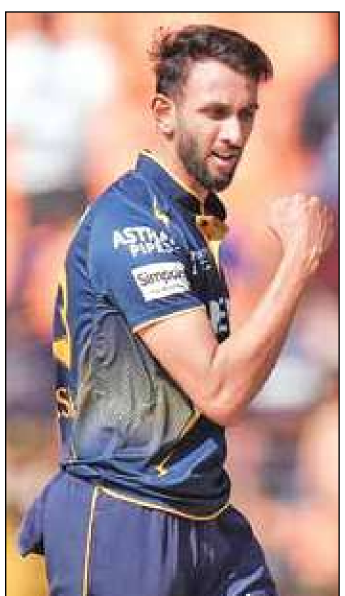

চার উইকেট নিয়ে হুংকার প্রসিধ কৃষ্ণার। আহমেদাবাদে শনিবার।

দিল্লিকে হারিয়ে শীর্ষে গুজরাট

বাটলারের তাণ্ডবে আশঙ্কায় নাইটরা

দিল্লি ক্যাপিটালস-২০৩/৮
গুজরাট টাইটান্স-২০৪/৩
(১৯.২ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ১৯ এপ্রিল : কলকাতায় পা রাখার আগে হুংকার জস বাটলারের।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আজ ব্যাটিং তাণ্ডবে সতর্কবার্তা শাহরুখ খান ব্রিগেডের জন্য। সোমবার ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স দ্বৈরথ। নাইট বোলিংয়ের জন্য তিনি যে সবচেয়ে বড় কাঁটা হতে চলেছেন, নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দিল্লি ম্যাচে তারই অশনিসংকেত।

৫৪ বলে অপরাজিত ৯৭। ১১টি চার ও চারটি ছক্কায় সাজানো বাটলারের যে ইনিংসের সামনে উড়ে গেল মিচেল স্টার্ক, কুলদীপ যাদব সহ দিল্লির শক্তিশালী বোলিং লাইনআপ। সোমবার কি বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারায়ণ, বৈভব অরোরাদের পালা? প্রশ্নটা উসকে দিলেন আজ দিল্লি বধের মেজাজি ইনিংসে।

জিততে হলে ২০৪ রান দরকার। দ্বিতীয় ওভারে রানআউট অধিনায়ক শুভমান গিল। যদিও কোনও প্রতিকূলতাই পথ আটকাতে পারেনি বাটলারের। ১৪/১ স্কোরে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। ফিরলেন দলকে ফিনিশিং লাইন ২০৪ পার করিয়ে! নিটফল, দিল্লিকে পিছনে ফেলে শীর্ষে গুজরাট (দুই দলেরই ১০ পয়েন্ট হলেও নেট রান রেটে এগিয়ে গুজরাট)। সব ভালোর মধ্যেও খারাপ খবর শুভমানের জন্য। স্লো ওভার রেটের জন্য তাঁর ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে।

৫৪ বলে বাটলার অপরাজিত ৯৭। ১১টি চার ও চারটি ছক্কা। টিপিক্যাল বাটলারের ইনিংস। পরিস্থিতি অনুযায়ী ইনিংসের গতি নিয়ন্ত্রণ করলেন। বি সাই সুদর্শনকে (৩৬) নিয়ে ৬০ রানের জুটিতে ম্যাচের মোমেন্টাম ঘুরিয়ে দেন। এরপর শেরফানে রাদারফোর্ডের ১১৯ রানের রেকর্ড যুগলবন্দি।

শেষ ১২ বলে ১৫ রান দরকার। মুকেশ কুমার ১৯তম ওভারে রাদারফোর্ডের (৪৩) উইকেটের সঙ্গে মাত্র ৫ রান দেন। ৬ বলে ১০ রান দরকার। বল হাতে স্টার্ক। গত রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচেই শেষ ওভারেই বাজিমাত করেন তিনি। এদিন অবশ্য কোনও সুযোগ দেননি রাহুল তেওয়াটিয়া (৩ বলে অপরাজিত ১১)। প্রথম দুই বলে ছক্কা ও বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টেনে দেন। শতরান হাতছাড়া নয়, মূল্যবান ২ পয়েন্ট আনতে পেরেই খুশি বাটলার। জানান, ব্যাটিংয়ের জন্য দুর্দান্ত উইকেট। লক্ষ্য ছিল শেষপর্যন্ত টিকে থাকা। লক্ষ্যপূরণ করতে পেরে ভালো লাগছে। রান পেলেও উইকেটকিপিংয়ে ঘাটতি থাকছে। বাটলার স্বীকার করে নিলেন, গত ছয় ম্যাচে ভুলত্রুটি ছিল। আজ চেষ্টা করেছেন তা কাটিয়ে উঠতে।

গিলের মুখে ডেথ ওভারে বোলারদের প্রত্যাবর্তনের কথা। তাঁর মতে, একসময় মনে হচ্ছিল দিল্লির স্কোরটা ২২০-২৩০ হবে। প্রায় একই সুর অক্ষর প্যাটেলের গলায়। জানান, নিয়মিত উইকেট হারানো বিপক্ষে গিয়েছে। ১০-১৫ রান কম হয়েছে। কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন গুজরাটের পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা। অভিষেক পোড়েল (১৯), করুণ নায়ার (৩১), লোকেশ রাহুল (২৮), অক্ষর প্যাটেল (৩৯), ট্রিস্টান স্টাবস (৩১), আশুতোষ শর্মা (৩৭)—দিল্লির প্রায় সব ব্যাটার ভালো শুরু করেও ফিনিশ দিতে পারেননি।

সৌজন্যে প্রসিধ (৪১/৪)। চার শিকারে স্কোরটাকে নাগালের বাইরে যেতে দেননি। সেরা লোকেশের উইকেট। আগের বলেই বাউন্সার। পরেরটা নিখুঁত ইয়র্কার। ব্যাট ফাঁকি দিয়ে উইকেটের সামনে সোজা পায়ে। লোকেশও রিভিউ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। মহম্মদ সিরাজ (৪৭/১) কিছুটা অফকালার থাকলেও তা ঢেকে দেন প্রসিধ। বাকি সময়ে বাটলারি মেজাজে দিল্লি-বধ।

নিজে ধরাশায়ী হলেও গুজরাট টাইটান্সকে এক নম্বরে তুলে দিলেন জস বাটলার।

সাত গোলের থ্রিলারে জয় বার্সার

বার্সেলোনা, ১৯ এপ্রিল : লা লিগায় ছুটছে বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে শনিবার সাত গোলের থ্রিলারে তারা জিতেছে ৪-৩ গোলে। ১২ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন ফেরান টোরেস। কিন্তু ৩ মিনিটের মধ্যেই খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন বোরহা ইগলেসিয়াস। শুধু তাই নয়, ৫২ ও ৬২ মিনিটে তাঁর আরও দুই গোলে ৩-১ লিড নেয় সেল্টা। ৬৪ মিনিটে ড্যানি ওলমো ব্যবধান কমান। রাফিনহা ৬৮ ও দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে গোল করে বার্সাকে জয় এনে দেন। এই জয়ে ৩২ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে বার্সা।

জিতে চারে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ গোলে হারিয়েছে এভার্টনকে। ৮৪ মিনিটে নিকো ও'রিলির গোলে এগিয়ে যায় সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে ব্যবধান বাড়ান মাতেও কোভাসিচ। এই ম্যাচ জিতে সিটি চারে উঠেছে।

অন্যদিকে, বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন ৪-০ গোলে হারিয়েছে হাইডেনহাইমকে। ১২ মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। কোনার্ট লাইমার ২-০ করেন ১৯ মিনিটে। এরপর ৩৬ মিনিটে গোল করেন কিংসলে কোমান। জোশুয়া কিমিচ ৫৬ মিনিটে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত করেন।

শুভেচ্ছা

শুভ জন্মদিন

☺ **শৌনক দাস (অর্ক) :** ৮ম জন্মদিনে রইল অনেক শুভাশিস। বড় হও-মানুষ হও।-**জেঠু (দেবাশিস), জেজি (শিপ্রা), বাবা (শিবাশিস), মা (অদিতি), দাদা (আর্য) ও পরিবারবর্গ।** -ঘেগীরঘাট, দেওয়ানহাট, কোচবিহার।

বিবাহবার্ষিকী

☺ **প্রদ্যুৎ ও বীণার** রজত জয়ন্তী বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা রইলো- **বৈজয়ন্তী, সোমা, অনুশ্রী, কৃষ্ণা, সবিতা, অর্ণব, সুকল্যাণ, শ্যামল ও সঞ্জিত।** শিলিগুড়ি।